# সরল ডাক্তারি শিক্ষা

একত্রে পাঁচ ভাগ।

অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী
হাকিমী ও বিবিধ মুষ্টিযোগ, এবং
আয়ুর্ব্বেদীয় ও রোগ নিদান
সম্বলিত চিকিৎসা পুস্তক।

সহজ জ্বর চিকিৎসা, আদি মুষ্টিযোগ, চিকিৎসা কল্পতরু, গীত ও
বাদ্যশিক্ষার সহজ উপায়, সঙ্গীত ও সদস্ত শিক্ষা
কনকচাঁপা উপন্যাস, প্রফুল্লবালা, মেঘনাদবধ ও
লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও প্রমিলার চিতা-
রোহণ নাটক, বিজয়বসন্ত নাটক
প্রভৃতি প্রণেতা—

শ্রীনফরচন্দ্র দত্ত প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।
৩২০ নং অপার চিৎপুর রোড, কমলাকান্ত যন্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণবিহারী সরকার দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য দুই টাকা।

# বিজ্ঞাপন।

—*—

ও বহু আয়াসে এই সরল ডাক্তারি শিক্ষা জন প্রকাশিত হইল। এইরূপ পুস্তক যত প্রকাশ হই তই দেশের মঙ্গল। কারণ, যে স্থলে চিকিৎসক পা য়না, সে স্থলে এই পুস্তকই প্রকৃত চিকিৎসকের কা রিবে। সামান্য অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া এই । একখানি পুস্তক গৃহে রাখিলে ও সেই পুস্তকখানি আ দ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া রোগাদির ল ক্ষণ জ্ঞাত হইতে পারিলে ঔষধাদি প্রয়োগের জন্য আর ভাবিতে হইবে না। ইহার পঞ্চমভাগে রোগনিদান লিখিত হইয়াছে, সকলের কর্ত্তব্য যে অগ্রে রোগ নিদানে ভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে ঔষধাদি প্রয়োগ জন্য বিতে হইবে না। যিনি যে মতে চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি সেই মতেই চিকিৎসা করিতে পারিবেন। যাঁহাদের জন্য এই পুস্তক লিখিত হইল, তাঁহাদের উপকার হইলেই আমার শ্রম সফল বিবেচনা করিব।

গ্রন্থকার
শ্রীনফরচন্দ্র দত্ত।

# সূচীপত্র।

# সূচীপত্র।

# সূচীপত্র।

# সূচীপত্র।

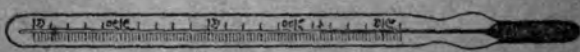
সম্পূর্ণ।

# সরল ডাক্তারী শিক্ষা।

## প্রথম ভাগ।

## অ্যালোপ্যাথিক মতের চিকিৎসা।

### থার্ম্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র।



উপরের লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাযুক্ত প্রতিমূর্ত্তিটীকে থার্ম্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র কহে। উক্ত যন্ত্রটীর গাত্র সংলগ্ন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দৃষ্ট হয়, উহাকে ডেসিম্যাল বলে। চারিটী ক্ষুদ্র রেখার পর যে একটী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ রেখা দৃষ্ট হয়, উহাই ডিগ্রি এবং ৯৫, ১০০, ১০৫, ১১০ ও ১১৫, ইহা ডিগ্রি জ্ঞাপক অঙ্ক।

৯৮।৪ ডিগ্রিতে যে একটী ক্ষুদ্র বাণচিহ্ন দেখা যায়, উহাকে ইন্‌ডেক্‌স বা নির্দ্দেশক চিহ্ন কহে। কাচনির্ম্মিত যন্ত্রটীর ঠিক ঐ স্থানে একটী লাল-বর্ণের সরল রেখা দৃষ্ট হইবে, উহাই শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপজ্ঞাপক। শরীরের উত্তাপ পরীক্ষাকালে পারদকে ঝাড়িয়া অর্থাৎ দক্ষিণহস্তে থার্ম্মোমিটারকে ধরিয়া বামহস্তের তালুর উপর অল্পে অল্পে আঘাত করিয়া পারদকে ৯৬ ডিগ্রিতে আনিবে, পশ্চাৎ রোগীর বাহুমূলে উক্ত যন্ত্রটীকে (অর্থাৎ যেস্থানে পারদ সঞ্চিত আছে, ঐ স্থানটী) দিয়া

মনুষ্যদেহের উত্তাপ সহজ অবস্থায় ৯৮ বা ৯৮॥০ অথবা ধাতুবিশেষে ৯৯ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে, ইহার অতিরিক্ত উঠিলেই জ্বর অনুমান করিতে হইবে। সচরাচর জ্বরকালীন ১০১, ১০২, ১০৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ হইয়া থাকে। কিন্তু ১০৪, ১০৫, ১০৬, ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ উর্দ্ধে উঠিলে সে জ্বর কঠিন বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। ইহার পর ১০৭, ১০৮, ১০৯ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ উর্দ্ধে উঠিলে এবং সেই জ্বর অধিককাল স্থায়ী হইলে রোগীর অব্যাহতি পাইবার কোন উপায় নাই। সহজ অবস্থা ৯৯, ৯৮॥০ বা ৯৮ ডিগ্রি হইতে ক্রমশঃ নিম্নমুখে অবতরণ করিলে (অর্থাৎ ৯৭, ৯৬, ৯৫ ৯৪, ডিগ্রিতে অবতরণ) রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতেছে অনুমান করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে (অর্থাৎ পারদ ক্রমশঃ অধোগামী হইলে) উষ্ণকারক ঔষধাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে রোগীর ৯২, ৯১, ৯০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ নিম্নে অবতরণ করিতেছে দৃষ্ট হইবে, সে রোগীর মৃত্যুসম্বন্ধে কোন আপত্তিই নাই, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। উপরোক্ত নিয়মগুলি বিশদভাবে বুঝিয়া তৎপরে থার্ম্মোমিটার ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। প্রতিদিন এক সময়ে রোগীর গাত্রতাপ পরীক্ষা করা উচিত। প্রাতে ৮ ঘটিকা ও অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় তাপ পরীক্ষার প্রশস্ত কাল। বালকের শরীরের উত্তাপ যুবকের শরীরের উত্তাপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। কখন কখন পাকাশয়ের পীড়াবশতঃ বালকের গাত্রতাপ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। অতএব কেবল তাপাংশ দৃষ্টে বালকদিগের উৎকট রোগ হইয়াছে, এরূপ মনে করা কর্ত্তব্য নহে।

---

স্কন্ধে অর্থাৎ কব্জিতে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়। গ্রীবা ও জানুদেশেও নাড়ীর গতি অনুভব করা যাইতে পারে। মনুষ্য শরীরে সুস্থাবস্থায় সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে বয়সানুসারে যেরূপ নাড়ীর স্পন্দন হয়, তাহার সংখ্যা নিম্নে দ্রষ্টব্য।

| | |
|---|---|
| জন্ম হইতে ১ বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতি মিনিটে | ১৪০ বার। |
| ২ বৎসর হইতে ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ,, | ১২০ বার। |
| ৪ বৎসর হইতে ৬ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ,, | ১০০ বার। |
| ৭ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ,, | ৯০ বার। |
| ১৮ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ,, | ৭৫ বার। |

বৃদ্ধ বয়সে ৭০ বার স্পন্দন অনুভূত হয়।

কোন কোন ব্যক্তির নাড়ী স্বভাবতই মৃদু বা দ্রুত থাকে, তাহা দেখিয়া কোনরূপ রোগ মনে করা উচিত নহে। স্বাভাবিক স্পন্দন অপেক্ষা ৮।১০ বার অধিক স্পন্দন হইলে জ্বর হইয়াছে এবং ৮।১০ বার ন্যূন স্পন্দন হইলে জীবনী শক্তির হ্রাস পড়িয়াছে জানিতে হইবে।

অঙ্গুলিদ্বারাই নাড়ীর গতি নিরূপণ করিবে। স্থূল, কোমল, দ্রুত নাড়ী জ্বররোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। দ্রুত, কঠিন ও পূর্ণ নাড়ী প্রদাহজ্ঞাপক। আহারের পর বা সন্ধ্যাকালে নাড়ীর বেগ বিলেপী জ্বরের লক্ষণ। নাড়ীর বিষম গতি পর্য্যায়শীলতা। উৎক্ষেপণ হৃদ্‌রোগের পরিচায়ক। ক্ষীণ নাড়ী দ্রুত অবসাদকর অর্থাৎ বিসূচিকা অথবা কোনরূপ রক্তস্রাবাদি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অনুভব করিতে হইবে। হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনের ন্যূনাধিক্যানুসারে নাড়ীর দ্রুতগতি জন্মে। নাড়ীর দ্রুতগতি দ্বারা স্নায়বীয় রোগ এবং দুর্ব্বলতা সহকারে উত্তেজনা বুঝা যায়। এক আকুঞ্চনের সময় হইতে অন্য আকুঞ্চনের মধ্যবর্ত্তী সময় প্রতিনিয়ত সমান হইলে নাড়ীর সমান গতি এবং মধ্যে মধ্যে মন্দ হইলে বিষম গতি অনুমান করিতে হইবে। সময়ে সময়ে নাড়ীর স্পন্দন বিলুপ্ত

হইলে উহাকে পর্য্যায়শীল নাড়ী কহে। রক্তসঞ্চলন, নিশ্বাস প্রশ্বাস ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ জনিত নাড়ীর বিষমগতি উৎপন্ন হইবার কারণ। হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসে রক্তসঞ্চনের ব্যাঘাত বশতঃ নাড়ী পর্য্যায়শীল হইয়া থাকে।

## নাড়ী, শ্বাস ও গাত্রোত্তাপ।

শরীরের উত্তাপ এক অংশ বর্দ্ধিত হইলে প্রতি মিনিটে ১০ বার নাড়ীর স্পন্দন এবং শ্বাসের গতি ২।৩ বার বর্দ্ধিত হয়। স্বভাবতঃ গাত্রতাপ ৯৮।৪ অংশ হইলে প্রতিমিনিটে ৭৫ বার নাড়ীর স্পন্দন এবং শ্বাসের গতি ১৮ বার। শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত হইয়া ১০০ ডিগ্রী হইলে নাড়ীর স্পন্দন ৯০।৯২ বার এবং শ্বাসের গতি প্রায় ২৩ বার হইবে। স্বাভাবিক সুস্থাবস্থায় এক এক শ্বাসে নাড়ীর স্পন্দন ৪ বার অনুভূত হইবে।

## পিপাসা।

জ্বর ও প্রদাহে মুখগহ্বরে রক্তাধিক্যবশতঃ মুখশোষ জন্মে। শরীরে রক্তের অল্পতা অথবা রক্তের জলীয়াংশের স্বল্পতা বশতঃই পিপাসা উপস্থিত হয়।

## ক্ষুধা।

বহুকালের পুরাতন পীড়ায় অথবা রোগের পরিণামাবস্থায় ক্ষুধামান্দ্য অনিষ্টজনক জ্ঞান করিতে হইবে। পাকাশয়ের উত্তেজনা, ক্রিমিদোষ বা মধ্যান্ত্রগ্রন্থির পীড়ায় অতি ক্ষুধা জন্মে।

## বমন।

পাকাশয়ের উপদাহ এবং মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও জরায়ুরাদির ক্রিয়া বৈলক্ষণ্যজনিত বমন হয়।

## হিক্কা।

বক্ষোদর ব্যবচ্ছেদক পেশীর ক্ষণস্থায়ী আকুঞ্চনে হিক্কা জন্মে। ক্রিমি, পাকাশয় অথবা যকৃতের প্রদাহ জরায়ুর উপদাহ প্রভৃতি নানা কারণে হিক্কা উপস্থিত হয়।

## ঘর্ম্ম।

ত্বক খরস্পর্শ, রুক্ষ, দাহযুক্ত ও উত্তপ্ত থাকিলে জ্বর বুঝায়। এই অবস্থার পরে ঘর্ম্ম সুলক্ষণ জানিতে হইবে। প্রাদাহিক ও বিষম জ্বরাদির পরে ঘর্ম্মস্রাব হইলে রোগের অনেকটা উপশম হয়। এরূপ অবস্থায় ঘর্ম্ম হইলেও যদ্যপি জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ হ্রাস না পড়ে, তবে ইহার সহিত অন্য কোন উপসর্গ আছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। চিকিৎসকের উচিত, সেই কারণানুসন্ধান করা, কেননা ইহাতে আশঙ্কা আছে। সামান্য শ্রমে ঘর্ম্ম হইলে দুর্ব্বলতা জ্ঞাপক, জ্বরের পশ্চাতে রাত্রিতে অধিক ঘর্ম্ম হইলে বিলেপী জ্বর বুঝিতে হইবে।

## কম্প।

বিষমজ্বর, সূতিকাজ্বর এবং অন্যান্য তীব্র জ্বরের প্রথম অবস্থায় পুনঃ পুনঃ প্রবল গাত্রকম্প হইয়া থাকে।

## বেদনা।

প্রদাহজনিত বেদনা চাপিলে অনুভূত হয়, পেশীর বেদনা সঞ্চালনে বর্দ্ধিত হয়। স্নায়ুশূলের বেদনা সঞ্চালনে ও চাপনে কোনরূপ পরিবর্ত্তিত হয় না। যকৃতে প্রদাহ হইলে দক্ষিণ স্কন্ধে এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় বাম বাহুতে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

## জিহ্বা।

জিহ্বার শুষ্কতা তরুণ জ্বর, অত্যন্ত আরক্ততা স্ফোটজ্বর, প্রান্ত ও অগ্রভাগের আরক্ততা পিত্তজ্বর, বিদারিত জিহ্বা সন্নিপাত জ্বর, লেপাবৃত জিহ্বা সর্ব্বপ্রকার জ্বর, লঙ্কা মরিচের গুঁড়া নিক্ষেপবৎ আরক্তজ্বর, মধ্যভাগ লেপাবৃত ও প্রান্তদেশ আরক্ত জিহ্বা বিলেপী জ্বর জানিতে হইবে। জিহ্বার প্রান্তভাগ হইতে ক্রমশঃ জিহ্বা পরিষ্কার হইতে থাকিলে আরোগ্যের সূচনা। জিহ্বা উত্তরোত্তর অধিকতর কপিশবর্ণ, মলিন ও শুষ্ক হইতে থাকিলে রক্ষা পাওয়া দুর্ঘট।

———

## ঔষধের মাত্রা নিরূপণ।

১ বৎসরের নিম্নে ১২ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ৫ গ্রেণ বা ৫ ফোঁটা।
২ বৎসরের নিম্নে ১ ভাগের ৮ ভাগ অর্থাৎ ৭॥০ গ্রেণ বা ৭॥০ ,,
৩ বৎসরের নিম্নে ১ ভাগের ৬ ভাগ অর্থাৎ ১০ গ্রেণ বা ১০ ,,
৪ বৎসরের নিম্নে ১ ভাগের ৪ ভাগ অর্থাৎ ১৫ গ্রেণ বা ১৫ ,,
৮ বৎসরের নিম্নে ১ ভাগের ৩ ভাগ অর্থাৎ ২০ গ্রেণ বা ২০ ,,
১৬ বৎসরের নিম্নে ১ ভাগের ॥০ অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ ৩০ গ্রেণ বা ৩০ ,,
২১ বৎসরের অধিক বয়স্কের পূর্ণ মাত্রা অর্থাৎ ৬০ গ্রেণ বা ৬০ ,,

বৃদ্ধলোকদিগের পক্ষে উপরোক্ত মাত্রার বিপর্য্যয় অর্থাৎ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে যে মাত্রা কথিত হইল, তাহাই এস্থলে ব্যবহৃত হইবে। বিজ্ঞ চিকিৎসক এরূপ স্থলে বিবেচনা করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন।

ঔষধের বলাবল এবং রোগীর বলাবল, দেশ, কাল, পাত্র, স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক, বালক, বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করিবে। কতকগুলি ঔষধ বালক বা বৃদ্ধগণকে সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত। যথা—আফিম ও পারদ ইত্যাদি। উপরিউক্ত পরিমাণ হইতে অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ হইবে। পারাঘটিত ঔষধ বালকগণকে দীর্ঘকাল যাবত ব্যবহার করাইলেও নানা স্ফুরণাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। যাহাহউক, চিকিৎসকের সাবধানে চিকিৎসা করাই উচিত।

## ঔষধের পরিমাণ।

### চূর্ণ ও কঠিন দ্রব্যাদি।

২০ গ্রেণে ১ স্কুপল বা ১০ রতি।
৩০ গ্রেণে ॥০ ড্রাম বা ৵১০ আনা।
৬০ গ্রেণে ১ ড্রাম বা ।/০ আনা।
৮ ড্রামে ১ ঔন্স বা ২॥০ তোলা।
১৬ ঔন্সে ১ পাউণ্ড বা ৪০ তোলা।

তরল দ্রব্যাদি।

৬০ মিনিমে ১ ড্রাম বা ৬০ ফোঁটা।

৮ ড্রামে ১ ঔন্স বা অর্দ্ধ ছটাক।

১৬ ঔন্সে ১ পাউণ্ড বা অর্দ্ধসের।

২০ ঔন্সে ১ পাইন্ট বা দশছটাক।

৮ পাইন্টে ১ গ্যালন বা পাঁচসের।

ঔষধাদি প্রয়োগ করিবার পুর্ব্বে কোন্ ঔষধের কি গুণ, তাহা অগ্রে জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কেননা ঔষধের গুণাগুণ জানা থাকিলে ঔষধ প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হইবে না।

———

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## ঔষধাদির ক্রিয়া ও মাত্রা।

### ক্যাষ্টরয়েল।

ইহা একটী বিরেচক ঔষধ; আভ্যন্তরিক প্রয়োগে শরীরের কোনরূপ গ্লানি উপস্থিত না করিয়া সহজে মল নির্গত করে। এজন্য শিশু ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিরেচন আবশ্যক হইলে এই জোলাপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা—১ ঔঃ হইতে ২ ঔন্স পর্যান্ত।

### জোলাপ পাউডার।

এই ঔষধ অত্যন্ত বিরেচক, ক্যালামেল সহযোগে জ্বরাদি রোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা—১০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত

### সেনা।

ইহাও বিরেচক ঔষধ, রস ও পিত্তনিঃসারক। ১ ঔঃ ঔষধ ১০ ঔঃ উষ্ণজলে এক ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া পশ্চাৎ ছাঁকিয়া ব্যবহার করিবে। সেবন কালে ৪ ড্রাম সল্ট ইহার সহিত যোগ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। মাত্রা—১ ঔঃ হইতে ২ ঔঃ পর্য্যন্ত।

### সলফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া।

ইহা বিরেচক, রস ও পিত্তনিঃসারক। সেনা মিকশ্চার প্রস্তুত করিতে হইলে ইহা যোগ করিতে হয়। মাত্রা—১ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম পর্য্যন্ত। সেনা মিকশ্চার ঔষধে ইহা ১ ঔঃ, সোণামুখীর কাথ ৮ ঔঃ, উভয়ে মিশ্রিত হইলে ১ ঔঃ মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

### রুবার্ব।

মৃদু বিরেচক, অল্প মাত্রায় ধারক ও বলকারক। মাত্রা—শিশুগণের

পক্ষে ২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ। পূর্ণ বয়স্কের ৫ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য। কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া সহযোগে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

## গ্রেগ্রিজ পাউডার বা কম্পাউণ্ড রুবার্ব্ব পাউডার।

মৃদু বিরেচক; ইহা একবার মাত্র প্রয়োগ হইলে সহজে দুই এক দাস্ত হইয়া দেহ সুস্থ হয়। জ্বরাবস্থায় প্রয়োগ হইলে ইহাদ্বারা দাস্ত হইয়া জ্বরের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবার সম্ভব। মাত্রা—২০ গ্রেণ হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

## হাইড্রার্জ্জিরাই সবক্লোরাইড বা ক্যালামেল।

ইহা উষ্ণকারক, বিরেচক, লালা, পিত্ত ও রজোনিঃসারক, শোষক ধাতুপরিবর্ত্তক ও দৌর্ব্বল্যকর। জ্বরাদি রোগে প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধাতু পরিবর্ত্তন জন্য গ্রন্থিক ও ত্বকস্থ নানাবিধ রোগে ব্যবহৃত হয়। উপদংশ রোগে মার্কারির বটীকা প্রস্তত করিয়া ব্যবহার হয়। ইহা বাতরোগে ব্যবহার করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে। বিরেচনার্থ মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত। বাতাদি রোগে শোষণ মাত্রা—।।০ অর্দ্ধ গ্রেণ হইতে ১ গ্রেণ। এইরূপে বার বার প্রয়োগ করা আবশ্যক। উক্ত নিয়মে প্রয়োগ করিতে করিতে দন্ত মাড়িতে বেদনা উপস্থিত হইলে প্রয়োগ নিষেধ। বালকগণের পক্ষে ক্রিমি নাশার্থ অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

## হাইড্রাজ কমক্রিটা।

ইহাও পারদ বা অন্যান্য দ্রব্যাপেক্ষা মৃদু বিরেচক, পিত্তনিঃসারক, শরীর শোধক, চা-খড়ি সংযোগ জন্য অম্লনাশক। দীর্ঘকাল ব্যবহারে লালানিঃসারক। বালকগণের উপদংশ, যকৃত, উদরাময়াদি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বালকগণের মাত্রা—২ হইতে ৪ গ্রেণ, পূর্ণ বয়স্কের ৫ হইতে ১০ গ্রেণ। রিমিটেণ্ট জ্বিরাবে উদর মধ্যে প্রদাহ উপস্থিত হইলে সোডা ও ইপিকাকুয়ানা সংযোগে ব্যবহৃত হয়।

## ব্লু পীল।

বিরেচক, শোষক, পিত্ত ও রজো-নিঃসারক; দীর্ঘকাল সেবনে লালানিঃসারক, অল্প মাত্রায় ধাতু পরিবর্ত্তক। মাত্রা—৩ গ্রেণ হইতে ৮ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া।

ইহা মৃদু বিরেচক, অম্লনাশক ও বমন নিবারক। মাত্রা—১০ হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

## টার্টার অ্যামিটিক।

ইহা বমনকারক, স্বেদজনক, বিরেচক শ্লেষ্মনিবারক ও দৌর্ব্বল্যকর। অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বমনকারক ও অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অপরিমিত ভেদ ও বমন হইয়া প্রাণনষ্ট হয়। মাত্রা—বমন জন্য ১ গ্রেণ হইতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## বাইকার্ব্বনেট অফ সোডা।

ইহা অম্লনাশক, পিত্তনিঃসারক, স্নিগ্ধকারক, রজোনিঃসারক, তৃষ্ণা ও বমন নিবারণার্থে টার্টারিক অ্যাসিড অথবা লেবুর রস সহযোগে এভারভেসিং প্রস্তুত করিয়া পুনঃ পুনঃ সেবন করাইলে তৃষ্ণা ও বমন নিবারণ হয়। মাত্রা—১০ গ্রেণ হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

## সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড।

ইহা অতিশয় তীক্ষ্ণ, গাত্রে সংলগ্ন মাত্র দারুণ প্রদাহ উপস্থিত করে। উদরস্থ হইলে মুখ ও গলা এবং পাকস্থলীর অভ্যন্তরে ক্ষত হয়। রক্তভেদ বমন, উদরে বেদনা, ধমনীর মৃদুগতি ও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দুর্দ্দশাবস্থা উপস্থিত হও তঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

## ইপিকাক।

ইহা বমনকারক, ঘর্ম্মকারক, দৌর্ব্বল্যকর ও কফনিঃসারক। জ্বরাদি রোগে বমন জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে পল্‌ভ ইপিক্যাক ২০ গ্রেণ, টার্টার অ্যামিটিক ১ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ৩ ভাগ করিবে। এক এক ভাগ ঔষধ প্রত্যেক ঘণ্টায় দুইবার প্রয়োগ হইলে বমনদ্বারা শ্লেষ্মা, রস ও পিত্তাদি নির্গত হইয়া রসস্থ জ্বরের বিশেষ উপকার করে। ইহার আরককে ভাইনম-ইপিক্যাক কহে। কাসাদি রোগে ও নবজ্বর সহ কাস থাকিলে ইহা ফিবার মিক্‌শ্চার ঔষধে ব্যবহৃত হয়। কফ নিঃসরণের মাত্রা ৫ হইতে ৪০ বিন্দু; বমন জন্য ব্যবহৃত হইলে ৩—৬ ড্রাম পর্য্যন্ত। ইহার আফিম সংযুক্ত ঔষধকে ডোভার্স পাউডার কহে। ডোভার্স পাউডার বেদনা নিবারক, নিদ্রাকর, ধারক ও স্বেদজনক। মাত্রা—৫ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## ডাইলিউটেড সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড।

বলকারক, সঙ্কোচক, তৃষ্ণা নিবারক, শৈত্যক, রক্তরোধক ও ঘর্ম্ম-নিবারক। মাত্রা—৫ ফোঁটা হইতে ৩০ ফোঁটা। কুইনাইন মিক্‌শ্চার প্রস্তুত করিতে ইহা আবশ্যক হয়। বিকারাদি রোগে ঘর্ম্ম নিবারণ জন্য ঘণ্টায় ঘণ্টায় উপরোক্ত মাত্রানুসারে ইহা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ষ্ট্রং সলফিউরিক অ্যাসিড ১ ঔন্স, জল ১২ ঔন্স একত্রিত হইলে ডাইলিউটেড সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়।

## লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটীস।

ইহা মূত্রকারক, স্বেদজনক ও শৈত্যকারক। ফিবার মিক্‌শ্চার প্রস্তুত করিতে ইহার আবশ্যক হয়। মাত্রা—৩০ ফোঁটা হইতে ২ ড্রাম।

## কলম্বা।

বলকারক, জ্বরঘ্ন, আগ্নেয়, গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের বমন নিবারক। মাত্রা ৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ। ইহার আরককে টিন্‌চার কলম্বা কহে। মাত্রা—৩০ ফোঁটা হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত। ইহার কাথকে ইনফিউজন কলম্বা কহে। মাত্রা—১ ঔন্স হইতে ১ ঔন্স।

## সিন্‌কোনা।

বলকারক, সঙ্কোচক, জ্বরঘ্ন, পচন নিবারক। জ্বরঘ্ন কারণ পালা-জ্বরের বিচ্ছেদাবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিন্‌কোনা চূর্ণকে পল্‌ভ সিন্‌কোনা কহে। মাত্রা—১ ঔন্স হইতে ২ ঔন্স পর্য্যন্ত। ইহার আরককে টিন্‌চার সিন্‌কোনা কহে। মাত্রা—৩০ ফোঁটা হইতে ২ ড্রাম।

ডিকক্‌সন সিন্‌কোনা প্রস্তুত করিতে হইলে, সিন্‌কোনার ছাল ৪ ড্রাম ঈষৎ কুটা করিয়া ৮ আউন্স জলে মৃণ্ময়পাত্রে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া ৪ ঔন্স থাকিতে নামাইয়া ছাঁকা হইলে ডিকক্‌সন্ সিন্‌কোনা প্রস্তুত হইল। ইহা বলকারক, আগ্নেয়, পাচক এবং জ্বরঘ্ন।

## লাইকার অ্যামোনিয়া।

উষ্ণকারক, কফনিঃসারক, আক্ষেপ নিবারক ও অম্লনাশক। উষ্ণ করণার্থ জ্বরও ওলাউঠা রোগের ক্ষীণাবস্থায় কপূ্র, সল্‌পিউরিক ইথার, ভাইনম্ গ্যালেসাই সহযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা—১০ ফোঁটা হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত।

## স্পিরিট নাইট্রিক ইথার।

মূত্রকারক, স্বেদজনক ও শৈত্যকারক। ফিবার মিক্‌শ্চার প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—২০ ফোঁটা হইতে ১ ড্রাম।

## নাইট্রেট অফ পটাস।

মূত্রকারক, দৌর্ব্বল্যকারক এবং শৈত্যক। মূত্র করণার্থ উদরী ও শোথ রোগে ব্যবহৃত হয়। ফিবার মিক্‌শ্চারে শৈত্য ও মূত্র করণার্থ প্রয়োগ করিলে ধমনীর পুষ্টির হ্রাস হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রয়োগ করিলে শীতলকর, মূত্রকর, এবং নাড়ীর পুষ্টির হ্রাসক হইয়া পড়ে। মাত্রা—১০ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## ক্লোরেট অফ পটাস।

মূত্রকর, শৈত্যক, পিপাসা নিবর্ত্তক এবং শোণিত নির্ম্মলকারক। জ্বরবিকার রোগে রক্ত পরিষ্কারার্থে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ।

## সল্‌ফিউরিক ইথার।

উষ্ণকারক, আক্ষেপ নিবারক, বায়ুনাশক এবং শরীর সংলগ্নে শৈত্য গুণ করে। ওলাউঠা জ্বরবিকার রোগের দুর্ব্বলাবস্থায় এবং ধমনীর ক্ষীণাবস্থায় অ্যামোনিয়া ও ব্র্যাণ্ডি সংযোগে ক্যাম্ফর মিক্‌শ্চার সহ ইহা প্রয়োগ করিলে শীতলাবস্থা দূরীভূত হইয়া ধমনীর পুষ্টিসাধন ও দোষাদি সংশোধন পূর্ব্বক অল্পে অল্পে ধমনীর গতি বিশুদ্ধ করিতে থাকে মাত্রা ২০ ফোঁটা হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

## ক্লোরিক ইথার বা স্পিরিট ক্লোরফরম।

আক্ষেপ নিবারক, উত্তেজক, অরস্ন, বায়ুনাশক, ঘর্ম্মকারক, উষ্ণকারক, মৃদু পাচক ও বেদনা নিবারক। জ্বরবিকার রোগের হিকার মিক্‌শ্চার ঔষধে আবশ্যক হয়। মাত্রা—১০ ফোঁটা হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

## অয়েল অফ পিপারমেণ্ট।

বায়ুনাশক, উত্তেজক এবং মৃদু পাচক। পেটের কামড় উপস্থিত হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। মাত্রা ২ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু পর্য্যন্ত।

## অয়েল অফ টার্পেণ্টাইন।

ইহা মূত্রকর, বায়ুনাশক, রক্তরোধক, উষ্ণকারক, ক্রিমিনাশক ও বেদনা নিবারক। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

## অ্যাসাফেটিডা।

ইহা আক্ষেপ নিবারক, বায়ুনিঃসারক, বায়ুনাশক এবং আগ্নেয়। মাত্রা—৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## টিন্‌চার আইওডিন।

ইহা বেদনা নিবারক, বেদনা স্থানে তুলিদ্বারা লাগাইলে ক্রমে ক্রমে

বেদনার উপশম হয়। ইহার ৪ বা ৫ বিন্দু ১ ঔন্স জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবন করিলে নানা প্রকার সন্ধিবাত ও দীর্ঘকালের বাতরোগ আরোগ্য হয়।

## ফেরিসল্‌ফ বা সল্‌ফেট অব আয়রন।

ইহা বলকারক, রজোনিঃসারক, ধাতুপরিবর্ত্তক এবং শোণিতবর্দ্ধক। প্লীহা ও পুরাতন জরাদি রোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা—১ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## স্যাণ্টনাইন।

ইহা তীব্র ক্রিমিঘ্ন, উপযুক্ত মাত্রায় ক্রিমি নাশ করে। মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ৬ গ্রেণ পর্য্যন্ত। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে প্রস্রাব কটু ও হরিদ্রা বর্ণ, সমস্ত হরিদ্রাবর্ণ দর্শন ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ততোধিক মাত্রায় সেবন করাইলে মস্তক টলটল করে, বমন, আক্ষেপ ও কামল রোগের ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হইয়া মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। তজ্জন্য ইহা সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত। এই ঔষধ সেবনের ৪ ঘণ্টা পরে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে।

## অয়েল অফ অ্যানিসি।

ইহা বায়ুনাশক, উদরস্ফীতিনাশক ও পাচক। মাত্রা—২ বিন্দু হইতে ৫ বিন্দু পর্য্যন্ত।

## কার্ব্বনেট অফ অ্যামোনিয়া।

ইহা লাইকার অ্যামোনিয়ার ন্যায় উষ্ণকারক ও অম্লনাশক এবং আক্ষেপ নিবারক। লাইকার অ্যামোনিয়া যে সমস্ত রোগে ব্যবহৃত হয়, ইহাও সেই সেই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা—৩ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারামেটিক।

ইহা উষ্ণকারক, কফনিঃসারক, বায়ু ও অম্লনাশক, পাচক এবং আ-ক্ষেপ নিবারক। মাত্রা—২০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

## ক্লোরাইড অফ অ্যামোনিয়া।

ইহা পিত্ত, কফ ও রজোনিঃসারক এবং তৃষ্ণা নিবারক। সচরাচর যকৃত রোগে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—৫ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## কার্ব্বনেট অফ আয়রন।

ইহা সলফেট অফ আয়রনের ন্যায় রজোনিঃসারক, ধাতুপরিবর্ত্তক, বলকর ও শোণিতবর্দ্ধক। প্লীহা ও পুরাতন জ্বরে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা—১ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## লাইকার পটাসী।

মূত্রকারক, অম্লনাশক, পিত্তনিঃসারক ও ক্ষারপদার্থ। ইহা জলবৎ তরল পদার্থ বিশেষ; ক্যাষ্টরয়েল সহ ইহা মিশ্রিত করিয়া সমপরিমাণে জলযোগ করিয়া নাড়িলে ক্যাষ্টরয়েল মিশ্রিত হইয়া যায় এবং সেবনের পক্ষে সুবিধা হয়। মাত্রা—১৫ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত। লাইকার পটাসীর পরিবর্ত্তে সোডার সহিত ক্যাষ্টরয়েল মিশ্রিত হইলে প্রায় তুল্য ফল হয়।

ইহা শরীর সংলগ্নে শৈত্যগুণ করে, এ নিমিত্ত জ্বরবিকার রোগে প্রবল শিরঃপীড়ার সহিত প্রলাপ উপস্থিত হইলে রোগীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া এই ক্লোরাইড অফ অ্যামোনিয়া বা নিষাদল চূর্ণ মিশ্রিত জলে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া জলপটী বসাইলে এবং তদুপরি মুহুর্মুহু এই নিশাদল মিশ্রিত জল অল্প অল্প সিঞ্চন করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। জ্বরকালে রক্ত গরম হইয়া উর্দ্ধগামী হইলে এবং শিরঃপীড়া, প্রলাপ এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ইত্যাদি চিহ্ন প্রকাশিত হইলে, এই নিয়মে জলপটী বা বরফ মিশ্রিত জলপটী দেওয়া উচিত, তাহা হইলে উক্ত উর্দ্ধগজনিত গরম শোনিত শীতল হইয়া পূর্ব্বোক্ত দোষ সকলের শান্তি করিয়া থাকে।

## টিন্‌চার ক্যাটাকিউ।

ইহা ধারক, রক্তরোধক উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে ব্যবহার্য্য। কেহ কেহ ওলাউঠা রোগেও ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাত্রা—৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত।

## টিনচার জেন্‌সিয়া।

ইহা বলকারক, পিত্তনাশক, মৃদু বিরেচক, অতিশয় আগ্নেয় এবং জ্বরঘ্ন। মাত্রা—৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত।

## অ্যাসিড নাইট্রো মিউরিয়েটীক ডিল।

নাইট্রিক অ্যাসিড ৬ ড্রাম, মিউরিয়েটীক অ্যাসিড ১ ঔন্স, জল ৬ ঔন্স ২ ড্রাম; ইহা একত্র মিশ্রিত করিলে ডাইলিউটেড নাইট্রো মিউরিয়েটীক ডিল হয়। মাত্রা ৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ইহাদ্বারা প্লীহা ও যকৃত সঙ্কোচ হয় এবং পিত্তাদি নাশ হইয়া থাকে।

## মিউরিয়েটিক অ্যাসিড।

অতিশয় তীক্ষ্ণ, দাহক, গন্ধক-দ্রাবক দ্বারা বিষাক্ত হইলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহাদ্বারা বিষাক্ত হইলেও সেই সেই লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ডাইলিউটেড মিউরিয়েটীক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে হইলে মিউরিয়েটীক অ্যাসিড ১ ঔন্স, জল ২।।০ ঔন্স একত্র মিশ্রিত করিলে ইহা প্রস্তুত হয়। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ৩০ পর্য্যন্ত। প্লীহা ও যকৃতাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার মুল আরক উদরস্থ হইলে নানা প্রকার প্রদাহ উপস্থিত হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়।

## টিঞ্চার ব্রাইওনিয়া।

মৃদু জ্বরঘ্ন, শ্লেষ্ম ও কাসনিবারক, সামান্য কাসসংযুক্ত জ্বরে ইহার চমৎকার ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। মাত্রা ১ বিন্দু হইতে ৮ বিন্দু। শিশুদিগের পক্ষে মাত্রা সিকি ফোঁটা।

ইহা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, অ্যালোপ্যাথিকেও ব্যবহার হইতেছে।

## লাইকার মর্ফিয়া।

ইহার ক্রিয়া অহিফেনের সদৃশ; কিন্তু অহিফেনের ন্যায় স্বেদ-জনক, ধারক ও উত্তেজক নহে। ইহা প্রয়োগ করিলে বেদনা ও আক্ষেপাদি নিবারণ হইয়া প্রগাঢ় নিদ্রার আবির্ভাব হয়। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম।

## মাষ্টার্ড।

অল্পমাত্রায় উত্তেজক, আগ্নেয় ও অধিক মাত্রায় বমনকারক; বাহ্য প্রয়োগে উগ্রতা সাধক, অধিকক্ষণ রাখিলে আরক্তিম বা ফোস্কা হয়। জ্বরবিকার ও ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের অবসন্নতায় উত্তেজনার্থে ইহার পুলটীস প্রয়োগ করা আবশ্যক। বমন করণার্থে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ৪ ড্রাম পরিমাণে সেব্য।

## নক্সভমিকা।

ইহা বলকর, মৃদু বিরেচক, আগ্নেয় এবং কামোদ্দীপক; তদ্ব্যতিত ইহা আক্ষেপকারক, এজন্য পক্ষাঘাত রোগে ব্যবহার্য্য। উদরস্ফীত ও অম্লোদ্গার রোগে বিশেষ উপকার দর্শে। অধিক মাত্রায় সেবন করা-ইলে বিষক্রিয়া আনয়ন করে, তজ্জন্য ইহা সাবধানে প্রয়োগ করা আবশ্যক। নক্সভমিকা চূর্ণের মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত। এক্‌ষ্ট্রাক্টের মাত্রা—সিকি গ্রেণ হইতে ২ গ্রেণ। ষ্ট্রীকনিয়ার মাত্রা—১ গ্রেণের ৩০ ভাগের এক ভাগ হইতে ১ গ্রেণের ১২ ভাগের ১ ভাগ। টীঙ্কারের মাত্রা—৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু। লাইকার ষ্ট্রীকনিয়ার মাত্রা—৫ বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

## আরগট।

জরায়ুর উত্তেজক (জরায়ুর বেদনা বা পীড়াদায়ক), গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের প্রসবকালে প্রসববেদনা পরিবর্দ্ধিত করণার্থে এই ঔষধ প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহাতে সত্বর প্রসব হইবার সম্ভাবনা এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে। এই টীঙ্কার আরগটের মাত্রা

—১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু। ইহার দ্বারা চূর্ণকে পলুন্ত আরগট কহে। মাত্রা—২০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## টীঞ্চার ষ্টিল।

ইহা রক্তরোধক, দাহক ও তীক্ষ্ণ সঙ্কোচক; তদ্ব্যতিত রক্তজনক ও বলকর। শোণিতস্রাবে স্থানিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

## সেনেগা।

ইহা কফ ও রজোনিঃসারক এবং মূত্রকারক। টীঞ্চার সেনেগার মাত্রা—৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম। ইন্‌ফিউজন সেনেগার মাত্রা—১ ঔঃ হইতে ২ ঔঃ পর্য্যন্ত।

ইন্‌ফিউজন সেনেগা প্রস্তুত করিতে হইলে গরম জল ১০ ঔঃ মধ্যে, ঈষৎ কুট্যিত সেনেগার ছাল ৪ ড্রাম আবৃত পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া এক ঘন্টা পরে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা উপরে লিখিত হইল।

## টিঞ্চার সিলি।

ইহা শ্লেষ্মনিঃসারক, মূত্রকারক, অধিক মাত্রায় ভেদক এবং বমনকারক। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

## অ্যাসিটীক অ্যাসিড।

ইহা স্নিগ্ধকারক ও শৈত্যক; মালিস করিলে দদ্রুরোগে উপকার দর্শে। জ্বররোগে শৈত্যকরণার্থে ব্যবহৃত হয়।

## টীঞ্চার হাইওসায়েমস্।

ইহা বেদনা নিবারক, টান অথবা আক্ষেপনিবারক, মাদক শ্লেষ্মানিঃসারক ও নিদ্রাকর। যেস্থানে আফিম প্রয়োগ হইলে কোষ্ঠবদ্ধ হইবার আশঙ্কা হয়, সেস্থানে বেদনা নিবারণ ও নিদ্রা করণার্থে টীঞ্চার ওপিয়াই পরিবর্ত্তে টীঞ্চার হাইওসায়েমস প্রয়োগ হইয়া থাকে; সামান্য কাস উপস্থিত হইলে ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার হয়। তদ্ব্যতিত

অন্যান্য রোগেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

## লাইকার আর্সেনিক ক্যালিজ।

ইহা বলকর, জরঘ্ন ও আগ্নেয়; জ্বরে সন্ধিস্থানীয় বাতবেদনায়, পুরাতন জরাদি রোগে ও জরাদি কারণ দৌর্ব্বল্যাবস্থায় এবং চর্ম্মরোগে প্রয়োগ হয়। জরত্যাগার্থে প্রয়োগ করিতে হইলে জরবিরামকালে প্রয়োগ করা উচিত। পুরাতন জরাদি রোগে দুর্ব্বলাবস্থায় প্রয়োগ করিতে হইলে আহারান্তে অর্থাৎ ভুক্ত বস্তুর পরিপাক সময়ে সেবন করাইবে। যকৃত ও প্লীহা সংযুক্ত জরে, পালাজরে, প্রবরসহ জর বিরামকালে, সামান্য কাসে, ঋতু দীর্ঘকাল স্থায়িত্বে ও সর্পাঘাতে ইহা প্রয়োগ হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা ধাতু পরিবর্ত্তক, শোণিত পরিষ্কারক, কুইনাইন সদৃশ আশু জরঘ্ন। অধিক মাত্রায় কিম্বা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইলে রোগী বিষাক্ত হইয়া সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। মাত্রা—২ বিন্দু হইতে ৮ বিন্দু পর্য্যন্ত।

## এক্‌ষ্ট্র্যাক্ট জেন্‌সিয়ান।

ইহা বলকারক ও আগ্নেয়; সুতরাং অজীর্ণ রোগে ও অপরাপর রোগান্তের পর দৌর্ব্বল্যাবস্থায় ব্যবহার্য্য। মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## টীঞ্চার ওপিয়াই।

ইহা ধারক, মাদক, নিদ্রাকর, সঙ্কোচক এবং বেদনা নিবারক; ওলাউঠা, রক্তামাশয় ও অতিসারাদি রোগে এবং যাতনা নিবারণার্থ অন্যান্য বহুবিধ রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ১৪॥০ বিন্দুতে ১ গ্রেণ আফিম আছে। মাত্রা—৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

## ক্লোরোডাইন।

ইহা ওলাউঠা রোগে বিশেষ উপকারি এবং ইহাদ্বারা আশু ফললাভ হইয়া থাকে। ভেদ, বমন ও হিক্কা সত্বর নিবৃত্তি হয়। এতদ্ভিন্ন

উদরাময়, আমাশয়, রক্তামাশয়, গ্রহণী, পেটকামড়ানি, শূলবেদনা, বমন, বক্ষঃ ও কক্ষ বেদনা, ক্রিক ও বাত বেদনা, ধনুষ্টঙ্কার, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, গুল্ম, দন্তরোগ, দন্ত ও কর্ণশূল, নিশাকালে ঘর্ম্ম, নিদ্রানাশ, কফ, কাস, শ্বাসকাস, যক্ষ্মাকাস, কম্প, বক্ষস্থল ঘড়ঘড় করা, বাতশিরা ইত্যাদি রোগে বিশেষ উপকারী। রোগনাশপক্ষে ইহার অসাধারণ গুণ দৃষ্ট হয়। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু।

## ডনভান্স সলিউশন।

ইহা পারদ হইতে প্রস্তুত; চর্ম্মাদি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পারা অথবা গর্ম্মিজন্য গাত্রাদিতে ক্ষত হইলে সাল্সা সহ প্রয়োগে ফুস্কুড়িরাদি লোপ পায়। মাত্রা—১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু।

## পটাস ব্রোমাইড।

ইহা বায়ুনাশক, উত্তেজক, স্নায়ুবর্গের অবসাদক এবং ধাতুপরিবর্ত্তক। বিবিধ আক্ষেপ রোগে প্রয়োগ হইলে সুন্দর ফল দৃষ্ট হয়। মৃগী ও হিষ্টিরিয়া রোগে আক্ষেপ নিবারণ করিয়া বিশেষ উপকার করে। জ্বরবিকারে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ প্রলাপ উপস্থিত হইলে ইহাদ্বারা বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। মাত্রা—৫ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## ষ্ট্রাক্ট কোনিয়াই।

ইহা স্থানিক উত্তেজক; পশ্চাৎ স্পর্শহারক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অবসাদক ও বেদনা নিবারক; অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া আনয়ন করে। ক্যান্সার ও গণ্ডমালা রোগে আভ্যন্তরিক ও স্থানিক প্রয়োগ হয়। হুপিং কফ এবং মৃগী ও আক্ষেপযুক্ত রোগাদিতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ৬ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## কার্ব্বলিক অ্যাসিড।

ইহা বায়ুনাশক, পচননিবারক, দুর্গন্ধহারক, উত্তেজক, স্থানিক

উগ্রতাসাধক এবং প্রদাহকর; পাকাশয়ের উগ্রতাবশতঃ যে বমন হয়, সেই বমন নিবারণের জন্য আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হইতে পারে। ইহা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত মিলিত হইলে পর সেবন করাইবে। মাত্রা—১ বিন্দু হইতে ৩ বিন্দু পর্য্যন্ত।

## ভাইনম্ অ্যান্টিমনি।

ইহা ধামনিক অবসাদক, বিবমিষাজনক, কফনিঃসারক ও মূত্রকারক; অধিক মাত্রায় প্রয়োগ হইলে বমনকারক ও প্রদাহিক হইয়া বিষক্রিয়া উপস্থিত করে। তরুণ ফুসফুস প্রদাহে, প্রদাহিক জ্বরে, স্বল্পবিরাম জ্বরে ও অবিরামজ্বরে বিশেষ উপকার দর্শে। ১০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু মাত্রায় ঘর্ম্মকারক এবং শ্লেষ্ম নিঃসারক; ৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম মাত্রায় বমনোদ্বেগ, ২ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম মাত্রায় বমনকারক, বালকগণের বমনকরণার্থে ৩০ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ হইয়া থাকে।

## পটাস আইয়োডাইড।

ইহা সাল্সা সহ প্রয়োগে বাতে ধরা, গাত্রে গর্ম্মি বা পারার কদাকার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়, তদ্ব্যতিত ধাতুপরিবর্ত্তন ও শোণিত পরিষ্কার হইয়া থাকে। ইহা ব্যবহারে সর্দ্দিরোগ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য দেহস্থ ক্লেদাদি নির্গত হইয়া দেহকে বিশুদ্ধ করিয়া থাকে। ইহা ব্যবহার করিতে করিতে গলাজ্বালা, চক্ষুতে বেদনা ও সর্দ্দি উপস্থিত হইলে সেবন বন্ধ করিবে। এই সকল লক্ষণ বন্ধ হইলে পুনর্ব্বার সেবন করা উচিত। মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## লাইকার হাইড্রারজিরাই পারক্লোরাইড।

ইহা ব্যবহার করিলে পুরাতন চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। পারা বা গর্ম্মি ক্ষতাদি জন্য গাত্রে কদাকার চিহ্ন প্রকাশিত হইলে সাল্সা সহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পারক্লোরাইড অফ মার্কারি ১০ গ্রেণ, ক্লোরাইড অফ্ অ্যামোনিয়া ১০ গ্রেণ, পরিস্রুত জল ২০ ঔন্স একত্রে মিশ্রিত করণান্তর শোষক কাগজে ছাঁকা হইলেই প্রস্তত হইল। মাত্রা—৩০ বিন্দু হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত।

## ফেরি সাইট্রেট অফ কুইনাইন।

ইহা মৃদু জ্বরঘ্ন, বলকারক, বিকার ও জ্বরাদি রোগের পর দুর্ব্বলাবস্থায় সেব্য। মাত্রা—৫ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

বলকারক ও জ্বরঘ্ন। সিন্‌কোনা বার্ক হইতে প্রস্তত হয়, এজন্য সিন্‌কোনার সম্যক্ ক্রিয়া সম্পাদন করে। মাত্রা—১ গ্রেণ হইতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত। কখন কখন অধিক মাত্রায়ও ব্যবহৃত হয়।

## মার্কারি।

ইহার গুণ ভয়ানক, ইহা দ্বারা সকল অবস্থায়ই উপস্থিত হইতে পারে। ইহা কখন স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হয় না, কোন কোন ঔষধ সংযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## টিঞ্চার বেলেডোনা।

বাতবেদনা, স্তনদুগ্ধ নাশ ও প্রদাহ নিবারণার্থে গ্লিসারিন্ এক্‌ট্রাক্ট বেলেডোনা অথবা বেলেডোনা প্ল্যাষ্টার বাহ্যপ্রয়োগে উপকার দর্শে। পৃষ্ঠব্রণ, স্ফোটক ইত্যাদির প্রথম অবস্থায় ইহার প্রলেপ পুনঃ পুনঃ প্রদান করিলে বসিয়া যায়। মলবদ্ধ, লালাক্ষরণ, বিকার, ভয়ানক ঘর্ম্ম, শ্বাসকাস, উদরের ভয়ানক বেদনা, বহুমূত্র ইত্যাদি রোগে টিঞ্চার বেলেডোনা, এক্‌ট্রাক্ট বেলেডোনা, সাকাস্ বেলেডোনা ইহার অন্যতম আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উপকার হইয়া থাকে। মাত্রা—টিঞ্চার বেলেডোনা ৫ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু; এক্‌ট্রাক্ট বেলেডোনা ১ গ্রেণের ৬ ভাগের ১ ভাগ; সাকাস্ বেলেডোনা ৫ বিন্দু হইতে ১৫ বিন্দু।

## পল্‌ভ জেকোবাই পল্‌ভ এণ্টিমনি।

এই উভয় ঔষধই টার্টার অ্যামিটিকের ন্যায় বমনকারক, কিন্তু অপেক্ষাকৃত মৃদু। জ্বর ও বাতাদি রোগে প্রয়োজন মত ক্যালমেল অথবা অহিফেন সহ ব্যবহার করা যায়। পুরাতন চর্ম্মরোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। মাত্রা—৩ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## টিঞ্চার জিঞ্জার।

ইহা উষ্ণকারক, বায়ুনিঃসারক ও আগ্নেয়। ইসপ্গীন পাউডার প্রস্তুত করিতে আবশ্যক হয়। কোনরূপ জোলাপ সহ ব্যবহারে উদরের বেদনা নিবারণ করে। ইহার চূর্ণের মাত্রা—১০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ,. টীঞ্চারের মাত্রা—১৫ বিন্দু হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

## মাস্ক বা মৃগনাভি।

উষ্ণকারক, আক্ষেপ নিবারক এবং রজোনিঃসারক। অধিক মাত্রায় মাদক গুণ করে। পরিমিত সেবনে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, নাড়ী ও স্নায়ু-সমূহের ক্রিয়া বলবতী হয়, তজ্জন্য রক্তাধিক্যে ও শিরঃপীড়া থাকিলে ব্যবহার নিষিদ্ধ। জ্বরবিকার ও ওলাউঠা রোগের দুর্ব্বলাবস্থায়, হস্ত-পদাদি ও অঙ্গুলির আকর্ষণে এবং ধমনীর মৃদুগতিতে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। টীঞ্চার মাস্কের মাত্রা ১ ড্রাম ২ পর্য্যন্ত।

## জেম্‌স পাউডার।

ইহা ঘর্ম্মকারক; জ্বরাদি রোগে ঘর্ম্মকরণ জন্য ফিবার পাউডারে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

## ক্যাম্ফর।

ইহা উষ্ণকারক, স্বেদজনক, বায়ুনাশক ও আক্ষেপ নিবারক। অধিক মাত্রায় সেবন করাইলে মত্ততা উপস্থিত করে। জ্বর ও ওলাউঠা রোগে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—১ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ। ওলাউঠার প্রথম

অবস্থায় স্পিরিট ক্যাম্ফর সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—১ বিন্দু হইতে ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

## ভাইনম্ রুব্রম্ বা পোর্ট ওয়াইন।

ইহা উষ্ণকারক, বলকর ও ধারক। জ্বর ও ওলাউঠা রোগের দুর্ব্বলাবস্থায় মৎস্য অথবা মাংসের যুসসহ ইহা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। বহুকাল ব্যাপক পুরাতন রোগ হইতে মুক্তিলাভের পর, ইহা সেবন করাইলে নিত্য নিত্য বলসঞ্চার হইতে থাকে। মাত্রা—৪ ড্রাম হইতে ১ ঔন্স পর্য্যন্ত।

## অয়েল স্যাণ্টাল ফেভা।

ঈষৎ উত্তেজক, রক্তসঞ্চালক ও যন্ত্রের অবসাদক। প্রমেহ রোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ হিতকর হইয়া উক্ত রোগ নাশ করে। মাত্রা—১৫ বিন্দু হইতে ৪০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

## অয়েল কোপেবা।

ইহা উত্তেজক; এই উত্তেজকতা মূত্রযন্ত্রে ও জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। প্রমেহ রোগে ইহা সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা—৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

## অয়েল অফ কিউবেব।

ইহা আগ্নেয়, উত্তেজক, কফনিঃসারক প্রমেহ ও বায়ুনাশক। সচরাচর মেহ রোগেই ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—৫ হইতে ২০ বিন্দু।

এতদ্ব্যতিত আরও বহুতর ঔষধ আছে, সকলগুলি উল্লেখ করিতে হইলে পুস্তক বাহুল্য হইয়া পড়ে। পর অধ্যায়ে যে যে রোগের যে যে ঔষধ, তাহাই লিখিত হইল।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## নানাবিধ জ্বর ও অন্যান্য রোগের ঔষধ ব্যবস্থা।

জ্বরকে ঔষধাদি দ্বারা দূরীকরণের চেষ্টা ও পুনর্ব্বার জ্বরাগম না হইতে পারে, সেইরূপ চেষ্টা করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জ্বর-চিকিৎসার কতিপয় ঔষধ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইল। চিকিৎসক, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া এবং রোগ নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন।

### ১। ফিবার মিক্শ্চার।

যদ্যপি কোন বলবান ব্যক্তি অত্যন্ত প্রসহ্ জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং মলবদ্ধসহ জ্বর বিদ্যমান দেখা যায়, তাহাকে ৩ কি ৪ দিবস মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; কিন্তু দুর্ব্বল রোগীকে ইহা কদাচ ব্যবহার করাইবে না।

| | | |
|---|---|---|
| লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটিস্ | ... | ১ ঔন্স। |
| টার্টার অ্যামিটীক | ... ... | ১ গ্রেণ। |
| নাইট্রেট অফ পটাস | ... ... | ১ ড্রাম। |
| সল্ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া... | ... | ১ ঔন্স। |
| অ্যাকোয়া (পরিষ্কার জল) | ... | ৫৮০ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া একটী শিশিতে ৮ দাগ করিবে। এক এক দাগ ঔষধ ২ অথবা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এইরূপে সেবন করাইতে করাইতে দাস্ত পরিষ্কার, বমন, ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইয়া

জরত্যাগ হইতে পারে। দুই তিনবার মলত্যাগ হইলে এই ঔষধ আর সেবন করাইবে না। এই ঔষধে শরীরের গ্লানি দূর হয়। পশ্চাৎ কুইনাইন্ মিকশ্চার প্রয়োগ করিয়া জর বন্ধ করিবে।

## ২য় ঔষধ।

যদ্যপি কোন রোগীর ভেদ বা বমন করাইবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইবে।

| | | |
|---|---|---|
| লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটাস | ... | ১ ঔন্স। |
| নাইট্রিক ইথার | ... ... | ২ ড্রাম। |
| নাইট্রেট অফ পটাস | ... ... | ১ ড্রাম। |
| ভাইনম্ ইপিক্যাক | ... ... | ১ ড্রাম। |
| অ্যাকোয়া | ... ... | ৬।।০ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করিতে করিতে যদি রোগীর বমনোদ্বেগ হয়, তবে এই ঔষধ পূর্ণ ১ দাগ না দিয়া কিছু কম পরিমাণে ঔষধ অল্প জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে রোগীর কাস থাকিলেও ইহাদ্বারা শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া যাইবে। যদ্যপি রোগীর দাস্ত করাইবার অভিপ্রায় হয়, তাহাহইলে ইহার সহিত ১ ঔন্স 'সলফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া' যোগ করিবে। যদ্যপি রোগীর গাত্রে বেদনা থাকে, তাহাহইলে 'টীঞ্চার হাইওসায়েমস' ২ ড্রাম ইহার সহিত যোগ করিবে।

## ৩য় ঔষধ।

যদ্যপি কোন রোগীর অবিরামজ্বর (একজ্বরী) হয়, অথচ গাত্র-বেদনা থাকে, মলবদ্ধ ও প্রস্রাবহীনতা এবং রসস্থ বোধ হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

| | | |
|---|---|---|
| লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটীস ... | ৪ | ড্রাম। |
| নাইট্রিক ইথার ... ... | ১ | ড্রাম। |
| নাইট্রেট অফ পটাস ... ... | ২০ | গ্রেণ। |
| সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া ... | ১ | ঔন্স। |
| টীঞ্চার হাইওসায়েমস্‌ ... ... | ১ | ড্রাম। |
| কর্পূর মিশ্রিত জল ... ... | ৩।০ | ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করণান্তর ৪ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। যদ্যপি গাত্র-বেদনা না থাকে, তাহা হইলে টীঞ্চার হাইওসায়েমস্‌ বাদ দিবে।

## ৪র্থ ঔষধ।

যদ্যপি কোন রোগীর প্রবল কাস ও গাত্রবেদনা সহ অবিরাম জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইলে কফ নির্গত হইয়া কাস ও বেদনার হ্রাস হওত জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে।

| | | |
|---|---|---|
| লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটীস্‌ ... | ৪ | ড্রাম। |
| ভাইনম্‌ ইপিক্যাক ... ... | ৩০ | ফোঁটা। |
| নাইট্রিক ইথার ... ... | ১ | ড্রাম। |
| টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড ... | ১ | ড্রাম। |
| টীঞ্চার হাইওসায়েমস্‌ ... ... | ১ | ড্রাম। |
| অ্যাকোয়া ... ... ... | ৩॥০ | ঔন্স। |

এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগ করিবে; পরে ইহা ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ সেবন করাইবে। ইহাতে ক্রমে ক্রমে রসের পরিপাক ও শোণিত পরিষ্কার হইয়া জ্বরত্যাগ হয়। এই ঔষধ জ্বর-ভোগের ৪ বা ৫ দিন পরে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

## ৫ম ঔষধ।

যদ্যপি উপরোক্ত ঔষধে রোগের বিশেষ উপকার না দেখা যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

| | | |
|---|---|---|
| লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটিস্ | ... | ১ ঔন্স। |
| টীঞ্চার হাইওসায়েমস্ ... | ... | ১ ড্রাম। |
| টীঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড | ... | ১ ড্রাম। |
| ভাইনম্ ইপিক্যাক ... | ... | ২০ ফোঁটা। |
| স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারামেটীক | ... | ৩০ ফোঁটা। |
| অ্যাকোয়া অ্যানিসি (মৌরির জল) | | ২॥০ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগ পূর্ণ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহা সেবনে জ্বরের লাঘব, কফ নিঃসরণ, গাত্রবেদনার উপশম ও ধমনীর উত্তেজনা পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে।

## ৬ষ্ঠ ঔষধ।

যদ্যপি কোন রোগীর ভয়ানক প্রবল জ্বর হয়, তাহাহইলে নিম্ন-লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটীস্ | | ... | ২ ঔন্স। |
| টীঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| ভাইনম্ গ্যালেসাই | ... | ... | ১ ঔন্স। |
| ভাইনম্ ইপিক্যাক | ... | ... | ২০ ফোঁটা। |
| ক্লোরিক ইথার | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| ক্যাম্ফর মিকশ্চার | ... | ... | ৫॥০ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

---

## জ্বরবিকারে নানারূপ উপদ্রব।

গুরুতর জ্বরবিকারে গাত্রদাহ, পিপাসা, চক্ষুজ্বালা, ছটফট করা প্রস্রাব কটু, ঝাঁকিয়া উঠা, জিহ্বা কণ্টকাকীর্ণ, ক্লেদযুক্ত জিহ্বা ও জিহ্বাক্ষত, চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রলাপ, কাস, মূর্চ্ছা, ভ্রম, উদরস্ফীত বা উদরে বেদনা, ভেদ, বমন, হিক্কা, শ্বাস, কম্প এবং ঘর্ম্ম ইত্যাদি নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত উপদ্রব সকলের প্রতিকার ক্রমশঃ যথাস্থানে বর্ণিত হইল।

## ভ্রম—জ্বরবিকারের ঔষধ।

জ্বরবিকারে দেহস্থিত শোণিত গরম ও উর্দ্ধগামী হইয়া মস্তক আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তাহাতে প্রলাপ, চক্ষু রক্তবর্ণ, শয্যা হইতে ঝাঁকিয়া উঠা ও একজ্বরিতা ইত্যাদি লক্ষণ লক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে নিম্নলিখিত ঔষধের কোন একটী মনোনীত করিয়া প্রয়োগ করিবে। পশ্চাৎ মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ললাট হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড দুই পুরু করিয়া ক্রমে বরফ মিশ্রিত জল হউক, অথবা পরিষ্কৃত শীতল জলই হউক সিঞ্চন করিবে। কিন্তু আমাদের মতে নাইট্রেট অফ পটাস (সোরা), অথবা ক্লোরাইড অফ অ্যামোনিয়া (নিষাদল) (এ দুইটির মধ্যে যেটি হউক) মিশ্রিত শীতল জল, উক্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডের উপর মুহুর্মুহু প্রদান করিবে। ইহাতে ঐ উর্দ্ধগজনিত গরম শোণিত শীতল হইয়া স্বস্থানে গমন করতঃ আপনাপন কার্য্য করিবে। একজ্বরিতা, নাড়ীর পুষ্টি এবং চক্ষুর আরক্ততা ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বিকারাবস্থার সূত্রপাত জানিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে পীড়া বর্দ্ধিত না হইয়া রোগী ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিবে। জ্বরবিকারের পূর্ব্ব লক্ষণ দৃষ্ট হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

| | |
|---|---|
| ডাইলিউটেড নাইট্রোমিউরিয়েটীক অ্যাসিড | ২ ড্রাম। |
| ভাইনম্ গ্যালেনাই (২ নং) ... | ১ ঔন্স। |

| | | |
|---|---|---|
| টীঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড | ... | ২ ড্রাম। |
| ক্লোরেট অফ পটাস্ | ... ... | ১ ড্রাম। |
| ক্লোরিক ইথার | ... ... | ২ ড্রাম। |
| ডিককসন সিন্‌কোনা | ... ... | ৬ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত হইলে ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ কি ৩ ঘন্টা অন্তর সেবন করাইবে। একজ্বরী হইয়া থাকিলেও ক্রমে ক্রমে রসের পরিপাক হইয়া নাড়ীর দোষ সংশোধন পূর্ব্বক রোগীকে সবল ও সুস্থ করিতে থাকে।

## ৮ম ঔষধ।—ঐ

জ্বরবিকার কালে নাড়ী সবল থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

| | | |
|---|---|---|
| লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটীস | ... | ১ ঔন্স। |
| টীঞ্চার বেলেডোনা | ... ... | ১ ড্রাম। |
| ক্লোরিক ইথার | ... ... | ২ ড্রাম। |
| নাইটীক ইথার | ... ... | ২ ড্রাম। |
| ডিককসন সিন্‌কোনা | ... ... | ৬।।০ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ ঘন্টা অন্তর সেবন করাইলে ক্রমে ক্রমে চক্ষুর আরক্ততা, প্রলাপ এবং জ্বরের হ্রাস হইয়া থাকে। যদ্যপি নাড়ী বিকৃতি হইয়া বিকারের অপরাপর লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাহইলে উপরোক্ত ঔষধ সহ 'কার্ব্বনেট অফ অ্যামোনিয়া ৫ গ্রেণ' অথবা 'স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারামেটীক ৩০ ফোঁটা' প্রতি মাত্রায় যোগ করিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইবে।

## ৯ম ঔষধ।—ঐ

যদ্যপি কোন রোগীর মধ্যমরূপ জ্বরবিকার হয় এবং নাড়ীর দোষ,

আক্ষেপ ও প্রলাপ ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

| | | |
|---|---|---|
| স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারোমেটিক | ... | ২ ড্রাম। |
| টীঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড | ... | ২ ড্রাম। |
| ভাইনম্ গ্যালেসাই | ... ... | ১ ঔন্স। |
| টীঞ্চার জিঞ্জার | ... ... | ২ ড্রাম। |
| ডিককসন সিন্‌কোনা | ... ... | ৬ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ পূর্ণ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে মধ্যম রকমের বিকার ও জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

## ১০ম।—জ্বরবিকারে শীতলাবস্থার ঔষধ।

জ্বরবিকারে যদ্যপি হিক্কা, শ্বাস, ললাট ও অন্যান্য স্থানে মৃহু মৃহু ঘর্ম্ম নিঃসরণ, কথা কহিতে অক্ষম, শীতলাঙ্গ, নাড়ীর গতি মৃদু, (তাপমান যন্ত্রে যদ্যপি এরূপ স্থলে ৯৮ ডিগ্রীর ন্যূন অর্থাৎ ৯৭ বা ৯৬ ডিগ্রী অনুমান হয়) ইত্যাদি বিকারের অপরাপর চিহ্ন সকল দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

| | | |
|---|---|---|
| লাইকার অ্যামোনিয়া | ... ... | ২ ড্রাম। |
| ভাইনম্ গ্যালেসাই | ... ... | ২ ঔন্স। |
| স্পিরিট সল্‌ফিউরিক ইথার | ... | ২ ড্রাম। |
| ক্যাম্ফর মিক্‌শ্চার | ... ... | ৫।০ ঔন্স। |

এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর (যেমন বিবেচনা হইবে) সেবন করাইবে। উপকার বোধ হইলে ঔষধ পরিবর্ত্তন করিবে না। ইহা ধমনীর ক্ষীণাবস্থায় প্রয়োগ করিলে শরীর গরম ও নাড়ীর গতি সতেজ হইয়া ক্রমশঃ নাড়ী পরিষ্কার হইয়া আইসে এবং অন্যান্য উপদ্রব নাশ হয়। এইরূপে আরোগ্যাবস্থা দেখিলে পোর্টওয়াইন সহ গরম দুগ্ধ বা মাংসের যুষ, অল্ল

অল্প পথ্য দিবে। তৎপশ্চাৎ জ্বরবিরাম কালে কুইনাইন মিক্শ্চার দিয়া জ্বরত্যাগ করাইবে।

## ১১শ।—শেষাবস্থার ঔষধ।

| | | |
|---|---|---|
| মাস্ক (মৃগনাভি) | ... ... | ২০ গ্রেণ। |
| কর্পূর | ... ... | ২৪ গ্রেণ। |

এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ ভাগে বিভক্ত করিবে। পশ্চাৎ নাড়ীর অবস্থানুসারে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর এক একটী পুরিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করাইবে। ইহাতে নাড়ী সবল হইয়া আক্ষেপ ও হিক্কা নিবারণ, দেহের উষ্ণতা সাধন এবং অন্যান্য দোষ সকলের শান্তি হইয়া থাকে। এ ঔষধটী ভয়ানক উত্তেজক।

## ১২।—শেষাবস্থার ঔষধ।

| | | |
|---|---|---|
| টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড | ... | ২ ড্রাম। |
| কার্ব্বনেট অব অ্যামোনিয়া | ... | ৪০ গ্রেণ। |
| ভাইনম্ গ্যালেসাই | ... ... | ২ ঔন্স। |
| ক্যাম্ফর মিকশ্চার | ... ... | ৫৸ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত হইলে ৮ দাগ করিবে। পশ্চাৎ নাড়ীর গতি অনুসারে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর প্রদান করিলে ক্রমে ক্রমে জ্বর-বিকার নাশ, নাড়ীর গতি সতেজ এবং দেহের উষ্ণতা সাধন ইত্যাদি লক্ষণ লক্ষিত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া আসিলে জ্বরবিরাম কালে কুইনাইন মিকশ্চার প্রদান করিয়া পুর্ব্বোক্ত পথ্যাদি দিবে।

## ১৩।—শেষাবস্থার ঔষধ।

| | | |
|---|---|---|
| স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারামেটীক | ... | ২ ড্রাম। |
| টীঞ্চার কার্ডমম কম্পাউণ্ড | ... ... | ২ ড্রাম। |
| ক্লোরিক ইথার | ... ... | ৩ ড্রাম। |
| টীঞ্চার মাস্ক | ... ... | ৩ ড্রাম। |
| ডিকক্শন সিন্‌কোনা | ... ... | ৬॥ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে। পশ্চাৎ ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে ক্রমে ক্রমে জ্বরবিকার ও মোহ ইত্যাদি নাশ হইয়া ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিবে। পুনরায় জ্বর না আইলে, এ কারণ জ্বরবিরাম কালে কুইনাইন মিকশ্চার দিয়া জ্বর বন্ধ করিবে।

## নিউমোনিয়া বা ফুসফুস যন্ত্রের প্রদাহ।

জ্বরকালে বক্ষঃস্থলের ফুসফুস যন্ত্রের কোন কোন অংশে রক্ত রুদ্ধ হইলে ( শোণিতসঞ্চালক বায়ুদ্বারা তত্রস্থ বদ্ধ শোণিতকে অন্তর করিতে না পারিলে ) সেই বদ্ধ শোণিত দূষিত ও ক্রিয়াহীন হইয়া ফুসফুস যন্ত্রে বেদনা ও প্রদাহ উপস্থিত করে; আর যথাকালে কোনরূপ প্রতিকার দ্বারা ঐ অচল শোণিতকে সচল করিতে না পারিলে, ঐ বদ্ধ শোণিত ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইয়া তৎপরে পূযে পরিণত হয়, অর্থাৎ সেই যন্ত্রস্থল পাকিয়া উঠে। ইহা অতি ভয়ানক রোগ, পূয না হইতে না হইতেই পূর্ব্বে সাবধান হইয়া চিকিৎসা করা বিজ্ঞ চিকিৎসকের কার্য্য। এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে একজ্বরিতা, প্রলাপ, অচৈতন্য ও বিহ্বল প্রভৃতি নানারূপ উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

যে জ্বরবিকার রোগে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কাস বর্ত্তমান থাকিবে, সেই জ্বরবিকারে বক্ষঃস্থলীয় বেদনায় নিরন্ত গরম জলের স্বেদ ( ফোমেন্ট, অর্থাৎ গরম জলে ফ্ল্যানেল ডুবাইয়া নিঙড়ানের পর সেই উত্তাপ ) প্রদান করিলে, ক্রমে ক্রমে সেই বেদনার হ্রাস হইবে।

এই রোগের প্রথম অবস্থায় বক্ষঃস্থলের বেদনায় ( যতদূর বেদনা বোধ হয় ) ব্লিষ্টার লাগাইলে, অথবা পুলটিস প্রদান করিলে সত্বর আরোগ্য হইতে পারে। ব্লিষ্টার দিলে আকর্ষণ দ্বারা অচল শোণিতকে টানিয়া লয় এবং তজ্জন্যই ফোস্কা হয়; কোন কোন রোগীর ফোস্কা হয় না, কেবল লালবর্ণ হইয়া থাকে। ফোস্কা উঠিলেই উত্তম হয়, নচেৎ লালবর্ণ হইলে তাহার উপর কোনরূপ মালিসের ঔষধাদি

প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, কেননা তাহাতে রোগীর যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া পড়ে; সুতরাং প্রথমাবস্থায় ব্লিষ্টার না দিয়া কেবল মালিস, ফোমেণ্ট অথবা পুলটীস প্রদান দ্বারা অচল শোণিতকে সচল করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের মতে সর্ব্বশেষে ব্লিষ্টার দেওয়াই কর্ত্তব্য।

পরিষ্কৃত তিসিকে (মসিনা) বাটিয়া অল্প পাতলা করিবে, পরে কোন পাত্রে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইবে। পশ্চাৎ বেদনা পরিমিত বস্ত্র খণ্ডে ঐ পুলটীস সংলগ্ন করণান্তর তদুপরি অপর বস্ত্রখণ্ডের টুক্‌রা প্রদান করিয়া বেদনার উপর প্রদান করিবে। ঐ পুলটীস পড়িয়া না যায়, এজন্য কোন বস্ত্রদ্বারা তাহা বন্ধন করিয়া দিবে। পুলটীস ঠাণ্ডা হইয়া গেলে এইরূপে পুনঃ পুনঃ পুলটিস প্রদান করিবে। এই তিসির পুলটীস বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে এবং বক্ষঃস্থলের পার্শ্বদেশে অর্থাৎ দুই বগলের নিম্নদেশে (যাহাকে পাঁজরা কহে) বারম্বার প্রদান করিবে। এই উত্তাপে অচল শোণিত সচল হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে এবং রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়।

তার্পিণ ও কর্পূর একত্র করিয়া বেদনা স্থলে বারম্বার মালিস করিলে এই উভয় দ্রব্যের উত্তেজ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ঐ বদ্ধ শোণিতকে সচল করিতে সক্ষম হয় এবং রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

টীঙ্কার জিঞ্জার বেদনা স্থানে নিয়ত মালিস করিলেও অচল শোণিতকে সচল করিতে পারে।

ক্যাজুপটী অয়েল ও লিনিমেণ্ট অ্যামোনিয়া একত্র করতঃ বেদনা স্থানে মালিস করিবে এবং ফোমেণ্ট (গরম জলে ফ্ল্যানেল ডুবাইয়া নিঙ্গড়ানের পর জলশূন্য হইলে) করিবে। ইহাতেও অচল শোণিত সচল হইয়া স্থানান্তরে গমন করে।

## নিউমোনিয়ার প্রথম অবস্থা।

ইহার প্রথম অবস্থায় ফুসফুসের মধ্যে রক্ত সঞ্চিত হয় এবং তাহা প্রদাহবিশিষ্ট হইয়া ঘোর লালবর্ণ হইয়া উঠে; তজ্জন্য বক্ষঃস্থলে গুরুভার বোধ, (অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে যেন কোন ভারি বস্তু রাখা হইয়াছে

এমত বোধ) কঠিন ও বেদনাযুক্ত হয়। বক্ষঃস্থল টীপিলে তথায় অঙ্গুলির চিহ্ন হইতে পারে, এইরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

এই রোগে অন্ত্র পরিষ্কার রাখাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। সর্ব্ব প্রথমে জোলাপ পাউডার অথবা ক্যাষ্টরয়েলের জোলাপ দ্বারা রোগীর মল-ত্যাগ করাইবে, পশ্চাৎ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

## নিউমোনিয়ার প্রথমাবস্থার ঔষধ।

| | | |
|---|---|---|
| কার্ব্বনেট অফ অ্যামোনিয়া | ... | ১ ড্রাম। |
| টীঞ্চার হাইওসায়েমস ... | ... | ১॥০ ড্রাম। |
| টীঞ্চার সিলি ... | ... | ২ ড্রাম। |
| ক্লোরিক ইথার ... | ... | ২ ড্রাম। |
| ভাইনম্ ইপিকাক ... | ... | ১ ড্রাম। |
| ক্যাম্ফর মিকশ্চার ... | ... | ৭ ঔন্স। |

এই সমস্ত ঔষধ একত্র করিয়া ৮ দাগ করিবে। পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য এবং বক্ষঃস্থলে পূর্ব্বোক্ত মালিস ও ফোমেণ্টেশন করা উচিত। ইহাতে বেদনার উপশম, শ্লেষ্মনিঃসরণ ও প্রস্রাব সরল হইয়া রোগের শান্তি এবং জরের হ্রাস হয়। এইরূপে জর আরোগ্য হইয়া ২।৩ দিবস গত ও বেদনার হ্রাস হইলে পশ্চাৎ কুইনাইন মিকশ্চার প্রয়োগ করিবে। অপক জরে (কাঁচা জরে) ও দোষ স্বত্বে কদাচ কুইনাইন মিকশ্চার প্রয়োগ করিবে না।

এরূপ অবস্থায় লঘু পথ্য প্রদান করিবে। অর্থাৎ ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, দুগ্ধসাগু, এরারুট, বার্লি কিম্বা জলসাগু প্রদান করিবে।

## নিউমোনিয়ার দ্বিতীয়াবস্থা।

এই অবস্থায় ফুসফুস যন্ত্রে ক্রমে ক্রমে রক্ত জমাট হইয়া যকৃতের ন্যায় আকার প্রাপ্ত এবং অনুজ্জ্বল আরক্তবর্ণ হইয়া সমভাবে বিস্তৃত হয়। উহার গুরুত্বও কখন কখন আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই

সময়ে বক্ষঃস্থলের উপর যেন কোন গুরুভার দ্রব্য রাখা হইয়াছে এমত বোধ হয়। রোগী বক্ষকে কোন প্রকারে রাখিয়া স্বস্থতা লাভ করিতে পারে না। চিকিৎসক এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইয়া প্রথমাবস্থার ন্যায় বিরেচক ঔষধ দ্বারা মলত্যাগ করাইবে এবং বক্ষস্থলের বেদনার যাহাতে প্রতিকার (মালিশ ও পুলটীসাদি প্রদান, অথবা ব্লিষ্টার প্রদান) হয়, এমন চেষ্টা করিবে।

নিউমোনিয়ার দ্বিতীয়াবস্থায় চিকিৎসক যদ্যপি মনোযোগের সহিত রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ না করেন, তাহাহইলে পীড়া ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই অবস্থায় রোগীর একজ্বরিতা, প্রলাপ, অচৈতন্য, চক্ষু ঘোলা, বিহ্বল ও মৃতপ্রায় লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ প্রদান করিবে।

## নিউমোনিয়ার দ্বিতীয়াবস্থার ঔষধ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক্লোরিক ইথার | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| টীঞ্চার হাইওসায়েমস্ | ... | ... | ১ ড্রাম ২০ ফোঁটা। |
| কার্ব্বনেট অফ অ্যামোনিয়া | | ... | ৪০ গ্রেণ। |
| ভাইনম্ ইপিক্যাক | ... | ... | ১॥০ ড্রাম। |
| ক্যাম্ফর মিকশ্চার | ... | ... | ৭ ঔন্স। |

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত হইলে ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ সেবন করাইলে শ্বেষ্ম যন্ত্র সকলের উত্তেজ, কফনিঃসরণ ও প্রদাহাদি নিবারণ হইয়া রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে থাকে। যখন জানা যাইবে যে বক্ষবেদনা নিবারণ এবং ফুসফুস যন্ত্র হইতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস সহজ ভাবে বহন হইতেছে, জ্বর প্রভৃতির চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, সেই সময় কুইনাইন মিকশ্চার প্রয়োগ করিবে। এই রোগের ভোগ কাল প্রথম দিন হইতে ৪১ দিন পর্য্যন্ত।

জর আরোগ্য হইলে রোগীকে বলকারক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, দুগ্ধসাগু বা চর্ব্বিবর্জ্জিত কচি ছাগমাংসের যুষ সহ পোর্ট-ওয়াইন ৪ ড্রাম প্রতিবারে মিশ্রিত করিয়া পথ্য প্রদান করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বলসঞ্চার হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিতে থাকিবে।

এইরূপ অবস্থায় যদ্যপি রোগীর নিদ্রা না হয়, তাহাহইলে 'পটাস্ ব্রোমাইড ২০ গ্রেণ, টীঞ্চার হাইওসায়েমস ১৫ ফোঁটা, ক্যাম্ফর মিকশ্চার ১ ঔন্স' এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া এক প্রহর রাত্রির পর প্রদান করিবে, ইহাতেও যদ্যপি নিদ্রা না হয়, ২ ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার আর এক মাত্রা ঔষধ ঐরূপে প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে।

## নিউমোনিয়ার তৃতীয়াবস্থা।

ইহাতে ফুসফুস মধ্যে রক্ত গমন করিয়া কঠিন হওয়ার পর ঐ রক্ত সবুজবর্ণ হইয়া যকৃতের ন্যায় আকার ধারণ করিলে রোগীর বর্ণ অতি ম্লান হইতে হইতে ঈষৎ পীত অথবা হরিদ্বর্ণ মিশ্রিত ধূসরবর্ণ হয় এবং রোগী শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে ও ত্যাগে অতিশয় কষ্ট অনুভূত করে। এ অবস্থায় রোগীকে দেখিলে মৃতপ্রায় জ্ঞান হয়। এরূপ সময়ে পূর্ব্বোক্ত সেঁক প্রদান এবং কফনিঃসারক ও উত্তেজক ঔষধ প্রদান করিবে। ইহার সহিত মধ্যে মধ্যে মাংসের যুষ অথবা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ উপরের লিখিত মাত্রানুসারে পোর্টওয়াইন প্রদান করিয়া রোগীর বলসঞ্চার করিবে; পশ্চাৎ নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

## নিউমোনিয়ার তৃতীয়াবস্থার ঔষধ।

| | | |
|---|---|---|
| কার্ব্বনেট অব অ্যামোনিয়া | ... | ৪০ গ্রেণ। |
| ভাইনম্ ইপিক্যাক | ... ... | ৪০ ফোঁটা। |
| টীঞ্চার সেনেগা | ... ... | ২॥০ ড্রাম। |

টীঞ্চার সিলি ... ... ২ ড্রাম।
ইন্‌ফিউজন্ সেনেগা ... ... ৭ ঔন্স।

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করা হইলে ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে শ্লেষ্মনিঃসরণ ও শরীরস্থ যন্ত্র সকলের উত্তেজনা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

## কাস নিবারক ঔষধ।

এই রোগে রাত্রিকালে যদ্যপি কাস দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ষ্ট্রাক্ট জেন্‌সিয়াম্ ... ... ৪ গ্রেণ।
ষ্ট্রাক্ট কোনায়াম্ ... ... ১ গ্রেণ।

এই উভয় দ্রব্যদ্বারা ৪টী বটীকা প্রস্তুত করিবে; পশ্চাৎ রাত্রিকালে যখন কাস বৃদ্ধি দেখিবে, তখন এই বটীকা ২।৩ বার ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে কাসের উপদ্রব নাশ হইবে।

## কুইনাইন্ মিক্‌শ্চার।

পূর্ব্বোক্ত দোষসকলের শান্তি হইয়া গেলে এবং জ্বর দীর্ঘকাল বিরাম পাইলে নিম্নলিখিত কুইনাইন মিকশ্চার প্রয়োগ করিবে; কিন্তু দোষ স্বত্বে কখনও কুইনাইন প্রয়োগ করিবে না।

সল্‌ফেট অফ কুইনাইন ... ... ২৪ গ্রেণ।
ডাইলিউটেড নাইট্রো মিউরিয়েটীক অ্যাসিড ১।৷৹ ড্রাম।
টীঞ্চার কার্ডমম কম্পাউণ্ড ... ২ ড্রাম।
চিরেতার জল ... ... ৭।৷৹ ঔন্স।

মেজর গ্লাসে অগ্রে কুইনাইন ফেলিয়া পশ্চাৎ ডাইলিউটেড নাইট্রো-মিউরিয়েটীক অ্যাসিড দ্বারা কুইনাইন দ্রব করিবে। সর্ব্বশেষে

অন্যান্য ঔষধ মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হইলে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

## দুর্ব্বলাবস্থার কুইনাইন মিক্‌শ্চার।

দুর্ব্বলাবস্থায় কুইনাইন মিকশ্চার প্রয়োগ করিতে হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রদান করিবে।

| | | |
|---|---|---|
| সল্‌ফেট অফ কুইনাইন | ... ... | ৪০ গ্রেণ। |
| ডাইলিউটেড সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড | | ১।॥০ ড্রাম। |
| টীঞ্চার কার্ডমম কম্পাউণ্ড | ... ... | ২ ড্রাম। |
| পোর্টওয়াইন | ... ... | ২ ঔন্স। |
| পরিষ্কৃত জল | ... ... | ৫॥০ ঔন্স। |

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করণ স্তর ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ প্রথম দিন ৪ বার, দ্বিতীয় দিন ২ বার, তৃতীয় দিন ১ বার এবং চতুর্থ দিন ১ বার সেবন করাইবে। ইহাতে ক্রমে ক্রমে বলসঞ্চার হইয়া রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে থাকে।

## সচরাচর যে সকল কুইনাইন মিক্‌শ্চার প্রয়োগ করা যায়।

| | | |
|---|---|---|
| সল্‌ফেট অফ্ কুইনা:ন | ... | ৩২ গ্রেণ। |
| ডাঃ সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড | ... | ১ ড্রাম। |
| টীঞ্চার কার্ডমম | ... ... | ১ ড্রাম। |
| পরিষ্কৃত জল | ... ... | ৭॥০ ঔন্স। |

অগ্রে ডাঃ সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা কুইনাইন দ্রব করিয়া লইবে পরে সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ৮ দাগ করণান্তর ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এইরূপে ৪ বার সেবিত হ'লে জ্বর বন্ধ হইবার

সম্ভব, কিন্তু ৪ বারের অধিক প্রথম দিনে সেবন করাইবে না। ইহাতে জ্বর বন্ধ হয় উত্তম, নচেৎ পর দিবস ঐ নিয়মে সেবিত হইলে জ্বর অবশ্যই বন্ধ হইবে। জ্বর বন্ধ হইলেও উপর্য্যুপরি ২।৩ দিবস প্রত্যহ এক একবার সেবন করাণ উচিত।

## জ্বরবিকারের পরে যে কুইনাইন মিক্‌শ্চার দেওয়া যায়।

| | | |
|---|---|---|
| সল্‌ফেট অফ কুইনাইন | ... | ২০ গ্রেণ। |
| ডাঃ সলফিউরিক অ্যাসিড | ... | ৪০ বিন্দু। |
| পোর্টওয়াইন ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| ডিকক্‌সন সিন্‌কোনা | ... | ৪ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৪ দাগ করিবে ; বিকারাবস্থায় জ্বরের বিরাম পাইলে ২ ঘণ্টা অন্তর ৪ বার সেবন করাইবে। এক দিবসে ২০।২৫ গ্রেণের অধিক কুইনাইন কদাচ প্রয়োগ করিবে না। এইরূপে জ্বরত্যাগের পর যদ্যপি দাস্ত পরিষ্কার ও অগ্নি বৃদ্ধি করাইবার আবশ্যক হয়, তাহাহইলে ইহার সহিত 'টীঞ্চার জেন্‌সিয়ান ২ ড্রাম' প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শরীরের উত্তাপ নাশ মৃদু বিরেচন ও পিত্ত-দোষ সংশোধন হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিবে। যদ্যপি উদরাদির মধ্যে কোনও স্থানে বেদনা অনুভূত হয়, তাহা হইলে ইহার সহিত 'টীঞ্চার জিঞ্জার ১ ড্রাম' যোগ করিবে। ইহা সেবনে উদরের বেদনা নাশ, অগ্নিবৃদ্ধি ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির উত্তেজনা বৃদ্ধি হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে।

## দুর্ব্বলাবস্থায় যে কুইনাইন মিক্‌শ্চার প্রয়োগ করা যায়।

| | | |
|---|---|---|
| সল্‌ফেট অফ কুইনাইন ... | ... | ২০ গ্রেণ। |
| ডাঃ সলফিউরিক অ্যাসিড | ... | ৪০ বিন্দু। |

| | | |
|---|---|---|
| টীঞ্চার কার্ডমম | ... ... | ১ ড্রাম। |
| টীঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড | ... | ১ ড্রাম। |
| টীঞ্চার জিঞ্জার | ... ... | ১ ড্রাম। |
| ভাইনম্ গ্যালেসাই | ... ... | ৪ ড্রাম। |
| পরিস্রুত জল | ... ... | ৩৷৷০ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৪ ভাগ করিবে; পশ্চাৎ ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক ভাগ ঔষধ জ্বরবিরাম কালে সেবন করাইবে।

## পালাজ্বরের ঔষধ ব্যবস্থা।

যদ্যপি পালাজ্বর উপস্থিত হয়, তাহাহইলে নিয়লিখিত ঔষধ প্রদান করিলে পালাজ্বর নিবৃত্তি হয়।

| | | |
|---|---|---|
| সল্‌ফেট অফ কুইনাইন | ... ... | ২৪ গ্রেণ। |
| ডাঃ সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড | ... | ৩০ বিন্দু। |
| টীঞ্চার কলম্বা | ... ... | ১৷৷০ ড্রাম। |
| টীঞ্চার জিঞ্জার | ... ... | ১৷৷০ ড্রাম। |
| পরিস্রুত জল | ... ... | ৭৷৷০ ঔন্স। |

## জ্বরবিকারকালে কর্ণমূল শোথ।

জ্বর প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে কর্ণমূল স্ফীত হইয়া পশ্চাৎ ভয়ানক জ্বর প্রকাশ হইলে সেই কর্ণমুল শোথকে প্রাণনাশক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। জ্বরবিকারের; মধ্যাবস্থার কর্ণমুল শোথ প্রকাশিত হইলে বিস্তর ক্লেশে ও বহু চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া থাকে। জ্বরবিকারের শেষে কর্ণমুল শোথ প্রকাশিত হইলে অল্পায়াসে এবং সামান্য প্রতিকারেই তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে। জ্বরবিকার কালে কর্ণমুল ফুলিয়া অতিশয় কন্‌কন্ করিতে থাকে, এজন্য রোগী মুখ ব্যাদন করিতে পারে

না এবং প্রবল জ্বর অনুভূত হয়। এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইলে টিঞ্চার আইওডিন তুলিদ্বারা ৫।৭ বার সেই বেদনা স্থানে মালিস, পুলটিস প্রদান, অথবা গরম জলের ফোমেণ্টশন করিলে, সেই স্থানের আবদ্ধ রক্ত ক্রমে ক্রমে সচল হইয়া স্থানান্তরে গমন করে।

ইহাতে আরোগ্য না হইলে ঐ শোথের উপর লিনিমেণ্ট বেলেডোনার পটী বসাইলেও উপকার হয়। টিঞ্চার বেলেডোনা ২ ড্রাম লইয়া কিঞ্চিৎ জলসহ মিশ্রিত করণান্তর সেই জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া ঐ শোথের উপর জলপটীর ন্যায় বসাইয়া দিবে এবং ঐ বেলেডোনা মিশ্রিত জল উক্ত পটীর উপর অল্পে২ প্রদান করিবে। পশ্চাৎ ১ ঔন্স পরিষ্কার জলে টিঞ্চার বেলেডোনা ১৫ বিন্দু ফেলিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর এক একবার সেবন করিলেও কর্ণমূল শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে। জ্বর বা বিকার জন্য পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা।

এই সকল প্রতিকার হইলেও যদ্যপি কর্ণমূল শোথ পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা অস্ত্র চিকিৎসা ও ক্ষতাদির চিকিৎসা করাইবে।

## জ্বরকালে পেট ফাঁপিলে।

জ্বরকালে বায়ু প্রকুপিত, ক্রিমিদোষ, মলবদ্ধ, ভুক্তবস্তুর অজীর্ণতা, এবং অপর্য্যাপ্ত উষ্ণকারক ঔষধাদি সেবন ইত্যাদি অপরাপর কারণেও উদরস্ফীত হইতে পারে।

বায়ু প্রকুপিত হইয়া উদরস্ফীত হইলে গরম জলের সহিত সাবান দিয়া মালিস কিম্বা তার্পিন তৈল উদরে মালিস করিলে, উদরে শীতল জলের পটী প্রদান করিলে, কিম্বা সোডা ১০ গ্রেণ ও টার্টারিক অ্যাসিড ৮ গ্রেণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বায়ুকর্ত্তৃক পেটফাঁপা নিবৃত্তি হয়।

ক্রিমিদোষ জন্য পেট ফাঁপিলে ক্রিমিঘ্ন ঔষধাদি প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে। যাহার ক্রিমিদোষ থাকিবে, তাহাকে জ্বরের প্রথমাবস্থায়

বাইকার্ব্বনেট অফ সোডা ১০ গ্রেণ, স্যান্টনাইন ৩ গ্রেণ, এই উভয় দ্রব্য একত্র করিয়া একবারে সেবন করাইবে এবং ৪। ৫ ঘণ্টা পরে ১ ঔন্স ক্যাষ্টরয়েলের জোলাপ প্রদান করিবে। ইহাতে ক্রিমিকুল ধ্বংস হইয়া রোগের উপকার হয়। এ সময়ে রোগীর ধাতু অতিশয় রুক্ষ হইতে পারে। আর উষ্ণকারক ঔষধ সেবন জন্য উদর স্ফীত হইলে উদরে শীতল জলের পটী, ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, পাতি বা কাগজী লেবুররস সহ মিছরির সরবৎ প্রদানে আরোগ্য হইতে পারে। মলবদ্ধ জন্য উদর স্ফীত হইলে মল পরিষ্কার করাইলেই আরোগ্য হইবে।

## জ্বরকালে ভেদ উপদ্রব।

জ্বরকালে অতিশয় ভেদ হইলে জ্বরাতিসার কহে। পৃথকই হউক, অথবা জ্বরকালে সেবনীয় ঔষধ সহই হউক, ১৫ বিন্দু ক্লোরোডাইন, কিম্বা টীঞ্চার ওপিয়াই ১০ বিন্দু প্রতি মাত্রায় যোগ করিয়া সেবন করাইলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

## জ্বরকালে হিক্বা বা শ্বাস উপদ্রব।

উপবাস, মলমূত্রের বেগ ধারণ অথবা উৎকট রোগের পীড়ন, ইত্যাদি নানা কারণে হিক্বা ও শ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে।

উপবাস জন্য হিক্বা উপস্থিত হইলে বলকারক পথ্যাদি প্রদান করিবে। উষ্ণকর ঔষধাদি প্রয়োগ জন্য হিক্বা উপস্থিত হইলে ঔষধ বন্ধ করিবে, পশ্চাৎ মিছরির সরবৎ, সোডা অ্যাসিড, বাতাবিলেবু ও বরফাদুগ্ধ ইত্যাদি পথ্য দিবে। এ অবস্থায় উদরে জলপটী প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হয়। সামান্য হিক্বা উপস্থিত হইলে একটী গোলমরিচ সূচাগ্রে বিদ্ধ করিয়া দীপশিখায় দগ্ধ করতঃ নাসিকায় উহার ধুম প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ সামান্য হিক্বা নিবারিত হইয়া থাকে।

## জ্বরকালে বমন উপদ্রব।

জ্বরকালে অতিশয় বমন হইতে থাকিলে তাহার প্রতিকার করা

আবশ্যক। কেননা ঔষধ উদরস্থ হইবামাত্র বমন হইয়া গেলে সে ঔষধে কি কার্য্য করিতে পারে; অতএব অগ্রে বমন নিবৃত্তি করাই উচিত।

অত্যন্ত বমন হইতে থাকিলে এবং ঔষধাদি সেবন করাইবামাত্র তাহা উঠিয়া গেলে, কচি তালশাঁসের জল, মুড়ি ভিজান জল, পাতি বা কাগজী লেবু কাটিয়া লবণসহ চোসাইলে এবং লিমনেড প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে অথবা মস্তকে ও উদরে শীতল জলের পটী প্রদান করিলে বমন নিবারণ হইতে পারে। বরফের টুকরা মুখে দিলে অথবা বরফ মিশ্রিত জলপানে, মৌরী ভিজান জলপানে, কর্পূর মিশ্রিত জলপানে, কর্পূর ঘ্রাণে, অথবা শ্বেতচন্দনাদির ঘ্রাণে, বমনোদ্বেগ ও বমন নিবারণ হইতে পারে।

যদ্যপি ইহাতেও বমন নিবৃত্তি না হয়, তাহাহইলে চুণের স্বচ্ছ জল ১ ছটাক, মিছরি গুঁড়া অর্দ্ধছটাক, বরফ বা বরফজল অর্দ্ধপোয়া এবং দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া একত্র যোগ করিয়া এক এক চামচ অর্দ্ধ ঘন্টা অন্তর প্রদান করিবে। এইরূপে ৩।৪ বার উদরস্থ হইলে বমনোদ্বেগ বা বমন বন্ধ হইবে। পশ্চাৎ ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে আর উঠিয়া যাইবে না।

## জ্বরবিকার কালে ভয়ানক ঘর্ম্ম উপদ্রব নিবারণের সদুপায়।

প্রথমতঃ সামান্য জ্বরে ঘর্ম্ম নিবারণ করিবার আবশ্যক নাই, কেননা সেই ঘর্ম্ম হিতকর হইয়া জ্বরত্যাগ ও রসের লাঘব করায়। কিন্তু জ্বরবিকার রোগের প্রাদুর্ভাবে শরীরস্থ সমস্ত রস ও রক্তাদি নিষক্রিয় হইয়া ঘর্ম্মে পরিণত করে, সেই সমস্ত নির্গত হইলে দেহস্থ যন্ত্রাদি ক্রমে ক্রমে শিথিল হয় এবং তজ্জন্য সত্বর প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে।

জ্বরবিকার রোগে ঘর্ম্মোপদ্রব উপস্থিত হইলে নানা প্রকার কৌশলে তাহা নিবারণের চেষ্টা করা উচিত।

| | | |
|---|---|---|
| ডাইলিউটেড সল্ফিউরিক অ্যাসিড | ... | ১ ড্রাম। |
| টিঞ্চার বেলেডোনা | ... ... | ৩২ বিন্দু। |
| সল্ফিউরিক ইথার | ... ... | ৮০ বিন্দু। |
| ক্লোরিক ইথার | ... ... | ৮০ বিন্দু। |
| শীতল জল | ... ... | ৩ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগ করিবে; পশ্চাৎ অবস্থানুসারে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহা সেবনে ঘর্ম্ম নিবারণ ও ধমনীর উত্তেজনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জ্বরবিকারে ভয়ানক ঘর্ম্ম হইয়া ধমনীর বিকৃতি ও মুমূর্ষাবস্থা লক্ষিত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রদান করিবে।

| | | |
|---|---|---|
| টিঞ্চার বেলেডোনা | ... ... | ৪০ বিন্দু। |
| ডাইলিউটেড সল্ফিউরিক অ্যাসিড | ... | ১ ড্রাম। |
| শীতল জল | ... ... | ৪ ঔন্স। |

এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া অবস্থানুসারে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহাতে ভয়ানক ঘর্ম্ম নিবারণ হইয়া ধমনীর উত্তেজনা বৃদ্ধি করে।

সর্ব্বাঙ্গে শুঁটের গুঁড় মালিস করিলেও ভয়ানক ঘর্ম্ম নিবারণ, শরীরের উষ্ণতা ও ধমনীর উত্তেজনা বৃদ্ধি হয়।

পুরাতন আবীর (ফাগ) গাত্রে মালিস করিলেও ভয়ানক ঘর্ম্ম নিবারণ হইয়া থাকে। গেঁটে কড়ি ভস্ম (ছাঁকিয়া) গাত্রে মালিস করিলে উপরোক্ত ফললাভ হইয়া থাকে।

## ফিবার পাউডার।

এ পর্য্যন্ত সকল গুলিই জলীয় ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যদ্যপি কেহ চূর্ণ ঔষধ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| পল্‌ভ জ্যোলাপ | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| সোডা | ... | ... | ৪০ গ্রেণ। |
| ক্যালামেল | ... | ... | ২০ গ্রেণ। |
| পলভ ইপিক্যাক | ... | ... | ২ গ্রেণ। |

এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করণান্তর খলে পেষণ করিয়া ৪ পুরিয়া হইলে পশ্চাৎ এক এক পুরিয়া ঔষধ মুখে জল দিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে। ইহা সেবনে ৩।৪ বার দাস্ত হইয়া জ্বরের লাঘব ও জ্বরত্যাগ হইতে পারে। প্লীহা থাকিলে কদাচ ক্যালামেল প্রয়োগ করিবে না, ক্যালামেল বাদ দিয়া অন্যান্য ঔষধ দিবে।

## ২।—ফিবার পাউডার।

| | | | |
|---|---|---|---|
| জেম্‌স্ পাউডার | ... | ... | ৮ গ্রেণ। |
| নাইট্রেট অফ পটাস | ... | ... | ২০ গ্রেণ। |
| সোডা | ... | ... | ৪০ গ্রেণ। |

একত্রে পেষণ করিয়া ৪ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ এক এক পুরিয়া ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর (মুখে জল দিয়া) সেবন করাইলেই রসের লাঘব ও জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে। ৪।৫ দিবস জ্বরভোগের পর নিম্ন-লিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

## ৩।—ফিবার পাউডার।

| | | | |
|---|---|---|---|
| পল্‌ভ এন্টিমনি | ... | ... | ৮ গ্রেণ। |
| ক্লোরেট অফ পটাস্ | ... | ... | ২০ গ্রেণ। |
| সোডা | ... | ... | ৪০ গ্রেণ। |
| পল্‌ভ সিন্‌কোনা | ... | ... | ৪০ গ্রেণ। |

এই সমস্ত একত্রে পেষণ করিয়া ৪ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ এক

এক পুরিয়া ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহাতে বায়ুর শান্তি, রক্ত সংশোধন ও জ্বরত্যাগ হইয়া থাকে।

## ৪।—ফিবার পাউডার।

যদ্যপি কাহারও ক্রিমিদোষ থাকে এবং তৎসহ জ্বর, নাড়ীর গতি দ্রুত, অচৈতন্য, প্রলাপ, দন্ত কড়মড়, চোম্‌কে উঠা ও একজ্বরিতা ইত্যাদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| কার্ব্বনেট অফ সোডা | ... | ... | ৩০ গ্রেণ। |
| পল্‌ভ সিন্‌কোনা | ... | ... | ৪০ গ্রেণ। |
| পল্‌ভ রিয়াই | ... | ... | ৪০ গ্রেণ। |
| স্যাণ্টনাইন | ... | ... | ৪ গ্রেণ। |

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে পেষণ করিয়া ৪ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ এক এক পুরিয়া ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা সেবন করাইলে জ্বরত্যাগ, ক্রিমি নাশ ও সহজে মল পরিষ্কার হইয়া থাকে।

---

## কুইনাইন পাউডার।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সল্‌ফেট অফ কুইনাইন | ... | ... | ১৬ গ্রেণ। |
| কার্ব্বনেট অফ সোডা | ... | ... | ২০ গ্রেণ। |
| পল্‌ভ রিয়াই | ... | ... | ২০ গ্রেণ। |
| পল্‌ভ জিঞ্জার | ... | ... | ৮ গ্রেণ। |

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে পেষণ হইলে ৪ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ এক এক পুরিয়া ঔষধ ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর জ্বর বিরামকালে সেবন করাইবে। এইরূপে ৪।৫ বার সেবনের পর জ্বর এককালে বন্ধ হইয়া যায় এবং সহজে মল পরিষ্কার হইয়া থাকে।

## ২।—কুইনাইন পাউডার।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সল্‌ফেট অফ কুইনাইন | ... | ... | ২৪ গ্রেণ। |
| পল্‌ভ ইপিক্যাক | ... | ... | ১ গ্রেণ। |
| কার্ব্বনেট অফ সোডা | ... | ... | ২০ গ্রেণ। |

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে পেষণ করিয়া ৪ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ এক এক পুরিয়া ঔষধ জর বিচ্ছেদ কালে ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে মৃদু বিরেচন, পিত্ত নিঃসরণ ও শরীর সংশোধনান্তর আরোগ্য হইয়া থাকে।

## ৩।—কুইনাইন পাউডার।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সল্‌ফেট অফ কুইনাইন | ... | ... | ২০ গ্রেণ। |
| ক্লোরেট অফ পটাস্ | ... | ... | ২০ গ্রেণ। |
| ক্যাম্ফর (কর্পূর) | ... | ... | ২ গ্রেণ। |
| কার্ব্বনেট অফ সোডা | ... | ... | ৪০ গ্রেণ। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া ৪ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ এক এক পুরিয়া ঔষধ ১ কি ২ ঘণ্টা অন্তর জরবিচ্ছেদ কালে সেবন করাইবে এইরূপে ৩।৪ বার সেবন করাইলে রক্তশোধন, বায়ুর শান্তি, শরীর উষ্ণ ও জরত্যাগ হইয়া থাকে।

## জ্বরবিকারের পর রোগী দুর্ব্বল থাকিলে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ডাঃ নাইট্রো-মিউরিয়েটীক অ্যাসিড | ... | | ৮০ বিন্দু। |
| ফেরি সাইট্রেট অফ কুইনাইন | ... | | ৪০ গ্রেণ। |
| টীঞ্চার জেন্‌সিয়ান্ | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| শীতল জল | ... | ... | ৭ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ ভাগ করিবে, পশ্চাৎ দিবসে

ছুইবার হিসাবে কিছুদিন সেবন করাইলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া দিন দিন রোগী বলবান হইতে থাকে। পূর্ব্ব সেবিত কুইনাইনাদি দ্বারা যে সকল দোষ শরীরে উপস্থিত হয়, ইহা সেবনে ক্রমে ক্রমে সংশোধন হইতে থাকে। ইহা দোষনাশক মূত্রবিরেচক, উত্তাপ নাশক, জরঘ্ন, কুইনাইনের দোষ সংশোধক, পিত্তনাশক ও বলকারক।

---

## ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধাদি ব্যবস্থা।

ম্যালেরিয়া প্রভাবে এদেশ জর্জ্জরিত; ম্যালেরিয়ার বিষয় আর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। কলিকাতার মেডিকেল কলেজ এবং ক্যাম্বেল স্কুলে যে ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাই এস্থলে লিখিত হইল।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| কুইনাইন | ... | ... | ... | ৩ গ্রেণ। |
| রুবার্ব | ... | ... | ... | ১৫ গ্রেণ। |
| জিঞ্জার | ... | ... | ... | ৬ গ্রেণ। |

একত্রে পেষণ করিয়া ৪ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ ৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরিয়া ঔষধ জ্বরবিচ্ছেদ কালে সেবন করাইবে। ইহা মূত্র বিরেচক, রক্তদোষ সংশোধক, জ্বরঘ্ন ও ম্যালেরিয়া-বিষ নাশক।

প্রকারান্তর।

উপরোক্ত পাউডার ব্যতিত মিকশ্চারও প্রদত্ত হইয়া থাকে; নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| কুইনাইন | ... | ... | ... | ৩ গ্রেণ। |
| এসিড সল্‌ফিউরিক ডিল | ... | | ... | ১৫ বিন্দু। |
| ফেরি সল্‌ফ | ... | ... | ... | ৩ গ্রেণ। |
| শীতল জল | ... | ... | ... | ৩ ঔন্স। |

একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৩ ভাগ করিবে; পশ্চাৎ ৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক ভাগ ঔষধ জ্বর বিরাম কালে সেবনে করাইবে। ইহারও উপরোক্ত গুণ আছে। কলিকাতা ক্যাম্বেল স্কুলেরও ঐরূপ ব্যবস্থা; তবে রোগী এবং রোগের অবস্থানুসারে তারতম্য হইয়া থাকে মাত্র।

ম্যালেরিয়া বিষের সংক্রামতা যত প্রবল, ইহার নিবারণার্থ ঔষধের সংখ্যাও ততোধিক; কিন্তু এক কুইনাইন ব্যতিত আর কোন প্রকার ঔষধই কার্য্যকরী নহে।

## ওলাউঠা বা কলেরা।

এই ওলাউঠা রোগকে বিসূচিকাও কহে। অজীর্ণ রোগীর উদরাদিতে সূচীবিদ্ধের ন্যায় বেদনা নিবৃত্তি হওয়ার পর অসাড়ে বারম্বার ভেদ, বমন, খালধরা, গাত্রদাহ, পিপাসা, উদরে ও বক্ষস্থলে বেদনা, লটকে পড়া, ভ্রম, ছট্‌ফট করা, বিবর্ণ, কম্প, নাড়ীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ এবং মৃতব্যক্তির ন্যায় হওয়া ইত্যাদি চিহ্ন প্রকাশ পায়। যাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষায় অভিজ্ঞ ও পরিমিতাহারী, তাঁহাদের কখন এ রোগ হইতে পারে না, তবে ওলাউঠা সংক্রামক বলিয়া যদ্যপি তাঁহাদের এ রোগ হয়।

## ওলাউঠার প্রথমাবস্থা।

এ অবস্থায় চেলুনি জলের ন্যায় অবিরত ভেদ, বমন, পিপাসা, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, হস্ত পদাদিতে খালধরা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এই রোগ উপস্থিত হইলে সত্বরে বমন নিবারণ করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কেননা বমন নিবারণ করিতে না পারিলে কোন ঔষধই উদরস্থ হইয়া থাকিবে না। এই রোগে পাকস্থলী গরম হইয়া ধারণাশক্তি বিহীন হয়, তজ্জন্য কোন ভুক্তবস্তুই ধারণা করিতে সমর্থ নহে। কাহারও শোণিত গরম হইয়া মস্তকে উঠিলে, কিম্বা অজীর্ণ দোষ বা

ক্রিমিদোষ থাকিলে পীড়ার প্রাক্কালে প্রায় বমন উপদ্রব উপস্থিত হয়।

## ওলাউঠার বমন নিবৃত্তির উপায়।

এরূপ অবস্থায় পাকস্থলীর উপরে মাষ্টার্ডের বিষ্টার অথবা লাইকারলিটী দ্বারা ২ ইঞ্চি পরিমাণে ফোস্কা করিবে। (লাইকারলিটী তুলি বা পালকের দ্বারা পাকস্থলীর উপরে ৩।৪ বার লাগাইলেই ফোস্কা হইয়া থাকে) পশ্চাৎ ঐ ফোস্কার পাৎলা চামড়া উঠাইয়া দিলে যে লালবর্ণ দৃষ্ট হইবে, উহাতে সিকি গ্রেণ মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিলেও শীঘ্র বমন নিবারণ হয়।

ক্রমশঃ বমন করিতে করিতে উহার বেগে দেহস্থ শোণিত উর্দ্ধগামী হইতে থাকে, সুতরাং ঐ উর্দ্ধগ-শোণিতকে নিষক্রিয় ও জলবৎ করিয়া বহির্গত করিতে হইলে ফোস্কা করিয়া বহির্গত করাই উচিত; এরূপ স্থলে ঘাড়ে মাষ্টার্ডের পটি (বিষ্টার), অথবা লাইকারলিটী দ্বারা ফোস্কা করিবে।

## ওলাউঠা রোগে পিপাসা।

ওলাউঠা রোগে পিপাসা উপস্থিত হইলে পানার্থে শীতল জল অথবা বরফ বা বরফজল পান করিতে দিবে। কেননা গুরুতর পিপাসায় মূর্চ্ছা উপস্থিত করে, মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্ভব; অতএব পিপাসা উপস্থিত হইলে সকল অবস্থাতেই পানার্থে জল প্রদান করিবে।

## ওলাউঠার প্রথমাবস্থার প্রতিকার।

কিঞ্চিৎ চিনিসহ স্পিরিট ক্যাম্ফর ৫ ফোঁটা পরিমাণে ২।৩ বার সেবন করাইলে প্রথমাবস্থার ভেদ ও বমন নিবৃত্তি হয়।

কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত ৩০ ফোঁটা ক্লোরোডাইন প্রতি মাত্রায় ২।৩ বার প্রয়োগ করিলে ভেদ ও বমন শীঘ্র নিবৃত্তি হয়।

## ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থা।

এ অবস্থায় ভেদ ও বমন নিবৃত্তি হইয়া রোগীর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, শীতলাঙ্গ, নাড়ী অতিশয় দুর্ব্বল, হস্ত পদাদিতে ও অঙ্গুলিতে খালধরা এবং চুপ্সে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

## ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থার ঔষধ।

| | |
|---|---|
| ক্যালামেল ... ... | ৮ গ্রেণ। |
| সোডা ... ... ... | ৮ গ্রেণ। |

এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪টী পুরিয়া প্রস্তুত করিবে; পশ্চাৎ এক এক পুরিয়া ঔষধ ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এইরূপ সেবন করাইতে করাইতে যদ্যপি হরিদ্রাবর্ণ মল নির্গত হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ বন্ধ করিবে। নাড়ীর অবস্থা মন্দ দৃষ্ট হইলে নিম্ন-লিখিত ঔষধ প্রদান করিবে।

| | |
|---|---|
| স্পিরিট ক্লোরফরম্ ... ... | ৮০ বিন্দু। |
| লাইকার আর্সেনিক ... ... | ৪ বিন্দু। |
| শীতল জল ... ... | ৪ ঔন্স। |

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ ভাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক ভাগ ঔষধ নাড়ীর গতি বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা বা এক ঘণ্টা কিম্বা দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

ওলাউঠার প্রাক্কালে নাড়ী অতিশয় খারাপ হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

| | | |
|---|---|---|
| সল্‌ফিউরিক ইথার | ... ... | ১ ড্রাম। |
| স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারামেটীক | ... | ১ ড্রাম। |
| ভাইনম্‌ গ্যালেসাই | ... ... | ৪ ড্রাম। |
| শীতল জল | ... ... | ৪ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে সংযোগ করতঃ ৪ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ অর্দ্ধ, এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োগ করিবে। ইহার উগ্র ঘ্রাণে যদ্যপি বমনোদ্রেক বা বমন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ বন্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধটী সেবন করাইবে।

## ওলাউঠার তৃতীয়াবস্থা।

এ অবস্থায় যখন রোগীর দেহে উত্তাপ ও নাড়ীতে জ্বরবেগ অনুমান হয়, সেই সময়কে তৃতীয়াবস্থা কহে। এ সময়ে প্রস্রাব করাইবার চেষ্টা করা উচিত। নিম্নে প্রস্রাব করা বার ঔষধ লিখিত হইল।

## ওলাউঠায় প্রস্রাব করাইবার ঔষধ।

| | | |
|---|---|---|
| অ্যাসিটেট অফ পটাস্‌ | ... ... | ২৪ গ্রেণ। |
| ক্লোরেট অফ পটাস্‌ | ... ... | ২০ গ্রেণ। |
| নাইট্রিক ইথার | ... ... | ২ ড্রাম। |
| ক্লোরিক ইথার | ... ... | ২ ড্রাম। |
| টিঞ্চার ডিজিটেলিস্‌ | ... ... | ২০ বিন্দু। |
| শীতল জল | ... ... | ৪ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করতঃ ৪ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহা সেবনের পর ২।১ বার সরল প্রস্রাব হইলে এই ঔষধ বন্ধ করিবে।

## প্রস্রাব করাইবার কতিপয় সহজ উপায়।

এই ঔষধ সেবনেও যদ্যপি রোগীর প্রস্রাব না হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশের পশ্চাতে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে ফোমেণ্টেসন (গরম জল বোতলে পুরিয়া সেই বোতলের উত্তাপ, অথবা গরম জলে ফ্ল্যানেল ডুবাইয়া জলশূন্য হইলে সেই উত্তাপ প্রদান) কিম্বা মাষ্টার্ডের পটী (প্লিষ্টার) প্রদান করিলে সত্বর প্রস্রাব হইতে পারে। এই সময়ে ষ্টিমিউলেণ্ট ঔষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করিবে, কেননা এই সময়ে স্বভাবতঃই রোগীর নাড়ীর অবস্থা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইতে থাকে; এরূপ অবস্থায় ইহার উপর যদ্যপি উত্তেজক ঔষধ অতিরিক্ত প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে শোণিত গরম ও মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হওতঃ শীঘ্র নানাবিধ বিকার আনয়ন করে।

ভেদ ও বমন নিবৃত্তি পাইলে এবং রোগী দুর্ব্বল থাকিলে বক্যাডুক্ক মাংসের যুষ সহ ৪ ড্রাম পোর্টওয়াইন মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে পান করিতে দিবে; ইহাতে নাড়ীর অবস্থা উত্তম হইয়া ক্রমে রোগীকে সবল করিতে থাকে।

এরূপে রোগী সবল হইলে বার্লি অথবা জলসাগু ছাঁকিয়া সেই সাগুর কাথ পথ্য দিবে। রোগী উত্তমরূপ সারিলে পশ্চাৎ অবস্থা বিবেচনায় গাঁদালের ঝোল, উত্তম জীবিত মৎস্যের ঝোল, পুরাতন শালিধান্যের চাউল বা পুরাতন দাউদখানি চাউলের অন্ন পথ্য দিবে।

---

## গনোরিয়া বা মেহরোগের চিকিৎসা।

মেহরোগ উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন। মেহরোগ ২০ প্রকার। এই ২০ প্রকার মেহরোগের লক্ষণাদি লিখিতে হইলে পুস্তক বাহুল্য হইয়া পড়ে; সুতরাং, তাহা পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা রোগনিদান অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা মৎপ্রণীত চিকিৎসা কল্পতরু পাঠ করুন।

## কোপেবা মিকশ্চার।

| | | |
|---|---|---|
| বালসম্ কোপেবা | ... ... | ২ ড্রাম। |
| লাইকার পটাস্ | ... ... | ১।।০ ড্রাম। |
| টিঞ্চার কিউবেব | ... ... | ২ ড্রাম। |
| টিঞ্চার হাইওসায়েমস্ | ... ... | ২ ড্রাম। |
| মিউসিলেজ একাসিয়া | ... ... | ১ ঔন্স। |
| নাইট্রিক ইথার | ... ... | ৪ ড্রাম। |
| কর্পূরের জল | ... ... | ৫।।০ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রাতঃকালে ১ দাগ, মধ্যাহ্নে ১ দাগ এবং সন্ধ্যাকালে ১ দাগ ঔষধ সেবন করিবে। এইরূপে সেবন করিতে করিতে ক্রমে প্রস্রাব সরল হওতঃ উক্ত রোগ আরোগ্য হইবে।

## স্যাণ্ডেল অয়েল মিক্শ্চার।

| | | |
|---|---|---|
| অয়েল অফ স্যাণ্ডেল | ... ... | ২ ড্রাম। |
| অয়েল অফ কিউবেব | ... ... | ৮০ বিন্দু। |
| নাইট্রিক ইথার | ... ... | ২ ড্রাম। |
| মিউসিলেজ একাসিয়া | ... ... | ১ ঔন্স। |
| টিঞ্চার হাইওসায়েমস্ | ... ... | ২৪ বিন্দু। |
| মৌরির জল | ... ... | ৬।।০ ঔন্স। |

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে, পশ্চাৎ প্রত্যেক দিন ৩ বার হিসাবে সেবন করিবে। এইরূপ সেবন করিতে করিতে মেহরোগ আরোগ্য হয়।

## কলিকাতা মেডিকেল কলেজ যাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| কোপেবা | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| মিউসিলেজ একাসিয়া | ... | ... | ২ ঔন্স। |
| নাইট্রিক ইথার | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| কর্পুরের জল | ... | ... | ৫ ঔন্স। |

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবন করিবে।

## মেহরোগে দুর্ব্বলতা ও পুয হইলে তাহার ঔষধ ব্যবস্থা।

| | | |
|---|---|---|
| টীঞ্চার হাইওসায়েমস্ | ... | ২॥০ ড্রাম। |
| অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক ডাঃ | ... | ১॥০ ড্রাম। |
| টীঞ্চার ফেরি পারক্লোরাইড | ... | ১॥০ ড্রাম। |
| ইন্‌ফিউজন কোয়াসিয়া | ... | ৭ ঔন্স। |

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেব্য।

## ডায়েবিটিস অর্থাৎ মুত্রাধিক্য নিবারণার্থ ঔষধ ব্যবস্থা।

| | | |
|---|---|---|
| টীঞ্চার ফেরি মিউরিয়েটীক | ... | ৪০ বিন্দু। |
| শীতল জল | ... | ৪ ঔন্স। |

ইহা একত্রে মিশ্রিত হইলে ৪ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ বিবেচনানুসারে সেবন করিতে দিবে।

যদ্যপি মূত্রের সহিত ঘনপদার্থের ভাগ অধিক দৃষ্ট হয় এবং তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহাহইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

| | | |
|---|---|---|
| টিঞ্চার নক্সভমিকা | ... ... | ৪০ বিন্দু। |
| অ্যাসিড ফক্ষরিক ডিল | ... ... | ৮০ বিন্দু। |
| টিঞ্চার সিন্‌কোনা | ... ... | ৪ ড্রাম। |
| অ্যাকোয়া মেস্থ পিপরিটা | ... ... | ৬ ঔন্স। |

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত করতঃ ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেব্য।

## প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হইলে তাহার ঔষধ ব্যবস্থা।

| | | |
|---|---|---|
| কার্ব্বনেট অব অ্যামোনিয়া | ... | ৩০ গ্রেণ। |
| টিঞ্চার ল্যাবেণ্ডার কম্পঃ | ... | ৪ ড্রাম। |
| ইন্‌ফিউজন সিন্‌কোনা ফ্লেভঃ | ... | ৭॥০ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণানন্তর ৬ দাগ করিবে, পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ৩ ঘন্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

## প্রকারান্তর।

…পি মূত্রপিণ্ডে ভয়ানক বেদনা, সর্ব্বদা মূত্রত্যাগে ইচ্ছা, শরীরের …র্ব্বলতা, জ্বর, অধিক পরিমাণে পূয নির্গম ও তৎসহ রক্ত …ণ দৃষ্ট হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

| | | |
|---|---|---|
| …রিস গোয়াসিয়া | ... ... | ৪০ গ্রেণ। |
| …ব্রোমাইড | ... ... | ৩০ গ্রেণ। |
| …া কার্ব্বনেটিস | ... ... | ১ ড্রাম। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৬ পুরিয়া করিবে, পশ্চাৎ এক এক পুরিয়া ঔষধ প্রত্যহ ৩ বার করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

## গিট অর্থাৎ পুরাতন প্রমেহ পীড়া।

এই পীড়া অতি কষ্টে আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহাতে এক প্রকার তরল শ্লেষ্মাযুক্ত পুয নির্গত হয়, কোন প্রকার বেদনা বা জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না, কিছুদিন এইরূপে গত হইলে পুযনিঃসরণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এ অবস্থায় রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে বিবেচনা করে। কিন্তু কোন প্রকার অত্যাচার করিলেই পুনর্ব্বার প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ বাতধাতু-গ্রস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে অল্প অত্যাচারেই এই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাদিগের প্রমেহ পীড়া পুরাতন হইলে সুরাপান, স্ত্রীসহবাস, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিতে নিষেধ করিবে। জলবায়ুর পরিবর্ত্তন, সমুদ্রজলে স্নান ইহাদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। টনিক ঔষধ সেবন করাইয়া ইহাদিগের শরীরে বলাধান এবং তৎসহ কিউবেব ও কোপেবা সেবনের ব্যবস্থা করিবে। যেস্কুই অক্সাইড অফ আয়রণ প্রথমোক্ত ঔষধের সহিত ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অনেকে পুরাতন প্রমেহ পীড়ায় কিউবেব, কোপেবা এবং স্যাণ্ডেল অয়েল ব্যবহার করাইয়া থাকেন।

অন্যান্য ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পুরাতন প্রমেহ পীড়ায় টিঞ্চার কেরিমিউরিয়েটীক, টার্পেণ্টাইন কিম্বা ক্যান্থারাইডিস প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

## পিচকারীর ঔষধ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| গ্যালিক এসিড | ... | ... | ১০ গ্রেণ। |
| ক্লোরাইড অফ জিঙ্ক | ... | ... | ২০ গ্রেণ। |
| শীতল জল | ... | ... | ৮ ঔন্স। |

পুরাতন প্রমেহ পীড়ায় অনেকে লিঙ্গনালীতে এই ঔষধের পিচকারী প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

---

## স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহ পীড়া।

পুরুষ জাতির অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের এই পীড়া অতি অল্পই দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু একবার হইলে অধিক দিন স্থায়ী হয়। ইহা-দিগের মূত্রনালীর আকার ক্ষুদ্র বলিয়া রোগীকে অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। স্ত্রীলোকদিগের মূত্রাবরোধ হইতে প্রায়ই শুনা যায় না। এই পীড়ায় পুরুষদিগের জন্য যে যে ঔষধ ব্যবস্থা হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও তাহাই ব্যবস্থেয়।

---

## পাণ্ডু বা ন্যাবা।

যকৃৎ বিকৃত হইলে প্রায়ই এই পাণ্ডু বা ন্যাবারোগ দেখা গিয়া থাকে। ইহা একটী স্বতন্ত্র রোগ নহে, পীড়া বিশেষে উপসর্গরূপে প্রকাশ পায়। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক পায় না, ক্ষুধামান্দ্য ঘটে, চক্ষু ও গাত্রাদি এবং প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ, মল শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়। নিম্নে ঔষধাদি ব্যবস্থা লিখিত হইল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ডাঃ নাইট্রিক অ্যাসিড | .... | .... | ২ ড্রাম। |
| এক্‌ষ্ট্রাক্ট ট্যারাক্‌সিকম্ | ... | ... | ৪০ গ্রেণ। |
| ...ককশন্ সিন্‌কোনা | ... | ... | ৪ ঔন্স। |

...ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত হইলে ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ... এক এক দাগ ঔষধ সেব্য।

| | | |
|---|---|---|
| ডাঃ নাইট্রিক অ্যাসিড ... | ... | ২ ড্রাম। |
| স্পিরিট ইথার নাইট্রিক ... | ... | ২ ড্রাম। |
| এক্‌ষ্ট্রাক্ট ট্যারাক্সিকম্ ... | ... | ২ ড্রাম। |
| টিঞ্চার সেনা ... | ... | ১ ঔন্স। |
| ইন্‌ফিউজন্ জেন্‌সন্ কম্পঃ | ... | ৩ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত হইলে ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ২ কি ৩ বার এক এক দাগ ঔষধ রোগীর বলাবল বিবেচনায় সেবন করাইবে।

| | | |
|---|---|---|
| হাইড্রোক্লোরিক অ্যামোনিয়া | ... | ২ ড্রাম। |
| একষ্ট্রাক্ট ট্যারাক্সিকম্ ... | ... | ২ ড্রাম। |
| টীঞ্চার জেন্‌সন কম্পোজিট | ... | ১।।০ ঔন্স। |
| ইন্‌ফিউজন্ সেনা ... | ... | ৪ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত হইলে ৮ পুরিয়া করিবে; পশ্চাৎ রোগীর বলাবল বিবেচনায় প্রত্যহ ২ কি ৩ বার এক এক পুরিয়া ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

| | | |
|---|---|---|
| স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারোমেটীক | ... | ৫।।০ ড্রাম। |
| ভাইনম্ কল্‌চিসাই ... | ... | ১।।০ ড্রাম। |
| টীঞ্চার অ্যারোমেটীক ... | ... | ১।।০ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কোন একটী শিশিতে পূর্ণ করিয়া রাখিবে; পশ্চাৎ অর্দ্ধ বোতল সোডা ওয়াটরের সহিত এই ঔষধের এক চামচ মিশাইয়া প্রত্যহ ৩ বার সেব্য।

---

পিত্তরোধ জনিত পাণ্ডুরোগ উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত ৩টী ঔষধ

বিশেষ ফলপ্রদ। পিত্তরোধ জনিত পাণ্ডুরোগের লক্ষণ সংযুক্ত চিকিৎসা কল্পতরুতে দ্রষ্টব্য।

| | | |
|---|---|---|
| টীঞ্চার সিলি | ... ... | ২ ড্রাম। |
| লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটীস্ | ... | ৪ ড্রাম। |
| টীঞ্চার ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড | ... ... | ৪ ড্রাম। |
| ডিককসন স্কোপারি | ... ... | ৩॥০ ঔন্স। |

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করতঃ ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ প্রত্যহ ৩ বার সেব্য। এই ঔষধ সেবনে পিত্ত-রোধ-জনিত পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

| | | |
|---|---|---|
| পল্ভ সিলি | ... ... | ৬ গ্রেণ। |
| পল্ভ ডিজিটেলিস | ... ... | ৪ গ্রেণ। |
| পল্ভ হাইড্রার্জিরাই | ... ... | ৩০ গ্রেণ। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটীকা প্রস্তুত করিবে; পরে প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটী ও সন্ধ্যাকালে একটী বটীকা সেবন করিবে। ইহা সেবনে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

| | | |
|---|---|---|
| সলফেট্ অফ ম্যাগ্নিসিয়া | ... ... | ২ ঔন্স। |
| কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া | ... ... | ২ ড্রাম। |
| টীঞ্চার কলম্বা | ... ... | ২ ড্রাম। |
| অ্যাকোয়া মেন্থ পিপরিটা | ... ... | ৬ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করতঃ ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ প্রাতে কেবল মাত্র ১ দাগ ঔষধ সেবন করিবে।

---

## বাতরোগ।

সচরাচর এই রোগ দুই প্রকারে প্রকাশিত হয়; যথা—তরুণ ও পুরাতন। তরুণ বাত অধিকাংশ স্থলে জ্বরের সহিত প্রকাশ পায়। ইহা হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটীতে পারে। শৈত্য ও আর্দ্র বায়ুসেবনে এই পীড়া অধিক হয়। তরুণ বাতে দেহের সন্ধিস্থান অল্প অল্প কামড়ায় ও দুই দিবস পরে ক্রমশঃ বেদনার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, এ জন্য রোগী হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতে পারে না। ইহাতে রোগীর প্রস্রাব অল্প ও রক্তবর্ণ, নাড়ীর গতি দ্রুত এবং প্রবল জ্বর প্রকাশিত হয়। সচরাচর বর্ষাকালেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়া থাকে। অনেক সময়ে বেদনা থাকে এবং অনেক সময়ে বেদনার হ্রাস হইয়া পুরাতন বাতে পরিণত হয়। এই রোগে সর্ব্বদা ফ্লানেল ব্যবহার ও অন্ত্র পরিষ্কার রাখা উচিত।

অন্ত্র মলপূর্ণ থাকিলে "ক্যালামেল ৫ গ্রেণ ও পল্ভ জোলাপ ১৫ গ্রেণ" একত্র মিশ্রিত করিয়া একেবারে সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনের ৪ ঘণ্টা পরে নিম্নলিখিত ঔষধটী একেবারে সেব্য।

| | | | |
|---|---|---|---|
| এপ্সম সল্ট | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| ম্যানা | ... | ... | ১ ড্রাম। |
| টীঞ্চার জোলাপ | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| অ্যাকোয়া ক্যারাওয়ে | ... | ... | ১০ ড্রাম। |

এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর এককালে সেবন ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং বেদনার হ্রাস হইয়া থাকে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| স্পিরিট নাইট্রিক ইথার | ... | ... | ২ ড্রা |
| টীঞ্চার হাইওসায়েমস্ | ... | ... | ৩ ড্র |
| টীঞ্চার একোনাইট | ... | ... | ৮ বি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| পটাস্ বাইকার্ব | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| শীতল জল | ... | ... | ৮ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

---

## পুরাতন বাত।

উপদংশ বিষ অথবা ধাতুর পীড়ায় রক্ত দূষিত হইলে, যে বাতরোগ জন্মে এবং তরুণ বাত হইতে ক্রমে ক্রমে যে বাতরোগ জন্মে তাহাকেই পুরাতন বাতরোগ কহা যায়। এই পীড়া কটীদেশ, গ্রীবা, জানু, পার্শ্ব প্রভৃতি নানা স্থানের মাংসপেশী এবং চক্ষু, স্কন্ধদেশ ও মণিবন্ধ প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া থাকে; ইহাতে প্রায় জ্বর হয় না। চক্ষে বাত হইলে ললাটে বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

তরুণ বাতের ন্যায় ইহাতেও সর্ব্বদা অন্ত্র পরিষ্কার রাখিবে এবং গরম বস্ত্রে দেহ আবৃত করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| আইওডাইড অব পটাসিয়ম | | ... | ২৪ গ্রেণ। |
| লাইকার পটাস | ... | ... | ৮০ বিন্দু। |
| টীঞ্চার বেলেডোনা | ... | ... | ৩২ বিন্দু। |
| টিঞ্চার সিন্কোনা | ... | ... | ২॥০ ড্রাম। |
| শীতল জল | ... | ... | ৭ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে, পশ্চাৎ প্রত্যহ ৩ বার সেবন করিবে। এই পীড়া অধিক দিনের হইলে অথবা শরীর দুর্ব্বল থাকিলে কর্ডলিভার অয়েল ২০ বিন্দু মাত্রায় উক্ত ঔষধের সহিত ব্যবস্থা করা উচিত। অধিক দিনের পীড়া হইলে কর্ডলিভার অয়েলের সহিত আইওডাইড অব আয়রন ও কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে।

বেদনা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লিষ্টার অথবা টিঞ্চার আইওডিন দিলে বিশেষ উপকার হয়। প্রয়োগের নিমিত্ত তরুণ বাতে যে যে ঔষধের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই প্রশস্ত।

কটিদেশ, গ্রীবা, জানু ও পার্শ্বদেশ প্রভৃতি স্থান আক্রান্ত হইলে, উষ্ণজলের স্বেদ, তারপিন কিম্বা ক্যাজুপটী অয়েলের মালিস, অথবা বেলেডোনা বা আফিম ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

## বাতে মালিসের ঔষধ।

| | | |
|---|---|---|
| সোপ লিনিমেণ্ট | ... | ১ ঔন্স। |
| তারপিন তৈল | ... | ৩ ড্রাম। |
| ক্যাজুপটী অয়েল | ... | ৩ ড্রাম। |
| টিঞ্চার ওপিয়ম অথবা বেলেডোনা | | ২ ড্রাম। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া মালিসার্থ ব্যবস্থা করিবে। বেদনার আতিশয্য বিবেচনা করিয়া ওপিয়ম বা বেলেডোনার হ্রাস বৃদ্ধি করিবে। ঐ সকল বেদনাবিশিষ্ট স্থান তুলা বা ফ্লানেল দ্বারা সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখিবে।

## ফিক্ বেদনা।

অপরিমিত মদ্যপান, লাম্পট্য, শোক, আলস্য, রক্তহীনতা, দু
অল্লাহার বা অতিরিক্ত আহার ইত্যাদি কারণে এই রোগ
হয়। বৃদ্ধাবস্থায়, হিষ্টিরিয়া, বাত অথবা উপদংশ রোগগ্রস্ত
এবং পারদ ব্যবহার, স্নায়ুর উপরে আঘাত, ক্ষতদন্ত ইত্য
এই পীড়া সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগ পুরুষ
জাতির কিছু অধিক দৃষ্ট হয়। দুর্ব্বলতাই এই পীড়ার প্র
এ জন্য নিম্নে বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল।

| | | |
|---|---|---|
| কর্ডলিভর অয়েল | ... | ৪ ড্রাম। |
| টিঞ্চার কলম্বা | ... | ৩ ড্রাম। |
| লাইকার আর্শেনিক | ... | ১০ বিন্দু। |
| ইনফিউজন কলম্বা | ... | ৭ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ দিবসে ৩ বার হিসাবে সেবন করিবে।

| | | |
|---|---|---|
| টিঞ্চার ফেরিমিউরিয়েটিক | ... | ৩০ বিন্দু। |
| টীঞ্চার কলম্বা ... | ... | ৩ ঔন্স। |

একত্র মিশ্রিত করণান্তর ৩ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ দিবসে ৩ বার মাত্র সেব্য। যদ্যপি রোগীর ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ট-বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে "ভাইনম্ পেপসিন্ ১ ড্রাম ও টীঞ্চার নক্স-ভমিকা ৫ বিন্দু" ইহার সহিত যোগ করিয়া দিবে।

যদ্যপি কোন উপদংশগ্রস্ত রোগীর এই পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| আইওডাইড অফ পটাস্ | | ... | ২৪ গ্রেণ। |
| লাইকার পটাস্ | ... | ... | ২ বিন্দু। |
| টীঞ্চার নক্সভমিকা | ... | ... | ৪০ বিন্দু। |
| শীতল জল | ... | ... | ৮ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ৩ বার হিসাবে এই ঔষধ পান করাইবে। ঔষধ সেবনান্তে যাহাতে রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, এরূপ চেষ্টা করা উচিত।

বাহ্য প্রয়োগ জন্য একষ্ট্রাক্ট অফ বেলেডোনা গ্লিসারিন অথবা লিনি-মেণ্ট একোনাইট, ক্লোরফরম অহিফেন ইত্যাদি মালিসার্থ ব্যবহার।

করা যাইতে পারে। ক্লোরফরমের আঘ্রাণেও অনেক সময় ফিক বেদনার বিশেষ উপকার হয়।

---

## মস্তক ঘূর্ণন।

এই রোগে পীড়িত ব্যক্তির দেহ ও সমুদায় দৃশ্যবস্তু ঘুরিতেছে এরূপ বোধ করে। রোগী যদ্যপি স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে আক্রমণ অনুভব করিতে পারে না; উঠিলে কিম্বা দাঁড়াইলে দেহ দুলিতে থাকে। অপর্য্যাপ্ত মদ্যপান, তামাকের ধুমপান, মানসিক চিন্তা, লাম্পট্য, মুত্রপিণ্ড এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ইহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ বিরেচক ঔষধ দ্বারা রোগীর অন্ত্র পরিষ্কার রাখা উচিত। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য জন্য পীড়া হইলে, কর্ণের পশ্চাৎ ভাগে ক্যান্থারাইডিস ব্লিষ্টার দিবে। দৌর্ব্বল্যজনিত পীড়া হইলে রোগর ও বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

| | | |
|---|---|---|
| কডলিভর অয়েল | ... ... | ৩ ড্রাম। |
| টীঞ্চার কার্ডমম কম্পাউণ্ড | .. | ৩ ড্রাম। |
| টীঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড | ... | ৩ ড্রাম। |
| লাইকার পটাস্ | ... ... | ১ ড্রাম। |
| ইন্‌ফিউজন্ কলম্বা | ... ... | ৬॥০ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ ৩ বার হিসাবে সেবন করাইবে।

ইহার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ পরবর্ত্তী ঔষধটীও প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করেন।

| | | |
|---|---|---|
| সল্‌ফেট অফ কুইনাইন | ... ... | ১৮ গ্রেণ। |
| অ্যাসিড নাইট্রো মিউরিয়েটীক ডিল | ... | ৩০ বিন্দু। |
| কর্ডলিভর অয়েল | ... ... | ২ ড্রাম। |
| টীঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড | ... | ২ ড্রাম। |
| ইন্‌ফিউজন্‌ কলম্বা | ... ... | ৭॥০ ঔন্স। |

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করণান্তর ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ প্রত্যহ ৩ বার হিসাবে সেবন করিতে দিবে।

---

## প্লীহা।

সচরাচর স্বল্প বিরাম জ্বরের সহিত প্লীহার বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। রোগী সে সময়ে প্রায় বেদনা অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু অনেক স্থলেই প্লীহাস্থান ভার ও স্ফীত বোধ হয়। এই পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বল, রক্ত বিহীন মল কৃষ্ণবর্ণ ও মূত্র বিবর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

প্লীহা, জন্মিলে শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, কেননা প্লীহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়া রোগীকে জীর্ণ করিয়া ফেলে এবং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পাতিত করে।

| | | |
|---|---|---|
| সল্‌ফেট অফ আয়রণ | ... ... | ৯ গ্রেণ। |
| সল্‌ফেট অফ কুইনাইন | ... ... | ১২ গ্রেণ। |
| সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া | ... ... | ১ ঔন্স। |
| ডাঃ সলফিউরিক অ্যাসিড | ... ... | ২০ বিন্দু। |
| টীঞ্চার জিঞ্জার | ... ... | ১ ড্রাম। |
| শীতল জল | ... ... | ৬ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৩ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ প্রত্যহ ৩ বার হিসাবে পান করিতে দিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সল্ফেট অফ কুইনাইন | ... | ... | ২৪ গ্রেণ। |
| ডাঃ সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড | ... | ... | ১ ড্রাম। |
| মিউরেট অফ অ্যামোনিয়া | ... | ... | ৮০ গ্রেণ। |
| টীঞ্চার কোয়াসিয়া | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| লাইকার ষ্ট্রীক্‌নিয়া | ... | ... | ১২ বিন্দু। |
| সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া | ... | ... | ১ ঔন্স। |
| ফেরি সল্‌ফ | ... | ... | ২৪ গ্রেণ। |
| কার্ব্বলিক অ্যাসিড | ... | ... | ৬ বিন্দু। |
| পরিষ্কার জল | ... | ... | ১১ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত হইলে ১২ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যহ তিন বার হিসাবে এক এক দাগ ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগীর উদরাময় থাকিলে 'সলফেট অফ ম্যাগ্নিসিয়া' আদৌ দিবে না। বিজ্বর অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করাইবে। যদ্যপি কোন প্লীহা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মল পরিষ্কার করাইবার আবশ্যক হয়, তাহাহইলে ক্যালামেল দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করান এককালে নিষিদ্ধ।

---

## আইওডাইন অয়েন্টমেন্ট।

প্লীহার উপর মালিস করিবার জন্য নিম্নলিখিত অয়েন্টমেন্ট প্রস্তুত করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| আইওডিন | ... | ... | ১৬ গ্রেণ। |
| আইওডাইড অব পটাস | ... | ... | ১৬ গ্রেণ। |
| প্রুফ স্পিরিট | ... | ... | ৪০ বিন্দু। |
| প্রিপেয়ার্ড লার্ড | ... | ... | ১ ঔন্স। |

আইওডাইড অব পটাস এবং আইওডিন, এই উভয় দ্রব্য প্রুফ স্পিরিটে দ্রব করিয়া পশ্চাৎ প্রিপেয়ার্ড লার্ড উহার সহিত মাড়িয়া মলমের ন্যায় করিবে। এই ঔষধ প্লীহাস্থানে মালিস করিতে হয়।

---

## লিবার ( যকৃৎ )।

দক্ষিণ পঞ্জরাস্থির ভিতর যকৃতের অবস্থিতির স্থান। অপরিমিত সুরাপান, রাত্রি জাগরণ, অধিক দিন জরভোগ ইত্যাদি কারণে যকৃৎ বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। সেই সময়ে যকৃৎ স্থান হস্তদ্বারা টীপিলে রোগী বেদনা অনুভব করে। এই সময়ে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, মল কর্দ্দমাকার, জিহ্বা অপরিষ্কার, ত্বক ও চক্ষু হরিদ্রাভ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

এ অবস্থায় যাহাতে রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, এরূপ চেষ্টা করিবে। বেদনা বৃদ্ধি ও তৎসহ জর থাকিলে যকৃতের উপর টীঙ্কার আইওডিন, লিনিমেণ্ট আইওডিন, আইওডিন অয়েণ্টমেণ্ট, অথবা অবস্থা বুঝিয়া ব্লিষ্টার দিবার ব্যবস্থা করিবে।

| | | |
|---|---|---|
| ডাঃ নাইট্রো-মিউরিয়েটীক অ্যাসিড | ... | ৩০ বিন্দু। |
| ভাইনম্ ইপিক্যাক | ... ... | ৩০ বিন্দু। |
| টিঙ্কার কোয়াসিয়া | ... ... | ৩ ড্রাম। |
| মিউরেট অব অ্যামোনিয়া | ... | ৩০ বিন্দু। |
| পরিষ্কার জল | ... ... | ৫ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রতিদিন ৪ বার ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় নিম্নলিখিত ঔষধের একটী বটিকা প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করাইয়া দিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইউনোমিন | ... | ... | ১ গ্রেণ। |
| পলভ স্ক্যামনি | ... | ... | ১ গ্রেণ। |
| কলোসিন্থ একষ্ট্রাক্ট | ... | ... | ১ গ্রেণ। |
| পলভ ইপিকাক | ... | ... | সিকি গ্রেণ। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করিয়া একটী বটিকা প্রস্তুত করিবে; পশ্চাৎ শয়ন করিবার সময় মুখে জল দিয়া সেব্য।

বালকদিগের এ রোগ উপস্থিত হইলে প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এরূপ রোগী বিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করাই উচিত।

## অজীর্ণরোগ।

গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, রাত্রি জাগরণ, গুরুতর পরিশ্রম, অনিয়মিত সময়ে অতিরিক্ত ভোজন বা অচর্ব্বিত দ্রব্য ভোজন, মদ্যপান ইত্যাদি কারণে এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে ক্ষুধামান্দ্য, বুক জ্বালা, উদরস্ফীতি, বমনোদ্বেগ, মাথাধরা ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ডাঃ নাইট্রো-মিউরিয়েটিক অ্যাসিড | ... | | ৩০ বিন্দু। |
| টীঙ্কার নক্সভমিকা | ... | ... | ৩০ বিন্দু। |
| টীঙ্কার জিঞ্জার | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| পরিষ্কার জল | ... | ... | ৬ আউন্স। |

এই সমস্ত বস্তু একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ দাগ করিবে; পশ্চাৎ দিবসে ৩ বারে ৩ দাগ সেবন করিবে।

---

## উদরাময়।

গুরুপাক এবং অপরিমিত কুভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন, দূষিত জলপান,

মানসিক চঞ্চলতা, দৌর্ব্বল্যাবস্থায় অতিরিক্ত ভোজন প্রভৃতি উদরাময়ের প্রধান কারণ। ইহাতে পেট কামড়ানি, জলবৎ ভেদ, উদর-স্ফীত ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই উদরাময় ওলাউঠা, জরাতিসার, ক্ষয়কাস প্রভৃতি বহুবিধ রোগ পরিণামে উপস্থিত করে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| একষ্ট্রাক্ট বেল লিকুইড | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| বিসমথ নাইট্রাস | ... | ... | ৪০ বিন্দু। |
| টীঞ্চার কাইনো | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| পরিস্কার জল | ... | ... | ৭ ঔন্স। |

এই সমস্ত বস্তু একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। পেটের কামড়ানি থাকিলে জলের পরিবর্ত্তে পিপারমেন্টের জল ব্যবস্থা করিবে। ইহার সহিত জর থাকিলে ৪ ড্রাম পরিমাণে নাইট্রিক ইথার যোগ করিয়া দিবে। রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় '১০ গ্রেণ পরিমাণে ডোভার্স পাউডার' ব্যবস্থা করিবে।

---

## ক্রিমি।

অধিক মিষ্টবস্তু ভোজন, অধিক মাংসাহার, দূষিত জলপান, ভুক্ত-বস্তু জীর্ণ হইতে না হইতে পুনরায় ভোজন ইত্যাদি কারণে ক্রিমি জন্মে।

ক্রিমিরোগ উপস্থিত হইলে সচরাচর এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। যথা—মুখে জলউঠা, অসহ পেট কামড়ানি, বমনোদ্রেক, নাসিকার অগ্রভাগ চুলকান, নিদ্রাবস্থায় দন্ত কড়মড় করা, মলদ্বার চুলকান, পেটের যন্ত্রণায় মূর্চ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বালকদিগের ক্রিমি উপস্থিত হইলে বনুবন্ ব্যবস্থা করিবে। পূর্ণ-বয়স্কের জন্য 'অর্দ্ধ গ্রেণ পরিমাণে স্যান্টনাইন' চিনি অথবা সোডার

সহিত ( রাত্রে শয়ন করিবার সময় ) সেবন করাইবে ; পশ্চাৎ প্রাতঃ-কালে ক্যাষ্টরয়েলের জোলাপ প্রদান করিলে সমস্ত ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়। যদ্যপি এমত বিবেচনা হয় যে, সমস্ত ক্রিমি নির্গত হয় নাই, তাহাহইলে তৎপর দিবসও ঐরূপ করিবে। স্যাণ্টনাইনের ন্যায় ক্রিমি নাশক ঔষধ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখিতেছি, যে পীড়ার আধিক্যবশতঃ যেন ইহা অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ না হয়।

যে কোন রোগের সহিত হউক না কেন, তাহাতে ক্রিমি যোগ থাকিলে সহজে সেই পীড়া আরোগ্য হইতে দেয় না। বিশেষতঃ উগ্রবীর্য্য ঔষধ প্রদত্ত হইলে পীড়ার আধিক্য দেখায় এবং ঔষধ উদরস্থ হইবামাত্র বমন করাইয়া দেয়। এরূপ অবস্থায় ক্রিমিরোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অগ্রে ক্রিমিকুল ধ্বংশ করাই উচিত, কেননা ক্রিমিকুল বিষম অনর্থ ঘটাইতে পারে। সময়ে সময়ে ইহাদ্বারা রোগীর প্রাণনষ্টও হইয়া থাকে। সুতরাং অবস্থা বিবেচনায় যে রোগের যে ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, তাহার সহিত ক্রিমিদমনার্থ ঔষধও প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে ক্রিমি এরূপ চাপাভাবে আপনার কার্য্য করে যে, চিকিৎসক সহজে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হন না।

কিতার ন্যায় ক্রিমি হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

| | | |
|---|---|---|
| পালভারিস্ ক্যামেলা | ... | ... ২ ড্রাম। |
| সিরাপ অরেন্সিয়াই | ... | ... ১ ড্রাম ১৫ বিন্দু। |
| মিউসিল্যাজিনিস ট্রাগাকাহ | | ... ১।৹ ঔন্স। |
| পরিস্কার জল | ... | ... ২ ঔন্স। |

এই সকল ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যুষে এককালে সেবন করাইয়া দিবে ; পশ্চাৎ ছয় ঘণ্টা গত হইলে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া মলত্যাগ করাইবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ওলিয়াই রাইসিনাই | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| ওলিয়াই টেরিবিস্থিনি | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| মিউসিল্যাজিনিস্ ট্রাগাকান্থ | | ... | ৪ ড্রাম। |
| সিরাপ জিঞ্জিবেরিস্ | ... | ... | ১৫ বিন্দু। |
| পরিষ্কার জল | ... | ... | ৪ ড্রাম। |

এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যূষে এককালে সেবন করাইয়া দিবে। পশ্চাৎ ৬ ঘণ্টা গত হইলে বিরেচক ঔষধ দ্বারা মল পরিষ্কার করাইবে।

---

## মৃগীরোগ।

পূর্ব্বে অতিরিক্ত মদ্যপান, হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস, ক্রিমি-রোগ, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ, মস্তকে কোন প্রকার আঘাত লাগা ইত্যাদি কারণে এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের রজো-বৈলক্ষণ্য, স্বাস্থ্যভঙ্গ, অতিরিক্ত সহবাস, ভয়, শোক, দুঃখ এবং শিশু-দিগের দন্তোদ্গম, মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি কারণে এই পীড়া জন্মায়। পিতা মাতার এ রোগ থাকিলে সন্তানাদিতেও বর্ত্তে।

শিরঃপীড়া, দর্শন-শক্তির অভাব, অনিদ্রা, চিত্তচাঞ্চল্য, মস্তকঘূর্ণন, বমনোদ্বেগ, অলীক মূর্ত্তিদর্শন, দুর্গন্ধানুভব, কর্ণে শব্দবোধ, তিক্ত স্বাদ সন্ধিস্থান শীতল বোধ ইত্যাদি পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ। কখন বা হস্ত-পদাদির কোন কোন স্থান হইতে শীতানুভব বা এক প্রকার বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে দেহের ঊর্দ্ধভাগে উঠিতে থাকে এবং সেই বেদনা মস্তকে উঠিলে রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই পীড়া উপস্থিত হইবামাত্র রোগী ভয়ানক চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। দন্ত কড়মড় এবং জিহ্বা বহির্গত করিয়া দন্তদ্বারা জিহ্বা ক্ষত বিক্ষত করে। রোগী ১০।১৫ মিনিট হইতে ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অচেতনাবস্থায় থাকিয়া

গভীর নিদ্রাভিভূত হয়। চৈতন্য হইলে শিরঃপীড়া অনুভব করে এবং আক্রমণের বিষয় তাহার কিছুমাত্র স্মরণ থাকে না।

এই অবস্থায় যাহাতে রোগী আপনার দেহে কোনরূপ আঘাত না পায়, এবং গলদেশের রক্তবাহী শিরা প্রপীড়িত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। যাহাতে রোগী জিহ্বা দংশন করিতে না পারে, তজ্জন্য দন্তে দাঁতন কাষ্ঠের ন্যায় কাষ্ঠ, কার্ক বা রবার দিবে। বক্ষে ও মুখে শীতল জলের ঝাপটা দিবে ও রোগীকে গরম জলের টবে বসাইবে। মস্তকে শীতল জল সিঞ্চন করিলে বিশেষ উপকার হয়। মূর্চ্ছা-ভঙ্গের পর কোমল শয্যায় শয়ন করাইয়া যাহাতে রোগীর সুনিদ্রা হয়, এরূপ উপায় অবলম্বন করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ক্যাষ্টরয়েল, ক্যালমেল, রুবার্ব্ব পিল, কলোসিন্থ কম্পাউণ্ড প্রভৃতির কোন একটী বিরেচক ঔষধ দ্বারা দাস্ত পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিবে। ক্রিমির সন্দেহ থাকিলে স্যাণ্টনাইন ব্যবস্থা করিবে। স্ত্রীলোকদিগের রজোরুদ্ধ কারণে হইলে রজোনিঃসারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| পটাস্ ব্রোমাইড | ... | ... | ১ ড্রাম। |
| ক্লোরিক ইথার | ... | ... | ১০ বিন্দু। |
| টিঞ্চার সিন্‌কোনা | ... | ... | ১ ড্রাম। |
| পরিস্কার জল | ... | ... | ৪ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ সেবন করাইবে।

অনেকে নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থাও প্রদান করিয়া থাকেন। যথা—

| | | | |
|---|---|---|---|
| অ্যামোনিয়া ব্রোমাইড | ... | ... | ॥• ড্রাম। |
| পটাস্ ব্রোমাইড | ... | ... | ১ ড্রাম। |
| পটাস্ আইওডাইড | ... | ... | ১ ড্রাম। |
| ইন্‌ফিউজন কলম্বো | ... | ... | ৬ ঔন্স। |

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক ড্রাম পরিমাণ অল্প জলের সহিত আহারের পূর্ব্বে দিবসে ৩ বার এবং নিদ্রার পূর্ব্বে একেবারে ৩ ড্রাম পরিমাণে সেবন করাইবে।

আমেরিকার অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক অক্সাইড অফ জিঙ্ক, নামক ঔষধকে মৃগীরোগের মহৌষধ বলেন।

অক্সাইড অফ জিঙ্ক ... ... ২০ গ্রেণ।

একষ্ট্রাক্ট অফ এষ্টিমিডিস্ ... ... ৪০ গ্রেণ।

এই উভয় দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটিকা প্রস্তুত করিবে, পরে প্রতি দিবস ২টী বটীকা সেবন করিবে।

শিশুদিগের দন্তোদ্গমজনিত পীড়া উপস্থিত হইলে, অস্ত্রদ্বারা দন্তমাড়ি এরূপ চিরিয়া দিবে, যাহাতে দন্ত নির্গত হয়।

---

## ধনুষ্টঙ্কার।

সচরাচর এই পীড়া দুই প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শৈত্যবশতঃ এবং আঘাত জনিত। শৈত্য লাগিয়া যে পীড়া হয়, তাহাকে ইডিওপ্যাথি ও আঘাতজনিত হইলে তাহাকে ট্রমেটিক ধনুষ্টঙ্কার কহে। আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কারে প্রায়ই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এই পীড়া হইবার পূর্ব্বে কোন প্রকার লক্ষণ অনুভব হয় না।

আঘাতজনিত পীড়া উপস্থিত হইলে আহত স্থানে অত্যন্ত বেদন হয় এবং গলদেশ কঠিন হওয়ায় রোগী মস্তক সঞ্চালনে অসমর্থ হয়। ক্রমে দন্তে দন্ত সংস্পৃষ্ট হয়, সাধারণতঃ যাহাকে দাঁতিলাগা কহে। এরূপ অবস্থায় মুখমধ্যে কোন দ্রব্য প্রবেশ করান যায় না। উদরে সন্তানের পরিবর্ত্তন, শৈত্য, আর্দ্রতা, আঘাত, অপরিমিত ক্রীকৃমি য়া

সেবন, স্বাভাবিক স্ত্রীসহবাসের অভাব বা অল্পতা ইত্যাদি এ রোগের কারণ বলিয়া গণ্য। সদ্যজাত শিশুদিগেরও এই পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে, সাধারণ লোকে যাহাকে পেঁচো-পাওয়া বলে।

এই রোগে চতুর্থ দিবস হইতে অষ্টম দিবসের মধ্যে রোগী প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইহাতে রোগীর অন্ত্র মলে পূর্ণ থাকিলে অগ্রে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা মল পরিষ্কার করাইবে। নিম্নে বিরেচক ঔষধ প্রদত্ত হইল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক্যালমেল | ... | ... | ৫ গ্রেণ। |
| অয়েল ক্রোটন | ... | ... | ৷৷৹ বিন্দু। |
| সোডা বাইকার্ব্ব | ... | ... | ১০ গ্রেণ। |

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এককালে সেবন করাইবে। অনেক সময় নানারূপ প্রতিকারেও এই রোগের কোন উপকার দেখা যায় না। আবার কখন বা সামান্য প্রতিকারেই রোগের বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। ক্লোরডাইনের আঘ্রাণে এই রোগের আক্ষেপের হ্রাস হইয়া থাকে, কিন্তু উহা নাড়ীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবহার করা উচিত। ইহা অল্পক্ষণ ব্যবহারে তাদৃশ ফল পাওয়া যায় না।

বাহ্যপ্রয়োগ জন্য গরম জলের টপে বসান, পৃষ্ঠদেশ এবং মেরুদণ্ডের উপর 'এক্‌ট্রাক্ট বেলেডোনা ও গ্লিসারিণ' একত্রে মিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

---

## সংন্যাস রোগ।

অপরিমিত গাঁজা, গুলি, চরসাদির ধূমপান; অপরিমিত মদ্যপান, অহিফেন সেবন, লাম্পট্য, অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক

পরিশ্রম, বেগে মলত্যাগ, স্ত্রীলোকদিগের রজোবন্ধ, ইত্যাদি কারণে এই পীড়া জন্মায়। পিতা মাতার এই রোগ থাকিলে সন্তানাদিতেও বর্ত্তে। অধিকাংশ স্থলে বৃদ্ধ, স্থূলোদর ও খর্ব্ব গ্রীবাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এই পীড়া দৃষ্ট হয়।

অনেক সময়ে এই পীড়ার কোন পূর্ব্ব লক্ষণ ব্যতিত রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে, কখন বা শিরঃপীড়া, বমন, শরীরের এক পার্শ্ব অসাড় ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগ প্রকাশ পায়; এইরূপ সংন্যাস রোগ চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না। অনেক সময়ে এই পীড়ায় পক্ষাঘাত হয় এবং রোগী অজ্ঞান ও বাক্‌শক্তি রহিত হয়। এই পীড়ায় কখন কখন অজ্ঞানতা না হইয়া কেবল মাত্র পক্ষাঘাত উপস্থিত হইয়া থাকে। কখন বা রোগ ক্রমশঃ আরামও হইতে পারে। পীড়া প্রকাশ পাইলে, সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা, প্রথমতঃ নাড়ী মন্দগতি এবং পরে স্থূল ও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী; নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ কালে পঞ্জরের স্ফীতত্তা ও ফুৎকারের শব্দ, চক্ষুকণীনিকা ও কাল শিরা প্রসারিত, গলাধঃকরণে অপারকতা, অনিচ্ছাপূর্ব্বক মল মূত্রত্যাগ, কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ; মূত্রাশয়ে পক্ষাঘাত প্রযুক্ত মূত্রাবরোধ বা অল্প অল্প মূত্র নিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই পীড়ার পূর্ব্বাক্রমণ বুঝিতে পারিলে অতিরিক্ত পরিশ্রম, স্ত্রীসহবাস, মদ্যপান, মস্তক নত করিয়া কোনরূপ কার্য্য করা, অতিরিক্ত বা অনিয়মিত ভোজন ইত্যাদি এককালে ত্যাগ করিবে।

নিম্নলিখিত বিরেচক ঔষধ সেবন দ্বারা মলত্যাগ করাইবে। যথা,—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ম্যাগ্নিসিয়া সল্‌ফ | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| টিঞ্চার জ্যালাপ | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| ম্যানা | ... ... | ... | ১ ড্রাম। |
| একোয়া মেন্থ পিপরিটা... | | ... | ১ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া এককালে সেবন করাইয়া দিবে।

এই ঔষধ যদ্যপি রোগী গলাধঃকরণ করিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ জিহ্বায় লাগাইয়া দিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| অয়েল অফ ক্রোটন | ... | ... | ১ বিন্দু। |
| ক্যালোমেল | ... | ... | ৩, গ্রেণ। |

এই ঔষধ দ্বারা উদরস্থ হইলে দাস্ত হইতে পারে। এ অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ পিচকারীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক্যাষ্টরয়েল | ... | ... | ৮ ঔন্স। |
| অয়েল অফ টার্পেণ্টাইন | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| টিঞ্চার অ্যাসাফেটিডা | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| সাবানের জল | ... | ... | ১৬ ঔন্স। |

এই রোগে প্রত্যহ শীতল জলে স্নান, নিয়মিত সময়ে আহার ও নিদ্রা যাওয়া এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য। মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে বরফ প্রদান এবং হস্ত পদাদিতে সর্ষপের প্লাষ্টার দিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। মূত্রাবরোধ উপস্থিত হইলে ক্যাথিটার ব্যবহার করিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে মাংসের যুস বা দুগ্ধ পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। রোগী আহারীয় দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে না পারিলে মলদ্বারে পিচকারিদ্বারা আহার করান উচিত।

---

## সর্দ্দিগর্ম্মি।

শারীরিক দৌর্ব্বল্য স্বত্বে মস্তক ঘুর্ণন, চক্ষু আরক্ত, প্রস্রাবেচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণের পর মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

পীড়া প্রকাশ হইবামাত্র মস্তকের, পৃষ্ঠদেশে ও মেরুদণ্ডের উপর

শীতল জল অথবা বরফ দিবে। মস্তকে অনবরত বাতাস এবং হৃৎপিণ্ডের উপর মাষ্টার্ডের প্লাষ্টার প্রদান করিবে।

---

## বাগী।

উপদংশ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগ হইতে এবং গমনাগমন কালে পদস্খলন জন্যও উচ্চস্থান হইতে পতন জন্য এই রোগ উপস্থিত হইতে পারে।

বাগীর স্থানে বেদনা বোধ হইলে প্রথমতঃ তাহাকে বসাইবার চেষ্টা করা উচিত। বাগী যদ্যপি অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং তাহা লালবর্ণ হইয়া অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে না বসাইয়া, মসিনার পুলটিস প্রদান পূর্ব্বক পাকাইয়া ফেলিবে এবং উপযুক্ত অস্ত্রচিকিৎসক দ্বারা অস্ত্র করাইবে।

অনেকে বাগী বসাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন, আমরা কিন্তু এ যুক্তি উত্তম বিবেচনা করি না, কেননা ভবিষ্যতে ইহার দ্বারা শরীরের ভয়ানক অপকার হয়। সুতরাং বাগী না বসাইয়া পাকাইয়া ফেলাই উচিত।

অস্ত্র চিকিৎসার পর ২।৩ দিন গত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| কার্ব্বলিক অ্যাসিড | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| জল | ... | ... ... | ২৪ আউন্স। |

এই উভয় দ্রব্যকে একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ধৌত করিবে। ইহাকে কার্ব্বলিক লোশন কহে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রধান অস্ত্রচিকিৎসক ডাঃ ও, সি, রে সাহেব ইহার পরিবর্ত্তে এক নূতন মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে নিম্নলিখিত লোশন দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া 'বোরাসিক অ্যাসিড মলম' লিন্ট

কাপড়ে লাগাইয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করতঃ উত্তমরূপে ড্রেস (বন্ধন) করিলে বিশেষ উপকার হয়।

বাইক্লোরাইড অফ মার্কারি বা রসকর্পূরকে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অল্পে অল্পে জল দিয়া দ্রব করিবে। ইহা প্রস্তুত করিবার সময় বিশেষ সাবধানের সহিত প্রস্তুত করিবে, কেননা ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত।

সাধারণ মতে ক্ষতস্থান ধৌত করণান্তর নিম্নলিখিত ঔষধ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| কার্ব্বলিক অ্যাসিড | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| সুইট অয়েল | ... | ... | ৮ ড্রাম। |

এই উভয় দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করতঃ লিণ্ট কাপড়ে লাগাইয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করতঃ উত্তমরূপে বন্ধন করিবে।

---

## সিফিলিস (গর্ম্মি)।

উপদংশ প্রকাশ পাইলে ৪।৫ দিবসের মধ্যে কষ্টিক বাতিদ্বারা ক্ষতস্থান পোড়াইয়া উপদংশিক বিষ নষ্ট করিবে। অনেকের মতে 'নাইট্রিক অ্যাসিড' দ্বারাও ক্ষতস্থান পোড়াইয়া ফেলা যায়। পশ্চাৎ ব্ল্যাকওয়াস, কার্ব্বলিক অয়েল, বোরাসিক অয়েণ্টমেণ্ট, মার্কারি অয়েণ্টমেণ্ট ইত্যাদির কোন একটী ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

উপরোক্ত ঔষধ প্রদানাপেক্ষা 'আইডোফরম্ ১ ড্রাম ও ভেসিলিন ১ ঔন্স' একত্রে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতমুখে লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। তদ্ব্যতিত ক্ষতমুখে আইডোফরমের গুঁড়া নিক্ষেপ করিলেও উপদংশ ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। যদ্যপি ক্ষতমুখ হইতে রস নির্গত হইয়া আইডোফরম ভাসিয়া বা উঠিয়া যায়, তাহা হইলে যতক্ষণ না ক্ষতমুখে আইডোফরম্ কামড়াইয়া ধরে, ততক্ষণ উহা পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে।

উপরোক্ত সকল ঔষধাপেক্ষা আইডোষরম্ দ্বারা আরোগ্য হওয়াই কর্ত্তব্য, কেননা এ ঔষধে পারদ অথবা কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্যের সংশ্রব নাই। উপদংশ আরোগ্য হইলে, পশ্চাৎ রক্ত পরিষ্কারার্থে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করা উচিত; কেননা ভবিষ্যতে গাত্রে কদাকার কণ্ডু বহির্গত হইতে পারে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সাসাফ্রাস | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| মেজেরিন বাক | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| জ্যামেকা সাল্‌সা-রুট | ... | ... | ৫ ঔন্স। |
| গোয়েকম্ | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| লিকারিস্ | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| উষ্ণজল | ... | ... | ৬৪ ঔন্স। |

এই সকল দ্রব্য একত্রে কুটিয়া উক্ত ৬৪ ঔন্স উষ্ণজলে এক ঘন্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবে; পশ্চাৎ ১৫ মিনিট কাল অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ৪০ ঔন্স থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং ২ ড্রাম আইওডাইড অফ পটাস্ ইহার সহিত যোগ করিবে।

পূর্ণবয়স্ক লোকে ১ ঔন্স হিসাবে প্রত্যহ ৩ বার সেবন করিবে। ইহা দ্বারা শরীর পুষ্টি, কান্তিবৃদ্ধি ও রক্ত পরিষ্কার হইয়া রোগী উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করে।

---

## ব্যাকওয়াস্।

নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া লিণ্ট বা তুলা ক্ষতস্থানে স্থাপন করিবে; লিণ্ট বা তুলা শুষ্ক হইলে পুনরায় এই ঔষধ দ্বারা উহা ভিজাইয়া দিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক্যালামেল | ... | ... | ২৪ গ্রেণ। |
| চুনের জল | ... | ... | ৮ ঔন্স। |

---

## ডিপ্‌সোমেনিয়া অর্থাৎ মদ্যপান জনিত পীড়া।

অতিরিক্ত পরিমাণে বহু দিবসাবধি মদ্যপান করিয়া এককালে পরিত্যাগ করিলে এই পীড়া হইয়া থাকে। ইহাতে ক্ষুধামান্দ্য, অতিসার, বমন, অনিদ্রা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ক্ষুধামান্দ্য হইলে আহারের পর ২ গ্রেণ পরিমাণে পেপ্‌সিন্ পোর-সাই' সেবন করাইবে। অতিসার হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বিস্‌মথ নাইট্রাস্ | ... | ... | ৪০ গ্রেণ। |
| টিঞ্চার কার্ডেমম | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| টিঞ্চার ওপিয়ম | ... | ... | ২৪ বিন্দু। |
| ভাইনম্ পেপ্‌সিন্ | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| অ্যাকোয়া এনিসি | ... | ... | ৮ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ৮ দাগ করিবে, পশ্চাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

দৌর্ব্বল্য নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| কুইনাইন সল্‌ফ | ... | ... | ১২ গ্রেণ। |
| অ্যাসিড নাইট্রো মিউরিয়েটিক ডিল | | | ২ ড্রাম। |
| টিঞ্চার কোয়াসিয়া | ... | ... | ৬ ড্রাম। |
| শীতল জল | ... | ... | ৫ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৬ দাগ করিবে; পশ্চাৎ দিবসে ৩ বার সেবন করাইবে। বমন হইলে 'লাইকার আর্সেনিক ২ বিন্দু' আহারের পূর্ব্বে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে বমনোদ্রেক বা বমন, মদ্যপানেচ্ছা নিবারিত হয়। মদ্যপান জন্য কষ্ট হইলে, পুস্তকাধ্যয়ন, বন্ধু সহবাস, মস্তকে শীতল জল ইত্যাদি প্রদান করিবে।

## মদ্যপান জন্য সকম্প প্রলাপ।

ইহাতে ক্ষুধামান্দ্য, প্রলাপ ভয় দর্শন, অস্থিরতা, দক্ষিণ পঞ্জরাস্থির নিম্নে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

এই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির মস্তকে শীতল জল দিবে এবং শীতল জলে স্নান করাইবে। রোগী যেরূপ মদ্যপান করিত, তাহাকে সেইরূপ মদ্য অতি অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মৃদুবিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। লঘু এবং বলকারক, এরূপ পথ্য ব্যবস্থা করা উচিত। অনিদ্রাজনিত নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| লাইকার মর্ফিয়া | ... | ... | অর্দ্ধ ড্রাম। |
| পটাস্ ব্রোমাইড | ... | ... | ২০ গ্রেণ। |
| শীতল জল | ... | ... | ৩ ঔন্স। |

ইহা একত্র মিশ্রিত করিয়া এককালে পান করাইবে। ইহাতেও যদ্যপি নিদ্রা না হয়, তাহা হইলে ২ ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার আর এক মাত্রা প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে।

## চিত্তবিকার।

এই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই মনে করে যে তাহার কোনরূপ পীড়া হইয়াছে; কিন্তু অনেক সময়ে রোগীর কোনরূপ পীড়া দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাতে রোগী সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত হয়। যদ্যপি কোনরূপ সামান্য পীড়াও হইয়া থাকে, তবে তাহা আরোগ্য হইয়াছে, এরূপ বোধ করে না এবং চিকিৎসা করাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়।

এরূপ অবস্থায় রোগীর মনের বিকার দূর করিবার জন্য কেবল বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দাস্ত পরিষ্কার করাইবে এবং রোগীকে সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত রাখিবে।

## মূর্চ্ছা।

অতিরিক্ত দুর্ব্বল, অতিরিক্ত রক্তপ্রস্রাব, উদরী, মূত্রাশয়ে সঞ্চিত প্রস্রাব থাকিলে উহা এককালে নির্গত হওয়া, উত্তপ্ত শরীরে শীতল জলপান, অনাহারের পর অতিরিক্ত ভোজন ইত্যাদি কারণে এই পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে মস্তক ঘূর্ণিত এবং নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হয়।

এইরূপ পীড়াগ্রস্ত রোগীর মুখে শীতল জল এবং স্মেলিং সল্টের আঘ্রাণ দিলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইতে পারে। ফ্ল্যানেল গরম করিয়া ফোমেণ্ট করিবে এবং বলকারক পথ্য দিবে। দৌর্ব্বল্য নিবারণ জন্য নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| অ্যামোনিয়া কার্ব্ব | ... | ... | ৩০ গ্রেণ। |
| ভাইনম্ গ্যালেসাই | ... | ... | ৬ ড্রাম। |
| শীতল জল | ... | ... | ৬ ঔন্স। |

এই সমস্ত একত্র করিয়া ৬ ভাগে বিভক্ত করিবে; পশ্চাৎ রোগীর অবস্থানুসারে দিবসে ২ বার কি ৩ বার সেবন করাইবে।

---

## শোথ।

এই রোগে ঘর্ম্মকারক ও মূত্রকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। অনেকে নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

| | | | |
|---|---|---|---|
| পটাস্ নাইট্রাস্ | ... | ... | ৪০ গ্রেণ। |
| স্পিরিট ইথার নাইট্রিক | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাসিটেটিস | ... | | ২ ঔন্স। |
| টিঞ্চার ডিজিটেলিস্ | ... | ... | ৪০ বিন্দু। |
| ডিকক্সন স্কোপেরাই | ... | ... | ৮ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ দিবসে ৪ বার ব্যবস্থা করিবে। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। রোগী জলপান না করিয়া থাকিতে পারিলে সুলক্ষণ জানিবে।

---

## ক্ষয়কাস।

পীড়ার প্রথমাবস্থায় কফনিঃসারক এবং বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে; যথা—

| | | | |
|---|---|---|---|
| টীঞ্চার সিনেগা | ... | ... | ৪ ড্রাম। |
| টিঞ্চার সিলি | ... | ... | ৮০ বিন্দু। |
| টিঞ্চার হাইওসায়েমস্ | ... | ... | ৪০ বিন্দু। |
| ভাইনম্ ইপিকাক্ | .. | ... | ৪০ বিন্দু। |
| অ্যামোনিয়া কার্ব্ব | ... | ... | ২৮ গ্রেণ। |
| স্পিরিট ক্লোরোফরম্ | ... | ... | ৮০ বিন্দু। |
| ইন্‌ফিউজন্ সিনেগা | ... | ... | ৭ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যেক ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবে। বক্ষে বেদনার আধিক্য হইলে, লিনিমেণ্ট ক্রোটান মালিস করিবে। জ্বর প্রবল হইলে, ইন্‌ফিউজন সিনেগার পরিবর্ত্তে ইন্‌ফিউজন্ সার্পেণ্টারি দিবে। জীর্ণকর নির্দ্দোষ অথচ রক্ত বৃদ্ধিকারক, এরূপ পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

---

## হাঁপানি।

রোগীর পাকাশয় আহারীয় দ্রব্যে পূর্ণ থাকিলে, রোগীর বয়ক্রমানুসারে ১০।১৫ বা ২০ গ্রেণ পরিমাণে পল্‌ভ ইপিকাক, অথবা টার্টার

অ্যাসিটীক ১ বা ২ গ্রেণ পরিমাণে সেবন করাইয়া বমন করাইয়া উদর পরিষ্কার করাইবে। অন্ত্র মলে পূর্ণ থাকিলে, ক্যাষ্টরয়েলের জোলাপ প্রদান করতঃ মল পরিষ্কার করান উচিত। নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য রোগীর গৃহের দরজা ও জানালা সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবে। রোগীকে সবল করণার্থ নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| টীঞ্চার বেলেডোনা | ... | ... | ৪০ বিন্দু। |
| পটাস্ আইওডাইড | ... | ... | ১ ড্রাম। |
| স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারোমেটীক | ... | | ২ ড্রাম। |
| শীতল জল | ... | ... | ৭ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করণান্তর ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ ঔষধ সেবন করাইবে।

---

## কাসরোগ।

এই রোগের সহিত প্রবল জ্বর এবং তাহার সহিত সাংঘাতিক উপসর্গ জন্মিলে, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই রোগে যদ্যপি রোগীর অন্ত্র মল পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিরেচনযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| সিরাপ সিলি | ... | ... | ১ ড্রাম। |
| টীঞ্চার হাইওসায়েমস্ | ... | ... | ২০ বিন্দু। |
| স্পিরিট ইথার নাইট্রিক | ... | ... | অর্দ্ধ ড্রাম। |
| ম্যাকেনার রোজ | ... | ... | ১ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া এককালে সেবন করাইবে। এই পরিমাণে যে কয়েক মাত্রা আবশ্যক হয়, প্রস্তুত করিবে। ইহাতে তাদৃশ উপকার না হইলে নিম্নোক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| পটাস্ নাইট্রাস | ... | ... | ১৫ গ্রেণ। |
| ভাইনম্ ইপিকাক | ... | ... | ১০ গ্রেণ। |

ইহা এক মাত্রা; এককালে পান করাইয়া দিবে। বক্ষঃস্থলের বেদনা নিবারণার্থ মাষ্টার্ডের প্লিষ্টার, অথবা তার্পিন তৈলের ষ্টুপ, কিম্বা মসিনার পুলটিস ব্যবহার করিবে। বক্ষে অত্যন্ত বেদনা, কখন বা উহার একেবারে অভাব, পেশীতে তীব্র বেদনা, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস, প্রবল জ্বর, চচ্চটে কফ নির্গম প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মর্ফিয়া | ... | ... | ... | সিকি গ্রেণ। |
| আফিম | ... | ... | ... | ১ গ্রেণ। |
| মিউরেটীক অফ অ্যামোনিয়া | | | ... | ১০ গ্রেণ। |
| কার্ব্বনেট অফ অ্যামোনিয়া | | | ... | ৫ গ্রেণ। |

ইহা একত্রে মর্দ্দন করিয়া বটীকা প্রস্তুত করণান্তর সেবন করাইবে।

---

## ব্রণকাইটিস্।

গাত্রে শীতল বায়ু লাগাইলে, ঘর্ম্মাক্ত দেহ বাতাসে অনাবৃত রাখিলে এবং আর্দ্র বস্ত্র পরিধান ও আর্দ্র শয্যায় শয়ন করিলে, সচরাচর এই পীড়াগ্রস্ত হইতে দেখা যায়।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় পীড়িত শিশুর গৃহের দ্বারাদি সর্ব্বদা বন্ধ রাখা উচিত। গাত্রে ফ্ল্যানেল কিম্বা ক্যামেল লেদারের জামা দিবে। লঘু এবং বলকারক পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। প্রাতঃকালে এবং রাত্রে পৃষ্ঠদেশে নিম্নলিখিত ঔষধ মালিস করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| লিনিমেণ্ট বেলেডোনা | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| লিনিমেণ্ট একোনাইট | ... | ... | ২ ড্রাম। |
| লিনিমেণ্ট ক্যাম্ফর | ... | ... | ১ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করতঃ দশ মিনিট কাল মালিস করিবে। কোন কোন অবস্থায় নিম্নলিখিত মালিসটীতে বিশেষ উপকার হয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| লিনিমেণ্ট বেলেডোনা | ... | ... | ১ ড্রাম। |
| লিনিমেণ্ট ওপিয়াই | ... | ... | ১ ড্রাম। |
| লিনিমেণ্ট টার্পেণ্টাইন | ... | ... | ৪ ড্রাম। |

উপরোক্ত প্রকারে মালিস করিবে। প্রথম হইতেই যাহাতে পীড়ার উপসর্গ ঘটিতে না পারে, এমন চেষ্টা করিবে। রোগ অতি সামান্য হইলে, ঔষধ সেবন না করাইলেও চলিবে। যাহাতে গাত্রে শীতল বায়ু লাগিতে না পায়, এমন উপায় অবলম্বন করিবে। পীড়া কঠিন হইলে, বমনকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। পশ্চাৎ শ্লেষ্মা-নিঃসারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| টীঞ্চার সিলি | ... | ... | ১৬ বিন্দু। |
| টীঞ্চার ক্যাম্ফর কম্ঃ | ... | ... | ১ ড্রাম। |
| টিঞ্চার ল্যাভেণ্ডার | ... | ... | ১ ড্রাম। |
| অ্যামোনিয়া কার্ব্ব | ... | ... | ৮ গ্রেণ। |
| ইথার নাইট্রিক | ... | ... | ৪০ বিন্দু। |
| ইন্‌ফিউজন্ সেনেগা | ... | ... | ২ ঔন্স। |

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে; পশ্চাৎ এক এক দাগ ঔষধ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে। এই ঔষধ এক হইতে চারি বৎসরের শিশুকে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পীড়া পুরাতন হইলে কর্ডলিভার অয়েল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সমুদ্রতীরে বাস ও শীতল জলে স্নান করিবে। যদি শিশু ভুক্তদ্রব্য বমন করে, তবে আহারের পর এক বা দুই বিন্দু টীঞ্চার ওপিয়ম সেবন করাইবে। এই পীড়ায় জ্বর থাকিলে, সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা উচিত। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বদা শিশুকে সাবধানে রাখিবে।

## কয়েকটী আবশ্যকীয় ঔষধ।

---

যে সকল ঔষধে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়, এরূপ কয়েকটী ঔষধ নিম্নে প্রদত্ত হইল, ধীমান্ চিকিৎসক আবশ্যক কালে ইহা প্রয়োগ করিবেন।

হাইড্রার্জিরাই করোসিভাই স্যাব্লিম্যাটাই ১ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্টাই ওপিয়াই ... ... ৪ গ্রেণ।
গোয়াসিয়াই রেসিনা ... ... ১০০ গ্রেণ।
গ্লিসরিন বটী প্রস্তুতের আবশ্যক মত।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করিয়া ১৪টী বটিকা প্রস্তুত করিবে; পশ্চাৎ প্রত্যেক ৪ ঘণ্টা এক একটী বটীকা সেবন করাইবে। প্রতি-দিন তিন বারের অধিক সেবন করান অনুচিত। পুরাতন বাতরোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পটাসিয়াই আইওডিয়াই ... ... ২৪ গ্রেণ।
টিঞ্চার সার্পেন্টারিস্ ... ... ২॥০ ড্রাম।
মিষ্টুরি গোয়াসাই ... ... ৭ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ ভাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রতিদিন ৩ বার হিসাবে সেবন করাইবে। ইহাও প্রাচীন বাত প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী।

ফেরিয়েট কুইনি সাইট্রাটিস্ ... ... ৩০ গ্রেণ।
পটাসিয়াই আইওডিডাই ... ... ১২ গ্রেণ।
টীঞ্চার একোনিটাই ... ... ২৫ বিন্দু।
ইন্‌ফিউজন্ চিরাতা ... ... ৫ ঔন্স।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ ভাগ করিবে; পশ্চাৎ প্রতিদিন ৩ বার হিসাবে সেবন করাইবে। ইহা পুরাতন বাতরোগে দৌর্ব্বল্য নিবারণ জন্য প্রয়োগ করা যায়।

সিরপ ফেরি আইওডাইড ... ... ৪ ড্রাম।
এক্সট্রাক্ট সারসা লিকুইডাই ... ... ৪ ড্রাম।

ইহা একত্র মিশ্রিত করণান্তর চা খাইবার চামচে ১ চামচ ঔষধ ১ ঔন্স জলে ফেলিয়া এককালে পান করিবে, এইরূপ হিসাবে প্রতিদিন ৩ বার সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা পুরাতন বাতাদি রোগে এবং বহুদিনের উপদংশ পীড়ায় ব্যবহার করা যায়।

পিলিউলি ক্যালোমেলনস্ কম্পঃ ... ৫ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট ওপিয়াই ... ... অৰ্দ্ধ গ্রেণ।

ইহা একত্রে মর্দ্দন করিয়া একটী বটীকা প্রস্তুত করিবে। এইরূপ প্রস্তুত করিয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করাইবে। ইহা উপদংশ ও তৎসংশ্লিষ্ট রোগে ব্যবহৃত হয়।

ক্যালমেল ... ... ... ২ গ্রেণ।
পল্ভ ওপিয়াই ... ... ... সিকি গ্রেণ।
কন্ফেক্সনিস্ রোজ গ্যালিসি ... বটী প্রস্তুতের মত।

ইহা একত্রে মর্দ্দন করিয়া একটী বটীকা প্রস্তুত করিবে; পশ্চাৎ প্রতিদিন ৩ বার হিসাবে সেবন করাইবে। পারদ সংযুক্ত ঔষধ সেবনান্তে তৎপর প্রতিকার লাভের জন্য ইহা ব্যবহার করা উচিত।

পটাসিয়াই-আইওডিডাই ... ... ৪ গ্রেণ।
টীঞ্চার বেলেডোনা ... ... ১০ বিন্দু।
টীঞ্চার সিন্কোনা কম্পঃ ... ... ৩০ বিন্দু।
স্পিরিটাস্ অ্যামোনি অ্যারোমেটীসাই ... ৩০ বিন্দু।
অ্যাকোয়া মেন্থ পিপরিটা ... ... ১ ঔন্স।

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিলে এক মাত্রা হইবে; পশ্চাৎ প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা অন্তর ৩ বার হিসাবে সেবন করাইবে। ইহা শ্বাসরোগের অতি চমৎকার ঔষধ।

হাইড্রার্জ্জিরাই কমক্রিটা ... ৫ গ্রেণ।
পল্‌ভারিস্ ইপিকাকুয়ানা কমঃ ওপিও ৫ গ্রেণ।

এই উভয় দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করাইবে। মৃদু আমাশয় অথবা উদরাময় রোগে ব্যবহার করা যায়।

সোডি বাইকার্ব্বনেটীস্ ... ... ২ গ্রেণ।
হাইড্রার্জ কমক্রিটা ... ... ২ গ্রেণ।
ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বনেটীস্ ... ... ৫ গ্রেণ।

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করণান্তর এক মাত্রা করিয়া প্রতি রাত্রে সেবন করিতে দিবে। ইহা অম্লদুষ্ট উদরাময়ে বিশেষ উপকারী।

অ্যামোনিয়া বেঞ্জোয়াটীস্ ... ... ১৫ গ্রেণ।
জল ... ... ... ১ ঔন্স।

ইহা মিশ্রিত করিয়া ৩ বার খাইতে দিবে। পুরাতন ব্রণকাইটীস রোগে এবং মুত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ জন্য পীড়ায় বিশেষ উপকার দর্শে।

কুইনি সল্‌ফ্যাটীস্ ... ... ৮ গ্রেণ।
পল্‌ভারিস ইপিকাকুয়ানা ... ... ২৪ গ্রেণ।
পল্‌ভারিস ইপিকাকুয়ানা কম্ঃ ওপিয়াই ৩০ গ্রেণ।
গ্লিসরিন ... ... ... বটী প্রস্তুত মত।

ইহা একত্রে মর্দ্দন করিয়া ১৬টী বটীকা প্রস্তুত করিবে; পশ্চাৎ একেবারে ২টী করিয়া প্রতি ৪ ঘন্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহা আমাশয় রোগে বিশেষ উপকারী।

আর্জেন্টাই অক্সাইডাই ... ... ২ গ্রেণ।
পল্‌ভারিস অ্যারোমেটীসাই ... ২ গ্রেণ।
এক্সঃ ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ... ... অর্দ্ধ গ্রেণ।
গ্লিসরিন .... ... বটী বান্ধিবার উপযুক্ত।

ইহা মিশ্রিত করণান্তর একটী বটীকা প্রস্তুত করিবে; পশ্চাৎ প্রতিদিন ৩ বার সেবন করাইবে। ইহা অজীর্ণ ও প্রদরাদি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

---

## চিকিৎসার্থীর প্রতি উপদেশ।

ইহাতে যে সকল ঔষধের মাত্রা লিখিত হইল, সমস্তই পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য; বালক, বৃদ্ধ ও বহুকালের রুগ্ন ব্যক্তির প্রতি বিবেচনা করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন। অন্যথা বিষময় ফল উৎপন্ন হইবার সম্ভব।

---

দ্বিতীয় ভাগ

# সরল ডাক্তারী শিক্ষা।

হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা।

## ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমূহের মাত্রাই প্রায় একরূপ ইহার ইতর বিশেষ কিছুই নাই। পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ৪টী গ্লোবিউল বা ১টী পীল কিম্বা ১ বিন্দু আরক। বালকের পক্ষে উপরোক্ত মাত্রার অর্দ্ধেক, শিশুর পক্ষে তৃতীয় ও চতুর্থাংশ মাত্রার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আরক পরিষ্কৃত পাত্রে এবং পরিষ্কৃত জলে মিশ্রিত করিয়া খাইতে হইবে। বটিকা জলে না মিশাইয়া একটু কাগজের উপর ঢালিয়া মুখে ফেলিয়া খাইতে হয়। বটিকা বা আরক ভাগ করিতে হইলে এক বিন্দু আরক বা একটী বটীকা, দুই কি তিন কাঁচ্চা জলে মিশ্রিত করিয়া দুই কি তিন বার দিলেই চলিবে।

রোগের প্রথমাবস্থায় নিম্ন ক্রম ও পুরাতন অবস্থায় উচ্চ ক্রম প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্থল বা পাত্রবিশেষে কখন কখন এ নিয়মের বিপরীতও দেখা যায়।

যে পাত্রে একবার এক ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে, সে পাত্র ভালরূপ ধৌত না করিয়া অন্য ঔষধ রাখা কখনই উচিত নয়। দুর্গন্ধ বিশিষ্ট স্থানে, রৌদ্রে বা কর্পুরের গন্ধ বা অন্য কোনরূপ গন্ধ ( সুগন্ধই হউক

বা দুর্গ ইই হউক) যে স্থানে থাকে, তথায় ঔষধের গুণ নষ্ট হইয়া থাকে।

ঔষধ প্রদান করিবার কালে হস্ত উত্তমরূপে ধুইয়া পশ্চাৎ ঔষধাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

---

## জ্বর।

হোমিওপ্যাথিক মতে জ্বরের চিকিৎসা অতিশয় বিবেচনা ও মনযোগের সহিত করা উচিত। বিশেষ না বুঝিয়া ও জ্বরের লক্ষণের সহিত না মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে কোন কার্য্য হয় না। রোগের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে আনন্দজনক ফল দৃষ্ট হয়। নচেৎ কেবল সময় নষ্ট ও রোগীর অনর্থক কষ্টসার মাত্র।

জ্বরকালে আভ্যন্তরিক অতিশয় শীতবোধ ও গরমে অত্যন্ত অসুখ বোধ, বক্ষে চাপ বোধ, বমনোদ্বেগ, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ লক্ষণ দৃষ্টে ইপিকাক দেওয়া যায়। অতিশয় শীতবোধ, হস্তপদ অবশ, মাথাঘোরা ও কোষ্ঠবদ্ধের সহিত জ্বর হইলে, বিজ্বরকালে নক্সভমিকা দেওয়া কর্ত্তব্য। একে একে শীত, উষ্ণ বোধ, কম্প দিয়া জ্বর আইসে, অতিশয় দুর্ব্বলতা, পেটজ্বালা, বেদনা, বুকে চাপবোধ, শ্বাসরোধ, মুখে তিক্তাস্বাদ, জ্বরকালে দাহমান উত্তাপ, অতিশয় পিপাসা ও অস্থিরতা, এই সমুদায় লক্ষণে আর্শেনিক ব্যবস্থা। আর্শেনিক কুইনাইনের প্রতিষেধক, অর্থাৎ কুইনাইনের দোষ নিবারণ করে। বিজ্বরকালে ৪ ঘন্টা অন্তর এক একবার আর্শেনিক সেবন করাইলে পালাজ্বর আরোগ্য হয়। বৈকাল বেলা জ্বর, অতিশয় তৃষ্ণা বা তৃষ্ণা রহিত, শ্লেষ্মা বা পিত্ত বমন, সর্ব্বদাই শীতবোধ হইলে পল্‌সেটিলা দেওয়া যাইতে পারে। রোগী পাণ্ডু বর্ণ, প্রথমে উত্তাপ ও পরে শীত, উত্তাপাবস্থায় অল্প পিপাসা, দুষ্ট ক্ষুধা, যকৃৎ ও প্লীহা স্ফীত, পিত্ত ও আটাযুক্ত উদরাময় থাকিলে চায়না ব্যবহার করা যায়।

শীত অল্পক্ষণ স্থায়ী, অতিশয় মাথাধরা পুরাতন জর এবং শীতাবস্থায় পিপাসা থাকিলে নেট্রম-মিউরিয়েটিকম দেওয়া যায়। ইহার ৩০ ক্রম ব্যবহার করা উচিত।

জরের সময় অতিশয় ভেদ, অতিশয় দুর্ব্বল, অধিকক্ষণ স্থায়ী শীত, নাড়ী ক্ষীণ, সূক্ষ্ম ও দ্রুতগামী হইলে ভেরেট্রম দেওয়া কর্ত্তব্য।

শীতবোধ, সঙ্গে সঙ্গে বুকে হুল ফোটার ন্যায় বেদনা, প্লীহাস্থানে বেদনা, মাথাঘোরা, শীতাবস্থায় মাথা ভারি ও কাশির উদ্রেক থাকিলে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করা যায়।

গাত্রবেদনা, শীতের অগ্রে পিপাসা, উত্তাপে পিপাসা হ্রাস, হাত ঠাণ্ডা, কিন্তু মস্তক উষ্ণ থাকিলে আর্ণিকা দেওয়া যায়। অতিশয় শিরঃপীড়া, অতিশয় শীত বা উষ্ণতা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ, কর্ণের পার্শ্বে ধপধপানি, এই সমুদায় লক্ষণে বেলেডোনা দেওয়া কর্ত্তব্য।

সামান্য প্রদাহযুক্ত জরে, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, মস্তকে ও ঘাড়ে অতিশয় বেদনা, শীত ও উষ্ণতা, শীঘ্র শীঘ্র হাঁচি হইলে একোনাইট ব্যবহৃত হয়। জরাবস্থায় দুই ঘন্টা বা এক ঘন্টা অন্তর সেবনে নাড়ী মৃদু ও ঘর্ম্ম হয়, বিজ্বরকালে এই ঔষধ সেবন করা উচিত নয়। সামান্য বিরামযুক্ত জরে সিড্রন অতিশয় উপকারী, ইহা প্রকৃত জরঘ্ন ঔষধ।

---

## যকৃত প্রদাহ ও বৃদ্ধি।

যকৃত চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ বা সাদা মল হইলে মার্কিউরিয়স্ সল্ দেওয়া যায়।

যকৃত বৃদ্ধি ও শক্ত বোধ, জালাবৎ বেদনা, চাপিয়া ধরিলে বেদনা বৃদ্ধি হয়, এমত অবস্থায় ব্রাইওনিয়া দিবে।

মদ্যপান বশতঃ বা অতিশয় বলকারক খাদ্য জন্য হইলে ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নক্সভমিকা দেওয়া যায়।

যকৃত অতিশয় কঠিন ও পুরাতন জ্বর থাকিলে আর্শেনিক দেওয়া উচিত।

অধিক পরিমাণে ক্যালমেল ব্যবহার জন্য হইলে চায়না ও নাইট্রিক এসিড ব্যবহার্য্য।

কোষ্ঠবদ্ধ ও পেটফাঁপা, নক্সভমিকাতে উপকার না দর্শিলে লাই-কোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয়।

পিত্তভেদ, পিত্তবমন ও ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও বালকদিগের পক্ষে ক্যামোমিলা উপকারী।

পুরাতন অবস্থায় ক্যাল্‌কেরিয়া ও সলফার দেওয়া যায়। প্রদাহ-যুক্ত ও জ্বর থাকিলে এবং রোগের তরুণাবস্থায় একোনাইট ব্যবস্থা করিবে।

---

## প্লীহা।

জ্বর থাকিলে ও অতিশয় দুর্ব্বল হইলে ও প্রদাহাবস্থায় একোনাইট ব্যবহার করিবে।

আর্শেনিক, মারকিউরিয়স, বিনআইওডাইড, চায়না, কালি ব্রোমা-ইডম্‌ অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করা যায়।

পুরাতন অবস্থায় আর্শেনিক ও চায়না ব্যবহৃত হয়; প্লীহা স্থানে বেদনা থাকিলে আর্নিকা দেওয়া কর্ত্তব্য। নেট্রম-মিউরিয়েটীকম ও নক্সভমিকা ইহার উত্তম ঔষধ।

---

## হাম।

জ্বরাবস্থায় অতিশয় তৃষ্ণা, অস্থিরতা ও সর্দ্দি থাকিলে একোনাইট দেওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে তত উপকার দর্শে না। এই অবস্থায় বেলে-ডোনা প্রয়োগ করিয়া বিশেষ উপকার দেখা যায়। বিশেষতঃ যদি

শুষ্ককাশী, মাথাধরা, ঢোক গিলিতে গলায় বেদনা, চক্ষু রক্তবর্ণ থাকিলে বেলেডোনা ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেওয়া কর্ত্তব্য।

সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় বা সর্দ্দি পাকিয়া গেলে, নাসিকা হইতে হলুদ-বর্ণ শ্লেষ্মা বাহির, কাশী, মুখ শুষ্ক, কিন্তু পিপাসা রহিত, হাম ভালরূপ বাহির না হওয়া, মুখ তিক্ত বা বিস্বাদ, ইত্যাদি লক্ষণে পলসেটীলা দেওয়া যায়। পেটের ব্যারাম থাকিলে ও রাত্রিকালে অধিক দাস্ত হইলে পলসেটীলা ব্যবস্থা করিবে।

গলক্ষত, চক্ষু প্রদাহ ও আমাশয়ের মত থাকিলে মারকিউরিয়স। হাম ভালরূপ বাহির না হইলে জেলসিমিয়ম বা ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্ক লক্ষণ, প্রলাপ প্রভৃতি উপস্থিত হইলে বেলেডোনা ব্যবহার্য্য।

বক্ষঃ বেদনা, জর ও কাশী থাকিলে ফস্ফরস ব্যবহৃত হয়। হাম বসিয়া গেলে বা তাহার উপক্রম হইলে সলফর দেওয়া কর্ত্তব্য।

---

## সর্দ্দি।

যাঁহাদের সর্ব্বদাই সর্দ্দি হয়, তাঁহাদের পক্ষে এক মাস কাল প্রাতঃকালে ও বৈকালে দুই বার ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব সেবন করা উচিত। সর্দ্দি জরে একোনাইট ও বেলেডোনা ব্যবহার্য্য।

মস্তকে সর্দ্দিবোধ, নাসিকা হইতে জলপড়া, চক্ষু ও নাসিকা কাম্‌ড়ানির ন্যায় জ্বালা ও হাঁচি থাকিলে আর্সেনিক। আহারের অনিচ্ছা ও গাঢ় হলুদবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গত হইলে পলসেটীলা ব্যবহার্য্য।

সাধারণ সর্দ্দিতে একোনাইট ও নক্সভমিকা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে উপকার দর্শে। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় ক্যাম্ফর দুই তিন ফোঁটা ও জেলসিমিয়ম ব্যবহার্য্য।

## উদরাময় বা পেটের বেয়ারাম।

তৈলাক্ত খাদ্য জন্য অপাক হইয়া পেটের পীড়া উপস্থিত হইলে, মল সাদা বা হলুদ ও রাত্রিকালে বৃদ্ধি হইলে পলসেটীলা এবং গুরুপাক দ্রব্য ভোজন-জনিত হইলে নক্সভমিকা ব্যবহার্য্য।

অতিশয় ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে স্পিরিট ক্যাম্ফর বা ডল্‌কেমারা ব্যবহার করিবে।

বেদনা বিহীন, অতিশয় দুর্ব্বল এবং ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় নির্গত হইলে চায়না প্রদান করিবে।

পিত্তাধিক্য জন্য পেট বেদনা, বমনোদ্বেগ ও ক্ষুধামান্দ্য হইলে ক্যামোমিলা ও মারকিউরিয়স্ পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

শূলবেদনাযুক্ত হইলে ক্যামোমিলা ও কলোসিন্থ প্রদান করিলে উপকার হইবে।

পুরাতন হইলে আর্শেনিক প্রদানে বিশেষ উপকার হইবে।

পেট গড় গড় করিয়া পাতলা জলের ন্যায় ভেদ হইলে পডো-ফাইলম ব্যবহার করিবে।

---

## অপাক।

তৈলাক্ত ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন জনিত হইলে পল্‌সেটিলা ব্যব-হারে উপকার হয়।

মানসিক চিন্তা জন্য অপরিপাক, পেট বেদনা, খিলধরা, খাওয়ার পর পেট ফাঁপা ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নক্সভমিকা ব্যবহার্য্য।

চাপিয়া ধরিলে পেট বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, বাহ্যের চেষ্টা না থাকিলে ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থা।

অতিশয় পেট ফাঁপা ও কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময় হইলে কার্ব্বভেজি-টেবিলিস্ দিবে।

দুর্ব্বলতা, অম্লোদ্গার, নিদ্রালুতা থাকিলে, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের হইলে লাইকোপোডিয়ম দেওয়া যায়।

আস্বাদ মন্দ হইলে, মুখে বার বার জল উঠিলে ও মল সাদা হইলে মারকিউরিয়স্ দিবে।

বমনোদ্রেক থাকিলে ইপিকাক বা এণ্টিমনিয়ম টার্টারিকম্ দেওয়া যায়।

ক্ষুধামান্দ্য, খাদ্যে অনিচ্ছা, উদ্গার, শ্লেষ্মা বমন হইলে এণ্টিমনিয়ম ক্রুডম ব্যবহার্য্য।

অন্যান্য ঔষধ সেবনে কিঞ্চিৎ উপকার হইলেও পুরাতনাবস্থার সল্‌ফর ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অল্প অল্প আহার করিয়া ক্রমে ক্রমে পরিপাক শক্তি পুনর্জ্জীবিত করিয়া লওয়া উচিত। সোডা ওয়াটার, লিমনেড ইত্যাদিতে সাময়িক উপকার হয়, কিন্তু পরিণামে তাদৃশ ফলদায়ক হয় না।

---

## ওলাউঠা বা বিসূচিকা।

প্রথমাবস্থায় জলবৎ ভেদ হইতে আরম্ভ হইলে স্পিরিট ক্যাম্ফর দিলে উপকার হয়।

পেট কাম্‌ড়ানি থাকিলে ও অপক্ক বস্তু নির্গত হইলে চায়না।

হঠাৎ অতিশয় ভেদ ও বমন হইতে থাকিলে ভেরেট্রম ব্যবহার করিলে উপকার হয়। প্রত্যেক বার ভেদ হইলে ঔষধ দেওয়া আবশ্যক, কখন কখন তদপেক্ষাও শীঘ্র দিবে।

খিল ধরা, ভেদ বন্ধ হইয়া গেলেও যদ্যপি পেট গড় গড় করিতে থাকে, তাহা হইলে কিউপ্রম এসিটিকম বা কিউপ্রম মেলিটিকম ব্যবস্থা করা উচিত।

অতিশয় বমনে ইপিকাক্।

মুখশ্রী বিবর্ণ, নাড়ী বিলুপ্ত অথবা বসিয়া যাওয়া, হস্ত পদ শীতল

ইত্যাদি লক্ষণে কার্ব্বভেজিটেবিলিস, আর্শেনিক কিম্বা হাইড্রোসায়েনিক এসিড, এই তিনটী ঔষধ ব্যবস্থা। ব্যবহার প্রণালী এইরূপ; যথা— যখন নাড়ী পাওয়া যায় না, অথচ রোগী অতিশয় ছটফট্ করে, বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, অতিশয় গাত্র জালা, অতিশয় পিপাসা, অল্প জলপানেই তৃপ্তি ও পশ্চাৎ বমন, গাত্র ও হস্তপদ বরফের ন্যায় শীতল, চক্ষু কোঠরগত, এই সমুদায় লক্ষণে আর্শেনিক।

রোগীর নাড়ী পাওয়া যায় না, মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, জীবনের আশা অতি অল্প থাকে ও ঘর্ম্ম হইতে থাকে, এইরূপ অবস্থায় কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস্।

রোগী স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে, নাড়ী পাওয়া যায় না, মৃত্যু অতি সন্নিকট হয় এবং শ্বাসকষ্ট, এমত অবস্থায় হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিড প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে, ইহাতে রোগীর ধাতু সবল হয়, শরীরের উত্তাপ পুনরায় অনুভূত হইতে থাকে এবং জীবনের আশা হয়।

শ্বাসকষ্ট নিবন্ধন সিকেলি বা কিউপ্রম দেওয়া যায়।

অতিশয় পেট বেদনা ও নাড়ী এলো মেলো হইলে একোনাইট।

অতিশয় হিক্কা হইলে ইগ্নেসিয়া, নক্সভমিকা, সাইকিউটা প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়।

ভেদ বমন থামিয়া গিয়া যদি প্রস্রাব না হয়, অথচ মূত্রকোষ পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে ক্যান্থারাইডিজ ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে প্রস্রাব না হইলে টেরিবিন্থিনা দেওয়া যায়।

ক্রিমি জন্য অসুখ থাকিলে সিনা, টিউক্রিয়ম অথবা স্যান্টোনাইন ব্যবস্থা করিবে।

ইহার সহিত জ্বর উপস্থিত হইলে একোনাইট।

বিকারাবস্থায় বেলেডোনা, হাইওসায়েমস্, ষ্ট্রামোনিয়ম বিবেচনা পূর্ব্বক দিবে।

ওলাউঠা রোগে আর্শেনিক ৩য় ক্রম বা ৩০ ক্রম, কার্ব্ব ও কিউপ্রম

১২ বা ৩০ ক্রম, এবং ভেরেট্রম ১২ ক্রম ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

আরোগ্যাবস্থায় দুর্ব্বলতা নিবারণ জন্য চায়না, সল্‌ফর কিম্বা ফস্ফরিক অ্যাসিড।

পীড়ার প্রাক্কালে পিপাসায় পরিস্কার শীতল জল বা বরফ দিতে ত্রুটী করিবে না। রোগীর গৃহ ও বিছানাদি পরিস্কার রাখিবে। অবস্থা বুঝিয়া জলসাগু দিবে; তৎপরে আরোগ্যের পর ভালরূপ ক্ষুধা হইলে অন্ন আহার করিতে দিবে।

---

## রক্ত আমাশয়।

অতিশয় কোঁতপাড়া আম ও রক্ত নির্গত, মুত্র অল্প এবং কষ্টকর হইলে মারকিউরিয়স্ দিবে।

অতিশয় পেট বেদনায় কলোসিন্থ।

অধিক রক্তস্রাব হইলে হেমেমিলিস্।

দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, অগ্রে আম ও পরে অল্প রক্ত নির্গত হইলে ইপিকাক দেওয়া যায়।

অতিশয় তৃষ্ণা হইলে পল্‌সেটিলা দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই পীড়ায় খাদ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, আলু ও অন্যান্য তরকারী বর্জ্জন করিবে এবং ফল মূলও আহার করিতে দিবে না। উত্তম তাজা মাংসের যুস ও দুগ্ধ পথ্য দিবে।

---

## শ্বাসকাশী বা হাঁপানী।

কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস নির্গত, বক্ষে ভারবোধ, অতিশয় দুর্ব্বল, রাত্রি-কালে বা বৈকালে পীড়ার বৃদ্ধি, শয়ন করিতে অক্ষম অর্থাৎ রোগী উপুড় হইয়া থাকে, আক্ষেপ জনিত হাঁপানি, গলা ও বুক চাপিয়া ধরিলে আর্শেনিক।

শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ করিলে বা বমন হইলে ইপিকাক ব্যবস্থা করিবে।

কাশী অল্পক্ষণ স্থায়ী ও অপাক জন্য হইলে নক্সভমিকা প্রয়োগ করা উচিত।

---

## ব্রণ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ হইলে আর্ণিকা ব্যবস্থা করিলে উপকার দর্শে।

লাল ও জ্বালাযুক্ত ব্রণ হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থা করিবে।

ব্রণে পুঁয আরম্ভ হইলে হিপার-সল্‌ফার ব্যবহার্য্য এবং পুনঃ পুনঃ ব্রণ হইলে সল্‌ফার অথবা সালসা সেবনে আরোগ্য হয়।

---

## শূলবেদনা।

অতিশয় প্রবল বেদনা, যাহার কারণ রোগী সম্মুখে হেলিয়া পড়ে, ইহাতে যদ্যপি পেটের পীড়া থাকে, তবে কলোসিন্থ ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তশূল বেদনায় ক্যামোমিলা, নক্সভমিকা বা ড্যায়সেকোরিয়া প্রদান করিবে।

পেট কাঁপিয়া থাকিলে নক্সভমিকা, চায়না বা পলসেটিলা দিবে।

পেট ফুলিয়া থাকিলে ও কিছুতেই উপকার না হইলে কলিন্‌সোনিয়া ও আয়রিস্ ভারসিকোলর ব্যবস্থেয়।

---

## বমন।

পুরাতন অবস্থায় বমন হইলে ক্রিয়াজোট ব্যবস্থা করিবে।

শুষ্ক উদ্গারের পক্ষে ইপিকাক এবং গলদেশের নিকট গুটিকাবৎ উঠিতে থাকে এবং পুরাতন অবস্থা ও হিক্কা থাকিলে ভেরেট্রম-ভিরিড প্রদান করা উচিত।

কোন প্রকার দ্রুতগামী যানে (গাড়ী পাল্কী, নৌকা ইত্যাদি) আরোহণ করিলে যদ্যপি বমন হয়, তবে ককিউলস্ ও পিট্রোলিয়ম ব্যবস্থেয়।

পাকাশয়ে ক্ষত ও বেদনা থাকিলে আর্সেনিকে উপকার করিবে।

পাকাশয়ের উত্তেজনা এবং চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা থাকিলে নক্সভমিকা প্রদানে উপকার দর্শে।

দুর্ব্বল বোধ হইলে ও ঠাণ্ডায় ঘাম হইলে ভেরেট্রম দেওয়া উচিত।

শ্লেষ্মা বমন হইলে পল্‌সেটিলা ব্যবস্থা করিবে।

পিত্ত বমন হইলে ইপিকাক, পডোফাইলম ও ব্রাইওনিয়া বিশেষ উপকারী।

রক্তবর্ণ বমন হইলে হামোমিলিস, ইপিকাক ও ক্রিয়াজোট ব্যবস্থেয়।

---

## মুখে জল উঠা।

অনেক দিবসের পীড়া হইলে এবং অম্লসংযুক্ত হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিতে দিলে উপকার দর্শে।

যদ্যপি অপাকের ন্যায় ও মদ্যপান জনিত হয়, তবে নক্সভমিকা দিলে উপকার হয়।

অপাক ও তৈলাক্ত দ্রব্য ভোজন জনিত হইলে পল্‌সেটিলা প্রদান করা উচিত।

পেট ফাঁপা ও মুখে জল উঠিলে এবং বেদনা থাকিলে লাইকো-পোডিয়ম ব্যবস্থা করিবে।

---

## ক্রিমি।

ক্রিমি সচরাচর তিন প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—সূত্রবৎ

ক্রিমি, লম্বা ও গোলাকার ক্রিমি এবং ফিতার ন্যায় ক্রিমি। এই তিন প্রকার ক্রিমিতেই সিনা মহৌষধ বলিয়া গণ্য। এই সকল লক্ষণে সিনা ব্যবহৃত হয়, যথা—নাক চুলকান, নিদ্রাকালে এ পাশ ও পাশ করা ও কথা কহা, গা বমি বমি, বমন, পেট কামড়ান ইত্যাদি।

লম্বা ও গোলাকার ক্রিমিতে মলের বর্ণ সাদা হইলে ও পেট টানিয়া ধরিলে এবং রাত্রিকালে অস্থিরতা থাকিলে মারকিউরিয়স্-সল্ ব্যবস্থা করিবে। এই প্রকার স্যাণ্টনাইন ইগ্নেসিয়া ও সল্ফর ব্যবহৃত হইতে পারে।

ফিতার ন্যায় ক্রিমিতে ফিলিক্সম্যাস দুইবার করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, কমু ও সিনাও ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। বালকদিগের সূত্রবৎ ক্রিমিতে সিনা ব্যবস্থা করিবে।

যুবাদিগের হইলে ও সরলান্ত্রে অতিশয় উত্তেজনা থাকিলে, মাথা-ঘোরা এবং অনিদ্রাবশতঃ টিউক্রিয়ম ব্যবস্থা করিবে।

বালকদিগের ক্রিমি ও তজ্জন্য পেটের পীড়া হইলে চায়না দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রবৎ ক্রিমিতে লবণ জলের পিচকারী ব্যবস্থা করিবে।

---

## ফোড়া।

অতিশয় ফুলা ও বেদনা থাকিলে বেলেডোনা এবং পুয হইতে আরম্ভ হইলে হিপার-সল্ফার ব্যবস্থা করিবে।

লাল চকচকে বা গলদেশের গ্রন্থিতে হইলে মারকিউরিয়স্-সল প্রদান করিবে। এই ঔষধে কখন কখন পুয হওয়া বন্ধ হয় এবং ফোড়া শুকাইয়া যায়। কিন্তু যদি পুয হইয়া থাকে, তবে শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া আরোগ্য হইয়া থাকে। যদি পাতলা পুয পড়ে, নালী ঘা হইবার সম্ভব হয় ও শীঘ্র শুষ্ক না হয়, তবে সাইলিসিয়া দেওয়া যায়।

---

## মুখের ঘা।

যদ্যপি জিহ্বা ফুলিয়া ক্ষত হয়, দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়ে, মুখে দুর্গন্ধ হয় ও লালানিঃসরণ হইতে থাকে, তবে মারকিউরিয়স-সল দিবসে তিনবার দিলেই যথেষ্ট হয়।

মুখ ও জিহ্বা লাল হইয়া হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় হইলে এবং পাতলা মল নির্গত হইতে থাকিলে বোরাক্স ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ জলে মিশাইয়া জিহ্বা ও মুখে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

সল্ফার, নাইট্রিক অ্যাসিড ও নক্সভমিকাও কখন কখন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

## স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া।

প্রথম ঋতু হইতে বিলম্ব হইলে পল্সেটিলা দেওয়া যায়।

শরীরের রক্ত হীনতা জন্য ঋতু না হইলে ফেরম ও সল্ফার ব্যবস্থা করা উচিত।

রক্ত সঞ্চালনের অবস্থা মন্দ হইলে ও জ্বর থাকিলে একোনাইট দেওয়া কর্ত্তব্য।

একবার ঋতুকালীন অতিশয় ঋতু ও অন্যবারে অল্প ঋতু এবং তৎসহ পৃষ্ঠে ও তলপেটে বেদনা থাকিলে বোরাক্স ৫ গ্রেণ পরিষ্কৃত জলে মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিনবার খাইতে দিবে।

কিছু বাহির হওয়ার ন্যায় বেদনা, কাল ও চাপ চাপ রক্ত অথবা রক্তস্রাব রহিত হইলে সিকেলি-কর্ণিউটম ব্যবস্থা করিবে।

পূর্ণ বেদনার মত বেদনা বোধ হইলে ককিউলস সেবন বিধেয়।

ঋতুর সময়ে বেদনায় বেলেডোনা, প্লাটিনা বা ইগ্নেসিয়া ব্যবস্থা করিবে।

অতিশয় রক্তস্রাব ও তজ্জনিত দুর্ব্বলতা, কাল রঙ্গের ঘন রক্ত নির্গত হইলে চায়না ব্যবহৃত হয়।

অল্প অল্প রক্তস্রাব হইলে ও পেট বেদনা থাকিলে পল্সেটিলা ব্যবস্থা করিবে।

শীঘ্র শীঘ্র ঋতু এবং পেট কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনায় (ডাঃ হেম্পে-লের মতে) কলোফাইলম ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে।

অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে বেলেডোনা, নক্সভমিকা, ইগ্নেসিয়া, প্লাটিনা ও সিপিয়া, এই কয়েকটী ঔষধের কোন একটী মনোনীত করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

---

## ক্ষুধা।

শারীরিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ জনিত ক্ষুধামান্দ্য ঘটিলে চায়না ব্যবস্থা করা উচিত।

একাকী অবস্থান, অসময়ে আহার, অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন ও প্রাতে ক্ষুধামান্দ্য হইলে নক্সভমিকা দিবে।

গুরুপাক দ্রব্য, মাংস, চর্ব্বি ও তৈলাক্ত দ্রব্য ভোজন জন্য ক্ষুধা রহিত হইলে পল্সেটিলা প্রয়োগ করিবে।

---

## কোষ্ঠবদ্ধ।

মাথাধরা ও মাথাঘোরা, গুটিলা মল নির্গত হইলে এবং ক্ষণে ক্ষণে বাহ্যার বেগ হয়, অথচ মল নির্গত হয় না, এরূপ অবস্থায় নক্সভমিকা দিবে।

পুরাতন অবস্থায় ও অর্শের সূচনায় সল্ফার ব্যবস্থা করিবে।

পেট কাঁপিলে লাইকোপোডিয়ম দেওয়া কর্ত্তব্য।

সামান্য অবস্থায় দুর্ব্বলতা থাকিলে হাইড্রেষ্টিস ব্যবহার্য্য এবং ব্রাইওনিয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

## মূর্চ্ছা।

বালকদিগের হইলে বেলেডোনা ও একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায় এবং মুখ স্ফীত ও রক্তবর্ণ হইলে বেলেডোনা।

অপাক জন্য হইলে এবং পেট কামড়ানি ও বেদনা থাকিলে ক্যামোমিলা; ক্রিমি জন্য হইলে সিনা বা ইগ্নেসিয়া দিবে।

খিলধরা থাকিলে কিউপ্রম ও ভেরেট্রম, ভয় জন্য হইলে ওপিয়ম ব্যবস্থা করিবে।

মুখে শীতল জলের ঝাপ্টা ও মাথায় বরফ বা শীতল জল দিবে।

---

## কাশী।

শুষ্ক এবং বিরক্তিজনক কাশী, রাত্রিকালে বৃদ্ধি ও তজ্জন্য মস্তকে বেদনা হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থা করিবে।

বুকে বেদনা, পার্শ্বদেশ চাপিয়া ধরা, গলা খুস্ খুস্ করিয়া কাশী, কাশীতে কাশীতে বুক ও পার্শ্ব বেদনা, শুষ্ক কাশী থাকিলে ব্রাইওনিয়া দেওয়া উচিত।

রাত্রিকালে অতিশয় বৃদ্ধি, গলা ঘড় ঘড় করা ও বমন হইলে ইপিকাক দেওয়া যায়।

অতি সহজে গয়ের উঠিলে এণ্টিমোনিয়ম-টার্টারিকম দিবে।

বালক ও স্ত্রীলোকদিগের সহজে সাদা গয়ের উঠিলে ও রাত্রিকালে শুষ্ক হইলে পল্সেটিলা প্রয়োগ করা উচিত।

দুর্ব্বলতা, হাঁপানির মত রাত্রিকালে শ্বাসকষ্ট ও বুক টেনে ধরা, এই কয়েকটা লক্ষণ থাকিলে আর্শেনিক ব্যবস্থা করিবে।

আহারের পর কাশী বৃদ্ধি হইলে নক্সভমিকা প্রয়োগ করিবে।

অতিশয় কাশী ও গলক্ষত থাকিলে, হলুদ্বর্ণ শ্লেষ্মা উঠিলে মার-কিউরিয়স্-সল দিবে।

বুকে বেদনা ও পুরাতন কাশীতে ফস্ফরাস্ দেওয়া উচিত।

এই রোগে রাত্রিকালে হিম লাগান কথনই উচিত নহে। ঠাণ্ডা পা ও ভিজা কাপড় পরিধান করিবে না।

---

## ঘুংরি কাশী।

অতিশয় তৃষ্ণা, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস, অতিশয় তাপ ও শুষ্ক কাশী থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থা করিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় একোনাইট ও স্পঞ্জিয়া পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া উচিত।

অতিশয় শ্লেষ্মা ও ঘড় ঘড় শব্দ ও সহজে উঠিয়া যায়, এরূপ কাশী হইলে হিপার-সল্ফার দিবে।

উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট ঠন্‌ঠনিয়া কাশী, শব্দযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস বন্ধের ভাব থাকিলে স্পঞ্জিয়া বা আইওডিন।

শুষ্ক কাশী, মাথাধরা ও গলক্ষত হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থা করিবে।

---

## শোথ।

হৃৎপিণ্ডের কোনরূপ পীড়াবশতঃ হইলে ডিজিটেলিস ব্যবস্থা করিবে।

নূতন অবস্থায়, জ্বর থাকিলে একোনাইট, তলপেটে হইলে এপিস-মেলফিকা বা আর্শেনিক; বুকে হইলে আর্শেনিক, ব্রাইওনিয়া ও ডিজিটেলিস্ ব্যবস্থা করিবে।

মুখে হইলে এপিস বা আর্শেনিক ও হস্ত পদে হইলে এপিস ও চায়না দেওয়া যায়।

## দাহ বা পুড়িয়া যাওয়া।

পুড়িয়া যাওয়া মাত্র ২য় ক্রম ক্যান্থারিস জলে মিশাইয়া নেকড়া করিয়া লাগাইবে। ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয় ও ফোস্কা হয় না।

কখন কখন আর্ণিকা অমিশ্র আরক লাগাইবে ও ক্যান্থারিস ৬ষ্ঠ খাইতে দিবে। যদ্যপি ঘা হয়, তবে ক্যালেণ্ডিউলা বা আর্টিকাইউরেন্স তৈলের সঙ্গে মিশাইয়া লাগাইতে হইবে।

---

## ছেলেদের দাঁত উঠিতে অসুখ।

এই সময়ে বালকেরা অতিশয় খিটখিটে হয় ও কাঁদিতে থাকে। দাঁত উঠিবার কালে উপরোক্ত লক্ষণের সহিত যদি পেটের ব্যারাম থাকে এবং জলের মত ভেদ হয়, তবে ক্যামোমিলা দিবে।

ইহার সহিত জ্বর বোধ হইলে একোনাইট ও মুখ রক্তবর্ণ থাকিলে মূর্চ্ছা হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থা।

ক্রিমি জন্য কষ্ট হইলে সিনা এবং দাঁত উঠিতে ও হাঁটিতে বিলম্ব হইলে ক্যালকেরিয়া দিবে।

---

## কর্ণবেদনা।

কর্ণে অতিশয় বেদনা হইলে, ফুলিলে এবং উত্তাপযুক্ত হইলে পলসেটীলা বা মারকিউরিয়স ব্যবস্থা করিবে।

ফুলিয়া প্রদাহযুক্ত হইলে অর্থাৎ লাল হইলে, ফুলিলে ও উত্তাপযুক্ত বেদনা থাকিলে, বেলেডোনা ও একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়।

কর্ণ হইতে গাঢ় ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট রক্তমিশ্রিত পূয নির্গত হইলে মারকিউরিয়স-সল খাইতে দিবে।

এক ভাগ কার্ব্বলিক অ্যাসিড, একশত ভাগ উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ দুইবার কর্ণে পিচকারী দিবে। যদ্যপি পুয জল-বৎ হয়, তবে পলসেটীলা খাইতে দিবে। হলুদ রঙ্গের দুর্গন্ধবিশিষ্ট পুয নির্গত হইলে অরম দেওয়া যায়।

---

## মুখবেদনা।

মুখ স্ফীত, উত্তপ্ত রক্তবর্ণ এবং অস্থিরতা থাকিলে একোনাইট খা-ইতে দিবে।

যদ্যপি অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকে, সময়ে সময়ে বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাহইলে আর্শেনিক দেওয়া যায়।

চক্ষের নীচে ধপ্‌ধপানি বেদনা থাকিলে এবং গাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে বেলেডোনা ব্যবহার করা যায়।

দুর্ব্বলতা বশতঃ পীড়া উপস্থিত হইলে এবং জীবনীশক্তির হ্রাস বোধ হইলে ও তৎসঙ্গে ক্ষুধামান্দ্য বর্ত্তমান থাকিলে চায়না দিবে।

---

## প্রমেহ বা গণোরিয়া।

রোগের সূত্রপাতাবস্থায় মূত্রনালিতে জ্বালা ও প্রদাহের লক্ষণ বর্ত্ত-মান থাকিলে একোনাইট ব্যবহার করিবে।

প্রস্রাব অল্প, ফোঁটা ফোঁটা ও শাদা রঙ্গের ধাতু নির্গত হইলে বা ধাতু নিঃসরণ বন্ধ হইয়া দ্বিতীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইলে ক্যানাবিস প্রয়োগ করিবে।

বেদনাযুক্ত প্রমেহ, মূত্রাধারের বেদনা এবং রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব থাকিলে ক্যান্থারাইডিজ প্রয়োগ করা যায়।

প্রস্রাব ত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে জ্বালা থাকিলে এবং হরিদ্রাবর্ণের ধাতু নির্গম হইলে কোপেবা দিবে।

সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট ধাতুক্ষরণ এবং রাত্রিকালে বৃদ্ধি ও রক্ত নির্গত হইলে মারকিউরিয়স ব্যবহার করিবে।

পুরাতন অবস্থায় সল্‌ফর ব্যবহার করা উচিত। দীর্ঘকাল যাবত এই পীড়ার চিকিৎসা করিতে হয়।

---

## মাড়ী স্ফীত।

মাড়ীতে উত্তাপ, রক্তবর্ণ ও জরবোধ থাকিলে বেলেডোনা দেওয়া যায়। ইহার সহিত একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

মাড়ী ফুলা, শক্ত ও বেদনাযুক্ত হইলে মারকিউরিয়স্ খাইতে দিবে।

ধপ্‌ধপানী বেদনা ও পুয হইবার উপক্রম হইলে হিপার-সল্‌ফার দেওয়া উচিত।

এই পীড়ায় পুয হইলে সাইলিসিয়া ব্যবহার করিবে।

---

## দন্তশূল।

জালা ও ধপ্‌ধপানি বেদনা উপস্থিত হইলে, একোনাইট কিম্বা বেলেডনা দেওয়া কর্ত্তব্য।

মাড়ী ফুলিয়া অতিশয় লালা নির্গত হইলে, অথবা দন্ত নষ্ট হইলে ও চর্ব্বণ কালে বেদনা বোধ হইলে ক্রিয়াজোট ব্যবস্থা করিবে। দন্তক্ষয় হইলে এই ঔষধ তুলা ভিজাইয়া দন্তের গোড়ায় প্রয়োগ করিবে।

রাত্রিকালে বৃদ্ধি ও স্পর্শ অসহ্য হইলে ব্রাইওনিয়া ও মারকিউরিয়স-ভাইভস সেবনে উপকার দর্শে।

বালক এবং স্ত্রীলোকের শূলবেদনাবৎ ও মুখস্ফীত হইলে ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিবে; স্নায়বীয় উত্তেজনায় ও ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে কফিয়া প্রদানে আরোগ্য হয়।

## ক্ষত বা ঘা।

ক্ষত স্থানের চতুর্দ্দিকে লাল ও বেদনাযুক্ত হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। পুরাতন ও সামান্য অবস্থায় সাইলিসিয়া খাইলে ভাল হয়।

পায়ে অতিশয় গভীর ক্ষত ও চারিধার উচ্চ হইলে কালিবাইক্রমিকম দেওয়া যায়। এই ঔষধ ১ গ্রেণ, ৪ ঔন্স জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত-স্থান ধুইয়া ফেলিবে।

ঘা স্ফীত হইলে এবং জ্বালা ও পুয নির্গত হইলে কিম্বা দুর্গন্ধযুক্ত পচা ঘা হইলে আর্শেনিক ব্যবস্থা করিবে।

শারীরিক স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য হিপার-সল্‌ফর, ক্যালকেরিয়া কিম্বা সল্‌ফর ব্যবহার করিবে।

মুখ, চক্ষু ও অন্যান্য স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ঘা হইলে হাইড্রোষ্টিস সেবন ও বাহ্যিক প্রয়োগ করিবে।

ক্ষতস্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। ৪০ ফোঁটা ক্যালেণ্ডিউলা অমিশ্র আরক অর্দ্ধ পোয়া জলে মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইবে।

---

## আঙ্গুলহাড়া।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ অতিশয় বেদনাযুক্ত, উত্তাপ, স্ফীত, ধপ্‌ধপানি ও লালবর্ণ হইলে বেলেডোনা এবং পুয হইলে ও যন্ত্রণা থাকিলে মারকিউরিয়স-সল ও বেলেডোনা দিবে। পুয গাঢ় হইলে হিপার-সল্‌ফার দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় অস্ত্র করিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

---

## আঘাত।

আঘাত লাগিয়া চর্ম্ম উঠিয়া ও মাংস থেঁতলিয়া গেলে ক্যালেণ্ডি-

উলা অমিশ্র আরকে ন্যাকড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিবে। গভীর ভাবে কাটিয়া ও পুড়িয়া গেলে লিডম ঐ নিয়মে বাহ্যিক প্রয়োগ করিবে।

ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত হইলে টিঃ আর্ণিকা বাহ্যিকও আর্ণিকা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা উচিত।

সন্ধিচ্যুৎ হইলে এবং রক্তস্রাব নিবারণ করিতে হইলে টিঞ্চার হ্যামেমিলিস ও টিঞ্চার আর্ণিকা বাহ্যিক ও আর্ণিকা আভ্যন্তরিক প্রয়োগে আরোগ্য হয়।

আঘাত স্থান ধৌত করিয়া রক্ত বন্ধ করণার্থে শিরা বাঁধিয়া দিবে।

---

## গলক্ষত।

গলার ভিতর রক্তবর্ণ, শুষ্ক বোধ ও গলাধঃকরণে বেদনা বোধ হইলে বেলেডোনা দেওয়া যায়।

যদ্যপি ঘা হইয়া যায় এবং ফুলিয়া উঠে, তবে মারকিউরিয়স্ ও বেলেডোনা পর্য্যায়ক্রমে দিবে। ল্যাকেসিসও ইহার পক্ষে উত্তম।

---

## অনিদ্রা।

বেদনার কারণ ঘুম না হইলে একোনাইট, কফিয়া, হাইওসায়েমস ও বেলেডোনা সেবন করাইবে।

মানসিক শোক ও উত্তেজনা জন্য অনিদ্রায় ইগ্নেসিয়া প্রয়োগ করিবে।

সামান্য অনিদ্রা বশতঃ অসুখে টিঞ্চার জেল্‌সিমিয়ম্ ১।২ ফোঁটা সেবনে সুনিদ্রা হয়।

---

## বাত।

প্রখর বাত ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থা করিবে।

পেশীতে বেদনা ও নড়িতে চড়িতে বেদনা বৃদ্ধি হইলে, ঠাণ্ডা ও হিম লাগিয়া বাত হইলে ব্রাইওনিয়া প্রদান করিবে।

পেশীতে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাঁইটে বেদনা হইলে, জলে ভিজিয়া বাত হইলে এবং চলিয়া বেড়াইতে বেদনার উপশম বোধ হইলে রসটক্স প্রয়োগে উপকার দর্শে।

প্রখর বেদনা কমিয়া গেলে সলফর প্রয়োগে উপকার হয়।

প্রস্রাবের দোষ থাকিলে কল্‌চিকম প্রয়োগ করিবে।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া জন্মিলে ডিজিটেলিস প্রয়োগ করা যায়।

---

## পেশীতে বেদনা।

পেশীতে বাতের ন্যায় বেদনা ও অবশ বোধ হইলে ভেরেট্রম-ভিরিড সেবনে উপকার দর্শে।

অতিশয় শারীরিক পরিশ্রম জন্য বেদনা হইলে আর্ণিকা ব্যবহার করিবে।

প্রদাহযুক্ত অবস্থায় রসটক্স ব্যবস্থা করা উচিৎ। সিমিসিফুগা এই পীড়ার উত্তম ঔষধ।

---

## পক্ষাঘাত।

কম্পসহ পক্ষাঘাত হইলে মারকিউরিয়স-সল্‌ ও রসটক্স পর্য্যায়ক্রমে সেবন করাইবে।

মুখের অবশে কষ্টিকম, একোনাইট ও ইগ্নেসিয়া প্রদান করিবে।

সর্ব্বস্থানে পক্ষাঘাত হইলে ফস্‌ফরস ও কোনায়াম বা বেরাইটা-কার্ব্ব ব্যবস্থেয়।

বালকদিগের হইলে জেলসিমিয়ম্, বেলেডোনা ও সিকেলি ব্যবস্থা করা যায়।

কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইলে ফস্ফরস ও ষ্ট্রীকনিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বাতজনিত পক্ষাঘাত হইলে রসটক্স ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

---

## ক্ষয়কাশী।

ক্ষয়কাশী হইবার সম্ভাবনা হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া, সলফর এবং কর্ডলিবর অয়েল ব্যবহার করিলে পীড়া প্রবল হইতে পারেনা। কর্ডলিবার অয়েল ২ ড্রাম পরিমাণে দিবসে দুই বার দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

রক্ত উঠিতে আরম্ভ হইলে হ্যামোমিলিস, ইপিকাক ও আর্ণিকা ব্যবস্থা করিবে।

অপাক জন্য, ঠাণ্ডা লাগিয়া কষ্টবোধ, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তিবোধ হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া প্রয়োগ করিবে।

অত্যন্ত শুষ্ক কাশী, হলুদ বর্ণের দুর্গন্ধবিশিষ্ট গয়ের, শ্বাসকষ্ট, পেটের পীড়া, বলক্ষয়কারী অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে ফস্ফরস প্রদান করিলে উপকার পাওয়া যায়।

রক্তহীনতা, উদরাময়, অতিশয় ক্ষীণ ও পা ফুলিলে ফেরম দেওয়া কর্ত্তব্য।

কাশী রাত্রিকালে বেশী হইলে ও শয়নকালে উপশম বোধ হইলে হাইওসায়েমস দেওয়া যায়।

মাথা ও বুক ছিঁড়িয়া পড়ে, এরূপ বেগে কাশী হইলে, পার্শ্ব বেদনা ও নিশ্বাস রোধের ভাব থাকিলে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করিবে।

বুক চাপিয়া ধরা,কাটিয়া যাওয়ার ন্যায় জালা ও বলক্ষয়কারী উদরাময় থাকিলে আর্শেনিক দিবে। এই সকল চিকিৎসার মধ্যে একোনাইট প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ ইহাতে প্রদাহ ও রক্তাধিক্য নিবারণ করে।

পুঁজ নির্গত এবং বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম হইলে, পেটফাঁপা ও অজীর্ণ দোষ থাকিলে লাইকোপোডিয়ম দিবে।

উত্তম দুগ্ধ ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য, যাহা সহজে পরিপাক হয়, এরূপ পথ্য প্রদান করা উচিত। গরম কাপড, ফ্যানেল প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। হাত পা বেশী গরম রাখা উচিত। অতিশয় দুর্ব্বল না হইলে ও জর না থাকিলে স্নান নিষিদ্ধ নহে। অল্প অল্প ব্যায়াম ও শুষ্ক বায়ুযুক্ত গৃহে বাস করা উচিত।

---

## দাদ।

রসটক্স ও সলফর সেবনে প্রায় আরোগ্য হইতে দেখা যায়। সল্‌-ফিউরস এসিড ২ ড্রাম ও গ্লিসিরিন ১॥০ তৈল মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে আরোগ্য হয়। অনেকে সিপিয়াও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

---

## ধনুষ্টঙ্কার।

ক্রিমিজন্য ধনুষ্টঙ্কার হইলে ইগ্নেসিয়া বা প্রয়োগে উপকার হয়।

ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে একোনাইট খাইতে দিবে।

অধিক রক্তস্রাব বশতঃ হইলে হ্যামেমিলিস ব্যবহার করিবে। ক্যা-মোমিলা ও কোনায়াম ইহার পক্ষে সুন্দর ফলদায়ক।

আঘাত জন্য এই রোগ উপস্থিত হইলে নক্সভমিকা, ষ্ট্রীকনিয়া, একোনাইট, বেলেডোনা ও হাইড্রোসায়েনিক এসিড অবস্থানুসারে প্রয়োগে আরোগ্য হয়।

এই পীড়ায় আশু জীবন নাশের সম্ভাবনা, অতএব প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

---

## মূর্চ্ছাগত বায়ু বা হিষ্টিরিয়া।

অজ্ঞান হইয়া পড়ার ভাব, মাথাধরা, বুক চাপিয়া ধরা, অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হইলে মস্কস ও ইগ্নেসিয়া ব্যবহৃত হয়।

হিষ্টিরিয়া রোগে যদ্যপি ঋতুর দোষ থাকে, তাহাহইলে পল্‌সেটিলা ও নক্সমস্কেটা প্রয়োগ করিবে।

মুখ রক্তবর্ণ থাকিলে বেলেডনা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

স্নায়বীয় উত্তেজনায় হাইওসায়েমস্ প্রয়োগ বিধেয়।

পেট বেদনা বা পেট ফাঁপা থাকিলে ককিউলস ও এসাফেটিডা প্রয়োগ করিবে।

---

## পাণ্ডুরোগ বা ন্যাবা।

প্রদাহযুক্ত পাণ্ডু ও যকৃতে বেদনা থাকিলে একোনাইট প্রদান করিবে।

সকল প্রকার পাণ্ডুরোগেই মারকিউরিয়স উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মদ্যপান জন্য, কোষ্ঠবদ্ধ ও যকৃতে বেদনা থাকিলে নক্সভমিকা প্রয়োগ করিবে।

পুরাতন হইলে ফস্ফরস্, চায়না ও সল্‌ফর ব্যবহৃত হয়।

চেলিডোনিয়ম ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

---

## হিক্কা।

অতিশয় মদ্যপায়ীর সামান্য হিক্কা হইলে কিম্বা আহারের অনিয়ম বশতঃ উক্ত পীড়া হইলে নক্সভমিকা প্রয়োগ করিবে।

প্রবল হিক্কা ও মস্তিষ্কের অবস্থা মন্দ হইলে বেলেডনা ও হাইওসায়েমস্ দেওয়া যায়।

উচ্চ শব্দযুক্ত হিক্কায় সাইকিউটা প্রয়োগ করিবে।

নড়িতে চড়িতে হইলে কার্ব্বভেজিটেবিলিস। জলপান ও তামাক খাইলে ও পুনঃ পুনঃ হিক্কা হইয়া নিশ্বাস বন্ধের ভাব হইলে পল্‌সেটিলা ব্যবস্থা করিবে।

আহারের পর হিক্কা হইয়া পেটবেদনা উপস্থিত হইলে ফস্ফরস দেওয়া যায়।

ক্রিমিজন্য অনুভূত হইলে সিনা ব্যবস্থা করিবে। একোনাইট, ইগ্নেসিয়া ও সল্‌ফর অবস্থামত সময়ে সময়ে প্রয়োগ করিবে।

বরফ ও শীতল জল খাইতে দিলে অনেক সময় হিক্কা নিবারণ হইয়া থাকে।

---

## বুকজ্বালা।

এই পীড়াতে নক্সভমিকা দিবসে ৩।৪ বার দিলে বুকজ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে।

সল্‌ফর, পলসেটিলা, বিস্‌মথ ও ক্যাপসিকম, অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

---

## রক্তস্রাব।

মূত্রস্থলী ব মূত্রগ্রন্থী হইতে রক্ত নির্গত হইলে ক্যান্থারিজ, টেরিবিন্থিনা ও হ্যামোমিলিস অমিশ্র আরক দেওয়া যায়।

অন্ত্র হইতে অর্থাৎ বাহ্যের সঙ্গে গুহ্যদ্বার দিয়া শুদ্ধ রক্ত নির্গত হইলে, টেরিবিন্থিনা, হ্যামোমিলিস, ইপিকাক ও আর্শেনিক দেওয়ায় উপকার হয়।

## অর্শ।

একাকী অবস্থান জন্য হইলে নক্সভমিকা ও সল্ফর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা উচিত; কেননা এই দুইটী অর্শের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

কোষ্ঠবদ্ধ ও বেদনা থাকিলে ইস্কিউলস ও নক্সভমিকা দেওয়া উচিত।

রক্তস্রাবযুক্ত অর্শে হ্যামোমিলিস প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

পুরাতন অর্শে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে আর্শেনিক প্রয়োগ করা যায়।

অর্শে পুয হইলে মারকিউরিয়স খাইতে দিবে।

---

## রক্তবমন।

যদ্যপি রক্ত কালবর্ণ অর্থাৎ শিরা হইতে নির্গত হয়, তাহাহইলে হ্যামোমিলিস দেওয়া কর্ত্তব্য।

বুকে বেদনা থাকিলে ও দুর্ব্বলতা বশতঃ হইলে ফস্ফরস্ ও ইপিকাক ব্যবহৃত হয়।

আঘাত লাগিয়া রক্ত বমন হইলে আর্ণিকা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

চিৎকার করিয়া কথা কহা বা গান করা উচিত নহে। পুষ্টিকারক, অথচ সহজে পরিপাক হয়, এরূপ পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

---

## চুল উঠিয়া যাওয়া।

এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, ক্যাল্কেরিয়া, গ্র্যাফাইটিস, হিপার সল্ফর ও সাইলিসিয়া, এই কয়েকটী ঔষধ এই রোগে ব্যবহৃত হয়।

---

## বিকার জ্বর (টাইফয়েড ফিবার)

রোগের প্রারম্ভাবস্থায় টিঞ্চার ব্যাপটীসিয়া সেবনে বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে।

বেশী প্রকাশ হইলে ও উদরাময় বর্ত্তমান থাকিলে ইপিকাক ও আর্শেনিক পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক ঘণ্টায় প্রয়োগ করা উচিত।

অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ হইলে, ভেরেট্রম সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে রসটক্স, মিউরিয়েটিক এসিড বা আর্শেনিক ব্যবস্থা করিবে।

পেটহইতে রক্তস্রাব হইলে টেরিবিন্থিনা বা নাইট্রিক এঃ প্রয়োগ করিবে।

ফুস্ফুসের পীড়ায় অর্থাৎ কাশী, বুকে বেদনা প্রভৃতি অবস্থায় ফস্ফরাস্ ও ব্রাইওনিয়া বিশেষ উপকারী।

মাথাঘোরা, চক্ষু রক্তবর্ণ, মাথাধরা প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া বর্ত্তমান থাকিলে হাইওসায়েমস, বেলেডোনা বা ওপিয়ম ব্যবস্থা করিবে।

---

## টাইফস জ্বর।

ইহাও বিকার জ্বর, ইহাতে পেটের পীড়া থাকে না, মস্তিষ্কের অবস্থা প্রায়ই মন্দ থাকে, শারীরিক শক্তি হ্রাস হয়। অধিকাংশ অবস্থা-তেই এই ঔষধ গুলি ব্যবহৃত হয়;—একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, ব্যাপ্-টিসিয়া, জেল্সিমিয়ম্, রসটক্স ও আর্শেনিক।

অতিশয় দুর্ব্বল হইলে ফস্ফরিক এসিড ও আর্শেনিক ব্যবস্থা করিবে।

ফুসফুসের পীড়ায় কাশী ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকিলে ফস্ফরাস দেওয়া কর্ত্তব্য।

নাড়ী পাওয়া যায় না, এরূপ অবস্থায় কার্ব্বভেজিটেবলিস।

মস্তিষ্কের পীড়ায় টাইফয়েড জ্বরের ন্যায় হাইওসায়েমস, বেলেডোনা ও ওপিয়ম ব্যবস্থা করিবে। টাইফস জ্বরে রসটক্স ও ব্রাইওনিয়া উত্তম ঔষধ।

জ্বরসত্বে জলসাগু, পেটের পীড়া না থাকিলে দুগ্ধ ও মাংসের যুস পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

---

## বসন্ত।

প্রথম অবস্থায় জ্বর থাকিলে এবং কম্প, উত্তাপ, চর্ম্ম শুষ্ক, নাড়ী দ্রুতগামী হইলে ও গাত্রবেদনা থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থা করিবে।

গুটী বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত বেলেডোনা দেওয়া যায়, কিন্তু জ্বরের সর্ব্বাবস্থায় একোনাইট প্রয়োগ করা যায়।

এণ্টিমনিয়ম টার্টারিকম বসন্তরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ, বসন্ত হওয়া স্থির হইলে এবং গাত্রসন্তাপ, জ্বর, বমনোদ্বেগ বা বমন হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

যখন গুটিকা উৎপন্ন হইয়া পুঁজ উৎপন্ন হয়, তখন মারকিউরিয়স-সল ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্কের অবস্থা মন্দ হইলে ও চক্ষে আলোক অসহ্য বোধ বেলেডোনা ব্যবস্থা করিবে।

অনিদ্রা ও অস্থিরতা বর্ত্তমানে কফিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

মুখমণ্ডল স্ফীত হইলে এপিস দেওয়া যায়। যদ্যপি হঠাৎ গুটিকা বসিয়া যায়, অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়া পড়ে, উদরাময় থাকে, চর্ম্ম শীতল বোধ হয়, তবে ক্যাম্ফর ২।৩ ফোঁটা ১০।১৫ মিনিট অন্তর বার বার সেবন করিতে দিবে, যতক্ষণ চর্ম্ম উষ্ণ ও গুটিকা বাহির না হয়, ততক্ষণ এইরূপ করিবে।

যখন পীড়া অনিয়মিত হইয়া পড়ে, গুটিকা বসিয়া যাওয়ার মত বোধ হয়, ভিতরে লসিকা স্ফটীকবৎ স্বচ্ছ বা হলুদ না হইয়া সবুজ, লাল বা কাল রং হয়, এবং পচিতে আরম্ভ হয়, তখন, আর্সেনিক না দিয়া সলফর দেওয়া উচিত।

যদ্যপি সলফরে কাজ না হয়, তাহাহইলে কার্ব্বভেজিটেবিলিস' নাইট্রিক এসিড বা আর্সেনিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

রোগীর গৃহে পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক বিছানা ও পরিচ্ছদ পরিস্কৃত রাখা উচিত। জ্বরকালে জলসাগু, বার্লি, এরারুট প্রভৃতি দেওয়া যায়, অন্য সময়ে দুগ্ধ, মাংসের যুস, ডিম্ব প্রভৃতি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

---

## ফুসফুস্ প্রদাহ (নিমোনিয়া)।

প্রথমাবস্থায় যখন জর থাকে, বুক ও পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে ভারি-বোধ এরূপ বেদনা, বুকের উপর অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করিলে পূর্ণ ধপ্ ধপ্ শব্দ ও ক্রেপিটেশন শুনিতে পাওয়া যায়, তখন একোনাইট ফক্ফরস্ পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সঙ্গে ফুসফুসাবরক প্রদাহ থাকিলে পর্য্যায়ক্রমে প্রদানে উপকার দর্শে।

বায়ুনালীর অবস্থা মন্দ হইলে অর্থাৎ কাশী থাকিলে এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

বৃদ্ধ লোকদিগের ও দুর্ব্বলাবস্থায় আর্সেনিক বা নাইট্রিক এসিড প্রদানে উপকার হয়। অধিক দিনের হইলে সলফর ব্যবস্থা করিবে।

পচন আরম্ভ হইলে কার্ব্বভেজিটেবিলিস্, আর্সেনিক ও ল্যাকেসিস প্রদান করা কর্ত্তব্য।

বক্ষস্থলে গরম ভুষির বা মসিনার মত পুলটিস বা স্পঞ্জিওপাইলিন বাঁধিয়া দিলে উপকার হয়। ডাক্তার সাল্‌জারের মতে ব্রাইওনিয়া ও

ফস্ফরস এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ। দুগ্ধ ও পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক এরূপ দ্রব্য পথ্য দেওয়া দেওয়া উচিত।

---

## খোস বা পাঁচড়া।

সলফর দিবসে দুইবার খাইতে দিলে খোস বা পাচড়া আরোগ্য হইয়া থাকে। খোস সাবান ও গরম জলে ধুইয়া ফেলিবে, ঘা সর্ব্বদা পরিস্কার রাখা উচিত, কেননা পাঁচড়ার রস যে স্থানে পড়িবে, সেই স্থানে ঘা হইতে পারে।

---

## চক্ষের প্রদাহ।

সর্দ্দির কারণ চক্ষে প্রদাহ হইলে একোনাইট ও বেলেডোনা পর্য্যায়-ক্রমে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ঘা হইলে হিপার-সলফর বা নাইট্রিক এসিড প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

গরমীর পীড়ার জন্য হইলে নাইট্রিক এসিড ও অরম প্রয়োগ করিবে।

চক্ষু অত্যন্ত ফোলা ও জলপড়া থাকিলে ইউফ্রেসিয়া দেওয়া যায়।

---

## সর্পাঘাত।

এমোনিয়া খাওয়াইলে ও ঘা মুখে প্রদান করিলে অনেক উপকার হইতে পারে।

শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে আর্শেনিক শীঘ্র শীঘ্র খাইতে দিবে।

দষ্টস্থানের উপরে ও নিচে বাঁধিয়া রক্ত চলাচল বন্ধ করিবে, কেননা রক্তের সহিত বিষ উপরে উঠিয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত করিবে।

কামড়াইবা মাত্র দষ্টস্থান পুড়াইয়া দিলেও উপকার হয়।

---

## উপদংশ বা গরমী।

নূতন প্রাইমারী উপদংশে মারকিউরিয়স-সল বিশেষ উপকারী।

জরদন্তে একোনাইট প্রয়োগ করিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় মারকিউরিয়স-বিন আইওডাইড দেওয়া যায়।

অতিশয় পারা ব্যবহার জন্য হইলে নাইট্রিক এসিড প্রয়োগ করা উচিত।

অন্যান্য অবস্থায় কালিবাইক্রমিকম্, কালিহাইড্রো-আয়োডিকম্, আর্শেনিক ও থুজা প্রয়োগ করিবে।

প্রাইমারী পীড়া অতিশয় মন্দ হইলে আর্শেনিক প্রদান করা যায়।

বাগী হইলে মারকিউরিয়স-সল্ ও হিপার-সলফর অতিশয় উপকারী।

ঘা থাকিলে কার্ব্বলিক এসিড জলে বা গ্লিসরিণে মিশাইয়া লাগাইলে উপকার হয়।

---

## হুপিং কাশী।

এই পীড়াতে সর্ব্বদা তিনটী অবস্থা দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ ঠাণ্ডা লাগা, দ্বিতীয়তঃ বার বার কাশী ও নিশ্বাস রুদ্ধের ভাব এবং হুপিং শব্দবিশিষ্ট কাশী, তৃতীয়তঃ হুপিং থামিয়া গিয়া অতিশয় গয়ের উঠা।

প্রথমাবস্থায় যদি শুষ্ক কাশী হয়, তবে বেলেডনা; যদ্যপি ঘড় ঘড় করে, তাহাহইলে হিপার-সলফর ব্যবস্থা করা উচিত।

দ্বিতীয়াবস্থায় হাঁপানির মত ও বমন হইলে ইপিকাক, স্বরভঙ্গ ও শ্লেষ্মা অধিক হইলে ড্রসিরা প্রয়োগ করিবে।

তৃতীয়াবস্থায় অধিক শ্লেষ্মা উঠিলে পল্‌সেটিলা দিবে। ক্রুপের মত কাশী, ছটফটানি, সর্ব্বশরীর কম্প এবং ফুস্‌ফুসের বায়ুনালী বদ্ধ হইয়া শ্বাসরুদ্ধ বশতঃ হটাৎ মৃত্যু সম্ভাবনা হইলে কিউপ্রম দেওয়া যায়। হঠাৎ অতিশয় বিরক্তিজনক কাশী হইলে বেলেডনা ব্যবহার্য্য।

---

## পিত্তাধিক্য মাথাধরা।

বমনোদ্বেগ, বমন, পিত্ত ও অম্ল বমন, তিক্তস্বাদ, অতিশয় তৃষ্ণা, ক্ষুধামান্দ্য, মাথাধরা, জিহ্বা কাটা ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মারকিউরিয়স ও নক্সভমিকা ২ ঘণ্টান্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে।

আহারের অনিয়মে হইলে পলসেটিলা দেওয়া কর্ত্তব্য।

---

## মাথাধরা।

পিত্তজন্য, কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, স্নায়ুর উত্তেজনা ও সর্দ্দি বসিয়া গিয়া যদ্যপি মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা থাকে; ভারিবোধ হয় এবং নাসিকা বদ্ধ হইয়া যায়, তাহাহইলে নক্সভমিকা দেওয়া যায়।

যদ্যপি কর্ত্তনবৎ বা বিদ্ধ করণের ন্যায় প্রবল বেদনা থাকে, গাঢ় সর্দ্দি নির্গত হয়, কিম্বা একদিকে হয়, তাহাহইলে ব্রাইওনিয়া প্রদান করিবে।

গা বমি বমি থাকিলে ইপিকাক দেওয়া উচিত।

স্ত্রীলোকের ও ঠাণ্ডা জন্য হইলে ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিবে।

যদ্যপি সর্দ্দি একালে বসিয়া যায়, পরে মাথা ধরে, তাহাহইলে প্রথমে একোনাইট পরে বেলেডনা ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার হয়।

মস্তকে রক্তাধিক্য, কর্ণের সম্মুখে ধপ্‌ধপানি ও রৌদ্র লাগিয়া হইলে বেলেডনা দেওয়া উচিত।

সর্দ্দি জন্য হইলে মারকিউরিয়স প্রয়োগ করিবে।

স্নায়বীয় উত্তেজনা বশতঃ ইগ্নেসিয়া ও কফিয়া দেওয়া উচিত। জেল্‌সিমিয়ম ও সাইলিসিয়াও কখন কখন ব্যবহৃত হয়।

---

## নারাঙ্গা।

কোন স্থান অতিশয় স্ফীত হইলে, আলাবৎ উত্তাপ, মাথাধরা ও অস্থিরতা থাকিলে বেলেডনা দিবে।

যদ্যপি জ্বর থাকে, চর্ম্ম শুষ্ক, উত্তাপযুক্ত ও তৃষ্ণা থাকিলে রসটক্স ও একোনাইট দেওয়া যায়।

এপিস এই রোগের এক উত্তম ঔষধ।

---

তৃতীয় ভাগ সম্পূর্ণ।

# সরল ডাক্তারী শিক্ষা।

## তৃতীয় ভাগ।

### হাকিমী, মুষ্টিযোগ এবং অবধৌতিক মতের চিকিৎসা।

হাকিমী, মুষ্টিযোগ এবং অবধৌতিক, এই ত্রিবিধ চিকিৎসাই তৃতীয় ভাগে সন্নিবেশিত করা হইল। হাকিমী ও মুষ্টিযোগ চিকিৎসার ওজন প্রণালী ভিন্ন প্রকার, সুতরাং তাহা অনেক পাঠকের অসুবিধাজনক, এই জন্য হাকিমী ওজনের মাষা ও দুরুহ শব্দ অর্থাৎ হাকিমী ঔষধের তদ্দেশীয় নাম এবং মুষ্টিযোগের ওজন পল পরিত্যাগ করিয়া তোলা ও আনার ওজন ব্যবস্থা করিলাম, ইহাতে সাধারণের সুবিধা ব্যতীত অসুবিধা ঘটিবে না।

ইহাতে যে সকল ঔষধ লিখিত হইল, তাহা সকল দেশে এবং সকল সময়েই পাওয়া যায়। অনেকে ডাক্তার কবিরাজের সাহায্য ব্যতীত এই মতের চিকিৎসায় সকল কাম হইতে পারিবেন।

ইহাতে যে সকল ঔষধের মাত্রা লিখিত হইল, তাহা পূর্ণ বয়স্কদিগের, সুতরাং দেশ, কাল, পাত্র, প্রভৃতি বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধের মাত্রা স্থির করিয়া সেবন করাইবেন। কোন ঔষধ ৪।৫ দিবস সেবন করাইয়া বিশেষ ফল না পাইলে কিছু দীর্ঘকাল সেবন করান কর্ত্তব্য।

ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে ক্বাথ্যদ্রব্য সমুদয়ে ২ তোলা, জল অর্দ্ধ-সের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইতে হয়।

পুটপাক প্রস্তুত করিতে হইলে পুটপাকের লেপ দুই অঙ্গুলি পুরু হওয়া আবশ্যক এবং লেপ জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ হইলেই পুটপাক সম্পন্ন হয়। লেপ দিবার পূর্ব্বে ঔষধীয় দ্রব্য সকল গাম্ভারী, বট বা জামের পত্রদ্বারা উত্তমরূপ বেষ্টন করিয়া দেওয়া উচিত।

---

## জ্বর চিকিৎসা।

পটোলপত্র, হরীতকী, চিরতা, বাকসপত্র ও গুলঞ্চ; ইহাদিগের ক্বাথ পান করিলে কফজনিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ধনে ও পটোলপত্রের ক্বাথ সেবন করিলে পিত্তজ্বরের বিশেষ উপকার হয়।

ক্ষেৎপাপড়া ও শেফালিকা পত্রের রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

কেবল মাত্র শেফালিকা পত্রের রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

গুলঞ্চ ১ তোলা, ক্ষেৎপাপড়া ১ তোলা ও শেফালিকা পত্র ১ তোলা একত্রে কুটিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ নিঙ্গড়াইয়া রস বাহির করিবে, পরে ঐ রসে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর আরোগ্য হয়।

চিরতা, গুলঞ্চ ও পিপুল; ইহাদিগের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ রোগীর বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় জলের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

ক্ষেৎপাপ্‌ড়ার রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুসহ সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

তুলসীপত্রের রস কিম্বা দ্রোণপুষ্পের রস ২ তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মরীচ চূর্ণের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিমপাতা, উচ্ছেপাতা, কালতুলসীর পাতা ও গোলমরিচ; প্রত্যেকে সমানাংশ গ্রহণ করতঃ একত্র পেষণ করিয়া মটর প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রাতে গোমূত্র অনুপানে সেবন করিলে প্লীহা সংযুক্তজ্বর আরোগ্য হয়।

কন্টকারী, তেউড়ি কেশুরিয়া খেৎপাপ্‌ড়া ও মুথা; ইহাদের কাথ পান করিলে বিষমজ্বর নিবারণ এবং দাস্ত পরিষ্কার হয়।

ক্ষেৎপাপ্‌ড়া, পাথরকুচি (বালা), রক্তচন্দন ও শুঁঠ; ইহাদিগের কাথ সেবন করিলে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ধনিয়া ভিজান জল বাসি করিয়া চিনি সহযোগে পান করিলে, আভ্যন্তরিক দাহ অতি সত্বর প্রশমিত হয়। কুটিত ধনে ২ তোলা, জল অর্দ্ধপোয়া।

ক্ষেৎপাপ্‌ড়া, গুলঞ্চ ও আমলকীর কাথ সেবন করিলে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

পিত্তজ্বরে যে ব্যক্তি তৃষ্ণা ও দাহে অত্যন্ত কাতর হয়, তাহার শিরঃপ্রদেশে ভূমিকুষ্মাণ্ড (ভুইকুমড়া) দাড়িমের খোসা, লোধকাষ্ঠ, কৎবেল ও ছোলঙ্গলেবুর কেশর সমভাগে লইয়া একত্র উত্তমরূপে পেষণ করতঃ প্রলেপ দিবে। ইহা জীর্ণজ্বরেই ব্যবহার হইয়া থাকে। কারণ তরুণজ্বরে তাদৃশ শীতল ক্রীয়া করার পক্ষে সুশ্রুতে নিষেধ আছে।

পিত্তজ্বরে রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া নাভিদেশে তামা বা কাঁসা প্রভৃতির গভীর পাত্রে সুশীতল জল উপযুক্ত পরিমাণ ঢালিলে, আশু দাহ নিবারিত হয়। কিন্তু জল ঢালার কালে যাহাতে রোগীর গাত্রে জলকণিকা না লাগে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

পিত্তজ্বরে কাঞ্জিক দ্বারা বস্ত্র আর্দ্র করিয়া শরীর অবগুণ্ঠন করিলে দাহ নিবৃত্তি হয়।

মুথা, ইন্দ্রযব. হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটকী, পরধুষা ফল; এই সকলের কাথ সেবন করিলে কফজ্বর বিনষ্ট হয় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

কুড়, ইন্দ্রযব, সূচীমুখী ও পটোলপত্র; ইহাদিগের কাথ সেবন করিলে কফজ্বর বিনষ্ট হয়।

আকনাদির কাঁচালতার বালা প্রস্তুত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু প্লীহা থাকিলে অব্যবহার্য্য।

আপা- র মূলের রসের নস্য অথবা অপরাজিতা পাতার রসের নস্য ২।৩ দিন গ্রহণ করিলে পালাজ্বর দূরীভূত হয়।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোলপত্র বাকসপত্র, গুলঞ্চ, কট্‌কী ও বচ; এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবনে কফজ্বর বিনষ্ট হয়।

পিপুলের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর, প্লীহা ও হিক্কা নিবারিত হয়। অপর এই ঔষধ বালকের পক্ষেও প্রশস্ত; কিন্তু মাত্রা খুব অল্প হওয়া আবশ্যক।

কণ্টকারী, বেড়েল, রাস্না, বলালতা, গুলঞ্চ ও শ্যামালতা; এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে বাতপিত্তজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মুথা. শুঁঠ ও চিরতা; ইহাদের প্রত্যেক বস্তু দুই তোলা মাত্রায় লইয়া কাথ করিবে। এই কাথ কফ, বাত ও আমপ্রশমক পাঁচন এবং জ্বরবিনাশক।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, মুতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, পটোলপত্র, নিমছাল, বাকসপত্র, চিরতা, গুলঞ্চ ও দুরালভা; ইহাদিগের কাথ ত্রিদোষনাশক।

জ্বরে ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে, সেই ঘর্ম্ম রোধার্থ কুলথকলাই ভাজিয়া তাহার চূর্ণ রোগীর অঙ্গে মালিসকরিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কট্‌কী; ইহাদিগের কাথ সপ্তমজ্বরনাশক।

চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠ; ইহাদিগের কাথ তৃতীয় জ্বর-নাশক।

অর্দ্ধ তোলা পিপুলের সহিত অর্দ্ধ তোলা পুরাতন গুড় সেবন করিলে কাস, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, কৃমি, অজীর্ণ ও জ্বর প্রভৃতি নষ্ট হয়।

পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে রসোনের কল্ক প্রতি দিবস প্রাতে দুই আনা কিম্বা চারি আনা গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলেও পূর্ব্বরূপ উপকার দর্শিয়া থাকে।

বকপাতার সরস দ্বারা নস্য করিলে চাতুর্থক জ্বর নিবৃত্তি হয়।

গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, চিরতা ও নিমছাল; এই সকল কাথ সেবন করিলে সকল প্রকার বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, কিস্‌মিস্‌, সোঁদাল ও বাসকমূলের ছাল; ইহাদিগের কাথে মধু একসিকি ও চিনি একসিকি প্রক্ষেপ করিয়া সেবন করিলে ঐকাহিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

---

## অতীসার চিকিৎসা।

আম, জাম ও আমলকীপাতার রস দুই তোলা কিঞ্চিৎ মধু সহযোগে সেবন করিলে অতি প্রবল রক্তাতীসার নিবৃত্ত হয়।

বাবলাপত্রের রস অথবা সোনাছাল ও কুটজের ছালের রস দুই তোলা পরিমাণ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতীসার বিনষ্ট হয়।

বালা, ইন্দ্রযব, ধনে, মুথা ও মোচরস; এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে অতীসার রোগ বিনষ্ট হয়।

বেলশুঁঠ, কুটজছাল, মুথা ও আতিস; ইহাদিগের কাথ সেবনে প্রবল রক্তাতীসার দূরীভূত হয়।

শুঁঠ, আতিস ও মুথা ; ইহাদিগের কাথ অতীসার ও বেদনানাশক, আমপাচক ও অগ্ন্যুদ্দীপক।

আকন্দ, ইন্দ্রযব, হরীতকী ও শুঁঠ ; ইহাদিগের কাথ বেদনা সহ আমাতীসার বিনাশক।

বিংশতিটী মুথা কুটিত করিয়া দেড় পোয়া জল ও অর্দ্ধ পোয়া ছাগ-দুগ্ধ সহ পাক করিবে। অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপুত করিয়া ঐ কাথ আমাতীসরীকে সেবন করিতে দিবে, ইহা দ্বারা অতীসার জনিত বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

কাঁচড়া, জাম, দাড়িম এই সকলের পাতা, বেলশুঁঠ বালা, মুথা, শুঁঠ ; ইহাদিগের কাথ সেবন করিলে অতি প্রবল রক্তাতীসার নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

কেবলমাত্র ইন্দ্রযবের কাথ সেবনে পিত্তাতীসার নিবারিত হয়।

মউয়াফুল, কট্‌ফল ও দাড়িমের খোসার চূর্ণ দুই আনা বা চারি আনা অথবা ইহা হইতে অধিক মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেবনে অতীসার বিশেষতঃ পিত্তাতীসার বিনষ্ট হয়।

কুটজের ছাল, আতিস, মুথা ও হরিদ্রা, ইহাদিগের কাথ রক্তাতী-সার নিবারক।

বেলশুঁঠ ও আম্রাস্থির ( আমের আঁঠির শস্য ) কাথ কিঞ্চিৎ চিনি ও মধুসহ সেবনে অতীসার ও বমন নিবৃত্তি হয়।

ইন্দ্রযব ও কুটজের কাথ সেবন করিয়া, মধ্যাহ্নে ঘোলের সহিত অন্ন আহার করিলে, সর্ব্বপ্রকার অতীসার, আমাশয় প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে।

পটোলপত্র, যব ও ধনে, ইহাদিগের কাথ বমন ও অতীসার-নাশক।

কুটজ, বেলশুঁঠ, দাড়িমের খোসা, মুথা ও আম্রাস্থি, ইহাদিগের কাথ রক্তাতীসার নিবারক।

চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা দাড়িমের কুঁড়ি পেষণ করিয়া এক পোয়া ঘোলের সহিত সেবন করতঃ ঘোলের সহিত অন্নাহার করিবে। কিন্তু জ্বর অবস্থায় ঘোল নিষেধ।

এক সিকি বা অর্দ্ধতোলা তণ্ডুলীয়ক (কাঁটানটিয়া) পেষণ করতঃ চাউলের জলের সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার নিবৃত্তি হয়।

একসিকি বা অর্দ্ধতোলা কৃষ্ণতিল পেষণ করতঃ কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া এক ছটাক বা অর্দ্ধ ছটাক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে এক দিবসেই রক্তাতীসার প্রশমিত হয়।

কেবলমাত্র এক কূটজের কাথ সেবনে প্রবল রক্তাতীসার নিবৃত্তি হয়।

অর্দ্ধতোলা পরিমাণ থুল্‌কুড়ীর (থান্‌কুনির) পাতার রস কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে আমাশয় রোগ বিনষ্ট হয়।

বেলশুঁঠ, মুথা ও হরীতকীর কাথ বেদনাযুক্ত আমাশয়ের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কচিপোড়া বেলের শস্য ১ তোলা, তিলবাটা অর্দ্ধ-তোলা, ঘোলের সহিত সেবন করিলেও আমাশয়রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

গাঁদাইল (গন্ধভাদুলিয়) পাতার রস ২ তোলা সেবন করিলে আমাশয় নিবারণ হয়। এবং উক্ত পাতার ঝোল রন্ধন করিয়া অন্নের সহিত সেবনেও বিশেষ উপকার হয়।

একসিকি বাব্‌লাবৃক্ষের কুঁড়ি কিঞ্চিৎ চিনির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তামাশয় নিবারণ হয়।

অতীসার চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

---

## গ্রহণীরোগ চিকিৎসা।

শুঠ, মুথা, আতিষ, গুলঞ্চ, ইহাদিগের কাথ সেবনে গ্রহণীরোগ নিরারিত হয়।

জামপত্র, দাড়িমের খোসা, বালা, ইহাদের কাথ গ্রহণী নিবারক।

একতোলা বেলশুঠ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহাতে একতোলা ইক্ষুগুড় ও চারি আনা শুঠের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অম্লপোয়া তক্রের সহিত দুইবেলা সেবন এবং তক্রের সহিত অন্নাহার করিবে। ইহাতে অতি উগ্র গ্রহণীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

প্রতি দিবস প্রাতে কাঁচা পোড়া-বেলের শস্য ৪ চারি তোলা ও দুইতোলা ইক্ষুগুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া এরূপ কিছুদিন সেবন করিলে সংগ্রহগ্রহণী রোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

রক্তচিতা, পিপুল দাড়িমের খোসা, ইহাদিগের অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ দুই আনা অথবা তিন আনা পরিমাণ দাড়িমের রস অনুপানে সেবন করিবে। ইহাতে অতি শীঘ্র আমদোষ পরিপাক ও অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দাড়িমের ছাল ১ তোলা ও কুটজের ছাল ১ তোলা, ইহাদিগের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অতীসার ও গ্রহণী রোগের পক্ষে উপকার হইয়া থাকে।

ধনিয়া, আতিষ, বালা ( পাথরকুচি ) ও যমানী জৈন, ইহাদের কাথ গ্রহণীরোগ নাশক।

ধনিয়া, শুঠ, বেলশুঠ, মুথা, বাল পাথরকুচি ইহাদিগের কাথ পান করিলে গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

কুটজ, আতিষ, মুথা, ধাইফুল, ইহাদের কাথ গ্রহণী রোগ নাশক।

মুথা, বালা, দাড়িমের খোসা, ইহাদিগের কাথ গ্রহণীরোগ নাশক। শালপাণি ( ছালানি ), বালা, বেলশুঠ, ধনিয়া ও শুঠ, ইহাদের কাথ সেবন করিলেও আধ্মান ও শূল সহিত বাতজ গ্রহণী বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গুল গন্ধক শোধিত সংশলোচন, অহিফেন ও কড়িভস্ম, এই সমুদয় দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ করতঃ দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা মুথার রস অনুপানে সেবন করিলে গ্রহণী ও রক্তাতিসার রোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

শ্বেতচন্দন ও কর্পুর একত্র পেষণ করিয়া নাভির উপরে প্রলেপ দিলে সংগ্রহগ্রহণীর পক্ষে হিতকর।

ঘৃতে ভাজা অগ্নিহরীতকীর চূর্ণ তিন কিম্বা চারি আনা সমান পরিমাণ মিছরীর সহিত সেবন করিয়া তক্র সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বহুকালের গ্রহণীরোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

পাকা কৎবেলের পানা মিছরির সহিত মিশ্রিত করতঃ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে গ্রহণী ও অতিসার নিবারণ হয়।

অহিফেন ও হিঙ্গুল সমভাগে লইয়া তেলাকুচার পাতার রসদ্বারা মর্দ্দন করতঃ অর্দ্ধরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া দিবসে ২ বার সেবন করিবে। অনুপান তক্র ঘোল। ইহা রক্তাতিসার ও গ্রহণীনাশক।

গ্রহণী চিকিৎসা সমাপ্ত।

---

## অর্শ চিকিৎসা।

কৃষ্ণতিল বাটা দুইতোলা, প্রতিদিবস প্রাতে সেবন করিয়া শীতল জল পান করিবে। ইহার দ্বারা সপ্তাহ মধ্যে অর্শের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

হরীতকী ১ তোলা, ইক্ষু গুড় অর্দ্ধ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শের পক্ষে উপকার হয়।

অর্শরোগীর দাস্ত বদ্ধ হইলে যমানী চৈন একসিকি ও বিটলবণ একসিকি অর্দ্ধ পোয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

তিক্ত লাউবীজ ও ঔদ্ভিদলবণ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করতঃ

কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া গুহ্যদেশে প্রলেপ দিলে অর্শরোগ নিবারিত হয়।

রক্তচিতার মূলের ছাল জলদ্বারা পেষণ করিয়া ও পাত্রের মধ্যে প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ তাহাতে দধি পাতিয়া রাখিবে, পরে ঐ দধির দ্বারা তক্র প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে অথবা উক্ত দধিই সেবন করিবে। ইহাতে অর্শরোগ প্রশমিত হয়।

তিল ১ তোলা ও শোধিত ভেলারবীজ দুইআনা গ্রহণ করতঃ একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে অজীর্ণ ও অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গোমূত্রে হরিতকী ২ তোলা পেষণ করতঃ তুল্য পরিমাণ ইক্ষুগুড় সহ সেবনে অর্শ বিনষ্ট হয়।

ঘৃতদ্বারা ভর্জ্জিত হরীতকী চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, একতোলা মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শ বিনষ্ট হয়।

বেলশুঠ একতোলা উত্তম রূপ পেষণ করিয়া তাহাতে একসিকি পরিমাণ শুঠের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তার্শ পীড়িত রোগীর বিশেষ উপকার হয়। অপর জ্যোৎস্নিকা কোষাতকী বা ঘোষাফল পেষণ করিয়া অর্শাঙ্কুরে প্রলেপ দিবে।

একতোলা নবনীত মাখন ও এক তোলা তিলবাটা একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিবস প্রাতে সেবন করিলে অর্শের পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

মাখন দুই তোলা, নাগকেশরের রেণু দুই আনা ও কিঞ্চিৎ চিনি প্রতিদিবস প্রাতে একত্র মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে অর্শ দূরীভূত হয়।

এক মাত্র তক্র উপযুক্ত পরিমাণে প্রত্যহ কিছুদিন সেবন করিলে রক্তার্শ দূরীভূত হয়।

অর্শ-বলিতে অত্যন্ত বেদনা হইলে বলিতে গন্ধবিরজার ধুম প্রয়োগ করিলে আশু বেদনা প্রশমিত হয়।

বহির্ব্বলিতে ঘোষাফলের চুর্ণ ঘর্ষন করিলে বলির পতন হইয়া থাকে।

রসাঞ্জন এক আনা গুড় দুইতোলা, একত্র ও মিশ্রিত করিবা সেবন করিলে রক্তাশ নিবারিত হয়।

অর্শ চিকিৎসা সমাপ্ত।

---

## অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসা।

যমানি ( জৈন ) একসিকি উত্তমরূপে পেষণ করতঃ তাহাতে দুই আনা সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অজীর্ণরোগ বিনষ্ট হয়।

পিপুল ও হরিতকীর কাথে অর্দ্ধতোলা সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ধুমোদ্গার ( চোঁয়াঢেকুর ) ও অজীর্ণ নিবারিত হয়।

ধনিয়া ও শুঠের কাথ পান করিলে আমাজীর্ণ বিনষ্ট হইয়া অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হিঙ্গু, মরীচ, পিপুল শুঠ ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ করিয়া পেটে প্রলেপ দিয়া নিদ্রা যাইলে সকল প্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

শুঠ একতোলা ও যমানী এক তোলা কুটিত করতঃ একপোয়া গরম জলে দুই ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া সেইজল পান করিলে অজীর্ণ ও পেটের ফাঁপ প্রশান্ত হয়।

বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করিলে অগ্নির বল বৃদ্ধি হইয়া ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক পায়।

বিট্‌লবণ, হরীতকী, পিপুল ও রক্তচিতার মুল, এই সকল দ্রব্যের চুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে দুই আনা বা চারি আনা চুর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

প্রতি দিবস প্রাতে সৈন্ধবলবণের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে আদ্রক

ভক্ষণ করিলে জিহ্বা ও কণ্ঠদেশ পরিষ্কার ও অত্যন্ত অগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

যমানী এক আনা, লবঙ্গ দুই আনা ও হিঙ্গু তিন রতি, একত্র পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিটলবণের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসা সমাপ্ত।

---

## ক্রিমিরোগ চিকিৎসা।

পলাশবীজের রস অর্দ্ধতোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গের শাস চূর্ণ দুই আনা অথবা এক আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলেও ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়।

পালিতামাদারের পত্রের রস দুই তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

চারি আনা পরিমাণ পলাসের বিচি, (বীজ) পেষণ করিয়া তক্রের (ঘোলের) সহিত প্রতি দিবস প্রাতঃকালে সেবন করিলে ক্রিমি রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

দাড়িম্ব বৃক্ষের শিকড়ের ছাল অর্দ্ধ তোলা ও বিড়ঙ্গের শাস এক সিকি, জল দ্বারা উত্তমরূপ পেষণ করতঃ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠস্থ ক্রিমি পতিত হয়।

বাসি হুকার জল একছটাক ও চুণের জল এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্রিমিজনিত বেদনা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়। আমরা বহুবার ইহার হাতে হাতে ফল পাইয়াছি।

আনারসের প্যাতার রস দুই তোলা অথবা উহা হইতে ন্যূন মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবনে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

আসসেওড়ার ( জাট্‌ক্ষীরা ) পাতার রস পূর্ব্ব লিখিত মাত্রায় সেবনে কৃমিবেদনা ও কৃমি নষ্ট হয়।

কেয়াফুল, আমলকী ও তিতলাউর বীজ, ইহাদিগের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা গ্রহণ করতঃ একত্র পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কৃমি সকল বিনষ্ট হয়।

ইতি কৃমি সমাপ্ত।

---

## পাণ্ডু ও কামলা চিকিৎসা।

দারুহরিদ্রা চূর্ণ দুই আনা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

অর্দ্ধতোলা হরীতকী চূর্ণ ও অর্দ্ধতোলা ইক্ষুগুড় একত্র মিশ্রিত করতঃ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

শ্বেতচন্দন ও দারুহরিদ্রার চূর্ণ ২ আনা অথবা চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মেথিপাতা রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া পর দিবস প্রাতে অর্দ্ধতোলা অথবা সিকতোলা পরিমাণে একটু ইক্ষুগুড়ের সহিত পেষণ করতঃ পান করিলে কামলা নিবৃত্তি হয়।

অনন্তমূলের কাথে ৪।৫ রতি নিশাদল মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লৌহভস্ম, কৃষ্ণতিল ও ত্রিকটু মরিচ, পিপুল, শুঠ, ইহারা প্রত্যেকে তুল্যাংশ ও সমুদয়ের সমান স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করতঃ মধুদ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া দুই আনা অথবা চারি আনা পরিমাণে সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি পাণ্ডু সমাপ্ত।

---

## রক্তপিত্ত ও রাজযক্ষ্মা চিকিৎসা।

বাকস (বাসক) পত্রের রস দুইতোলা কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

পিপুল কিম্বা হরিতকী বাসকের রস দ্বারা ভাবনা দিয়া, উহা চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিলে অতি প্রবল রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

কাঠডুমুরের রস দুইতোলা কিঞ্চিৎ মধুর বহিত সেবন করিলে আশু রক্তপিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসকের ক্বাথে তালিশপত্র চূর্ণ চারি আনা ও মধু চারি আনা প্রক্ষেপ করতঃ সেবন করিলে স্বরভেদ ও রক্তপিত্ত রোগ দূরীভূত হয়।

বাসক, দ্রাক্ষা ও হরিতকী, ইহাদের ক্বাথে চিনি এক সিকি ও মধু একসিকি প্রক্ষেপ করতঃ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

বাসকপত্রের পুটপাক রস দুই তোলার রসাঞ্জন, নাসিকা হইতে রক্তনির্গত হইলে শর্করা-মিশ্রিত শীতল জল, দাড়িম্ব পুষ্পের রস, দূর্ব্বার রস, আম্রাস্থির রস, পলাণ্ডুর রস, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী হউক নাসারক্ত নিবারণার্থ নস্য গ্রহণ করিবে।

কালিকেশুরিয়ার রস ২ তোলা সেবন করিলে রক্তউঠা নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

দুইতোলা কুষ্মাণ্ডের রসে অর্দ্ধতোলা অথবা উহা হইতে ন্যূন মাত্রার লাক্ষা পেষণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উরোঘাত ও ক্ষয় রোগ বিনষ্ট হয়।

দাড়িম্ব ফুলের রস ও শ্বেতদূর্ব্বার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুই তিন বার নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকা হইতে যে কোন কারণে হউক রক্তস্রাব থামিয়া যায়।

## কাস চিকিৎসা।

কণ্টকারীর ক্বাথে এক সিকি, পরিমাণ পিপুলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ কাসরোগে বাকস (বাসক) পত্রের রস ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

দুই তোলা পরিমিত আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় ও কফরোগ প্রশমিত হয়।

দশমূলের ক্বাথে একসিকি বা উহা হইতে অধিক মাত্রায় পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পার্শ্ববেদনা, জ্বর, শ্বাস ও শ্লেষসম্ভূত কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

চারি আনা পরিমাণ পদ্মবীজচূর্ণে কিঞ্চিত্র মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ কাস দূরীভূত হয়।

বাসক ছালের ক্বাথে চারি আনা পিপুলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতি দুঃসাধ্য কাস ও প্রশমিত হয়।

বাসক, কিস্‌মিস্‌ ও হরীতকীর ক্বাথে অর্দ্ধতোলা চিনি ও কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে দারুণ কাস রোগ বিনষ্ট হয়।

পিপুল ও গুলঞ্চের ক্বাথে সিকি পরিমাণে পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাসরোগ নিবারিত হয়।

কণ্টকারীর ফল, মূল, পত্র, পুষ্প, ও ত্বক পুটপাক করিয়া রস বাহির করিবে, পরে উক্ত রস এক তোলা বা দুই তোলাতে দুই আনা বা চারি আনা পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার ও শ্বাস রোগ প্রশমিত হয়। বাকস পত্রের পুটপাকরস ও উক্ত গুণবিশিষ্ট এবং উক্ত নিয়মে সেবনীয়।

বহেড়া কিঞ্চিৎ ঘৃতে ভাজিয়া ও গোধুমপিষ্ট দ্বারা লেপ করতঃ পুটপাকবৎ পাক করিবে। উক্ত বহেড়ারছাল মুখে ধারণ করিলে অর্থাৎ চুষিলে) সর্ব্বপ্রকার কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় ও স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয়।

কণ্টকারী, বাকসপত্র, যষ্ঠীমধু, মরিচ ও চৈ, ইহাদের ক্কাথ সেবন করিলে কাস রোগ বিনষ্ট হয়।

আর্দ্রকের স্বরস দুই তোলা কিঞ্চিৎ মধুসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস কাস ও প্রতিশ্যায় রোগ নষ্ট হয়।

নিসিন্দার মূলের ছাল দুই রতি ও গোটাকতক আতপ চাউল একত্র পেষণ করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে হাঁপানি কাস প্রশমিত হয়।

কাস সমাপ্ত।

---

## হিক্কা শ্বাস ও বমন চিকিৎসা।

শশার বীজের শাঁস এক আনা পরিমাণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বমন ও হিকারোগের বিশেষ উপকার হয়!

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম এক আনা বা উহা হইতে ন্যূন মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবনে অতি প্রবল বমি ও হিক্কা প্রশমিত হয়।

কুলের বীজের শাস এক আনা পরিমাণ পেষণ করতঃ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বমন ও হিক্কা নিবারিত হয়।

খর্জ্জুরমস্তক একসিকি মাত্রায় পেষণ করতঃ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে অতি প্রবল হিক্কা ও বমন প্রশমিত হয়।

মক্ষিকাবিষ্ঠা মিশ্রিত স্তনদুগ্ধ অথবা আলত ভিজান জলধারা নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কা রোগ নষ্ট হয়।

ময়ূরপুচ্ছভস্ম এক আনা ও পিপুলচূর্ণ দুই আনা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিলে প্রবলতর হিক্কা ও অতি প্রবৃদ্ধ শ্বাস বিনষ্ট হয়।

গুড় একসিকি ও তৈল এক সিকি একত্র মিশ্রিত করিয়া কিছু দিন লেহন করিলে শ্বাসরোগ প্রশমিত হয়।

চারি আনা বহেড়ার চূর্ণ কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে অচিরে শ্বাস ও হিক্কা প্রশমিত হয়।

---

## তৃষ্ণা চিকিৎসা।

মৌরির পুঁটলী জলে ভিজাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহা চুষিলে অথবা জল পুনঃপুনঃ এক চামচে বা দুই চামচে করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

কাবাবচিনি সিদ্ধ জল পুনঃপুনঃ পূর্ব্বরূপ মাত্রায় সেবন করিলে তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

ছোট এলাচির খোসা সিদ্ধ করিয়া সেই জল পূর্ব্বরূপ মাত্রায় পুনঃ-পুন সেবন করিলে প্রবল পিপাসা দূরীভূত হয়।

চা উষ্ণ জলে ফেলিয়া সেই জল মিছরি চিনি কিম্বা কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অতি শীঘ্র তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

শশার আঁতির জল বাহির করিয়া সেই জল একটু একটু করিয়া পুনঃপুন পান করিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

অল্প পরিমাণে পুঃনপুন কাঞ্জিক পান করিলেও তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়।

ইতি তৃষ্ণা সমাপ্তঃ।

---

## শূল ও পরিণামশূল চিকিৎসা।

শতমূতলীর রস দুই তোলা প্রতি দিবস প্রাতে সেবন করিলে দাহ, শূল এবং সর্ব্ববিধ পিত্তজ রোগ প্রশমিত হয়।

শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের কাথে হিঙ্গু ২ রতি বা তিনরতি ও সৌবর্চ্চল লবণ ২ আনা বা চারি আনা মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে আশু শূল রোগ নিবারিত হয়।

ছোলঙ্গ লেবুর মূলের কাথে দুই আনা বা চারি আনা সৌবর্চ্চল লবণ

কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পার্শ্ব, হৃদ্‌ ও হস্তি-শূল নিবারিত হয়।

যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঁঠ সমানাংশ চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ দুই আনা বা চারি আনা প্রতি দিবস সেবন করিলে আশু শূল বিনষ্ট হয়।

লবণ প্রপূরিত সতোয় নারিকেল পুটপাকবৎ (অর্থাৎ মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে) পাক করিবে। পরে ঐ নারিকেলের উপরের মৃত্তিকার লেপ ফেলিয়া দিয়া লইবে। ঐ চূর্ণ দুই আনা বা চারি আনা অথবা উহা হইতে অধিক মাত্রায় কিঞ্চিৎ জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ পরিণামশূল বিদূরীত হয়।

হরিণের শৃঙ্গ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ঐ ভস্ম তিন চারি রতি পরিমাণ কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃতের সহিত লেহন করিলে হৃদ্‌শূল প্রশমিত হয়।

ইন্দ্রযবের কাথে ২।০ রতি হিঙ্গু ও দুই তিন রতি সৌবর্চ্চল লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাল-শূল বিনষ্ট হয়।

শূল ও পরিণামশূল সমাপ্তঃ।

---

## মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী চিকিৎসা।

গোক্ষুরের কাথে তিন চারি রতি যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

তিন চারি রতি শিলাজুত কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিলে শুক্র বিবন্ধজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

শ্বেত বেড়েলার কাথ সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

লৌহভস্ম ৩।৪ রতি কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিলে অতি শীঘ্র মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

একদিকি আমলকীর চূর্ণ সমান পরিমাণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

এক আনা বা দুই আনা হরিদ্রার চূর্ণ, দুইতোলা আমলকীর রস ও কিঞ্চিৎ মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার মূত্রকৃচ্ছ প্রশমিত হয়।

বাসকের (বাকসের) কাথে তিন চারি রতি শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়।

দুই তোলা কুষ্মাণ্ডের রসে যবক্ষার দুই তিন রতি ও চিনি অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উষ্ণবাত বিনষ্ট হয়।

নল, কুশ (কেশে) ও ইক্ষুমূলের কাথ সুশীতল করিয়া ২ তোলা চিনি মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে মূত্রগ্রহ বিনষ্ট হয়।

গোক্ষুর বীজ চূর্ণ ২ আনা, চিনি অর্দ্ধতোলা, অর্দ্ধ পোয়া মেষদুগ্ধ সহ সেবন করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

বরুণ বল্কল, শুঁঠ, পাষাণভেদী ও গোক্ষুরের কাথে, তিন চারি রতি যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী ও শর্করা রোগ বিনষ্ট হয়।

একতোলা মূলার রসে সমানাংশ চিনি মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ অশ্মরী প্রশমিত হয়।

সমূল গোক্ষুরের কাথ তিন চারি রতি শিলাজতু ও কিঞ্চিৎ মধু মিলিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের আশু উপকার হয়।

পক্কতিত্লাউর রস ২ তোলায় তিন চারি রতি যবক্ষার ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী রোগ বিনষ্ট হয়।

তিন চারি রতি যবক্ষার সমান পরিমাণ চিনির সহিত মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে সর্ব্বাবিধ মূত্রকৃচ্ছ নিবারিত হয়।

মূত্রাঘাত প্রভৃতি সমাপ্ত।

---

## প্রমেহ চিকিৎসা।

হরিদ্রা চূর্ণ ২ আনা ও আমলকীর রস একতোলা কিঞ্চিৎ চিনির

সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্ববিধ প্রমেহ রোগ বিনষ্ট হয়।

সোরা দুই তিন রত্তি, কাবাবচিনি তিন চারি রত্তি, রাত্রে ২ তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পর দিবস প্রাতে ঐ জল ছাকিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ সেবনে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

আম্ সেওড়ার শিকড় ২ আনা ও ভাল গঁদ ১ আনা একত্র মর্দ্দন করিয়া দুইটা বটী প্রস্তুত করিয়া ২ বারে সেবন করিবে, এইরূপে কিছু দিন সেবন করিলে প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে কম হইবে এবং জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হইবে।

লৌহভস্ম ২।৩ রত্তি, একতোলা বা উহা হইতে অধিক মাত্রায় গুলঞ্চের রস সহ সেবন করিলে প্রমেহ রোগ বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চের সার (পালো) এক আনা পরিমাণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধের সহিত ২ তোলা শতমূলীর রস পান করিলে সর্ব্ববিধ প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চের রস ২ তোলা, কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

প্রতিদিবস প্রাতঃকালে কাঁচা দুগ্ধ তুল্য পরিমাণ জলের সহিত সেবনে পুরাতন শুক্রমেহ প্রশমিত হয়।

২ রত্তি লবঙ্গ ও ২ রত্তি লৌহভস্ম একত্র মিলিত করিয়া যজ্ঞডুমুরের রস অনুপানে প্রতি দিবস সেবনে প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

সমান ভাগ বঙ্গ ও রসসিন্দুর একত্র মিলিত করিয়া প্রতিদিবস ছয় সাত রত্তি পরিমাণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে প্রমেহ নষ্ট হয়।

অর্দ্ধপোয়া কাঁচা দুগ্ধে ১ তোলা হিলচা শাকের রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মেহ জন্য প্রস্রাবের জ্বালা প্রশমিত হয়।

মুষ্টিযোগ সমাপ্ত।

# সরল ডাক্তারী শিক্ষা।

## চতুর্থ ভাগ।

—:•:—

## আয়ূর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা।

—(•)—

প্রায় অধিকাংশ রোগের চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বেই দেহশোধন করিয়া তৎপরে ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হয়, এই নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে বিরেচক ঔষধ বর্ণিত হইল। কারণ বিরেচনদ্বারা দেহ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, দেহশোধনান্তে ঔষধ প্রয়োগ করিলে আশু ফল দর্শিয়া থাকে। বৃদ্ধ, বালক, গর্ভিণী, ভীত, পীনসরোগী, শোষরোগগ্রস্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, কৃশ, ক্ষীণ ও যে ব্যক্তি নবজ্বরাভিভূত, তাহাদিগকে কদাচ বিরেচন ঔষধ সেবন করাইবে না। যে স্ত্রী সুতিকারোগে পীড়িত এবং যে অধোগামী রক্তপিত্তে কাতর, তাহাদিগকেও বিরেচন ঔষধ প্রদান করা উচিত নহে। বিশেষতঃ যে কোন সময়েই হউক, সর্ব্বথা রোগীর বলাবল দেখিয়া বিরেচন প্রয়োগ করিবে। নবজ্বরে দোষের পরিপাক হইতে না হইতে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী হটাৎ কালগ্রাসে পতিত হইতেও পারে; অতএব চিকিৎসকগণ বিবেচনা করিয়া বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

### ইচ্ছাভেদী রস।

পারদ ও গন্ধক এই দুই দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ, মরীচ ও গন্ধক প্রত্যেকে দুই ভাগ শুঁঠ তিনভাগ এবং জয়পালবীজ আটভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া একগুঞ্জ পরিমাণে (এক রতি

পরিমাণ) বড়ি করিবে। এই বড়ি সেবন করিলে বিরেচন হইয়া শরীরাভ্যন্তরস্থ বদ্ধ দুষ্ট মল বহির্গত হইয়া যায় এবং শরীর বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এই ঔষধের নাম ইচ্ছাভেদী রস। এই ঔষধ দ্বারা পিত্তরোগ, ভগন্দর, হৃদ্রোগ, একাদশবিধ কুষ্ঠ এবং শূলরোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

## ইচ্ছাভেদী গুড়িকা।

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, সোহাগা একভাগ, পিপ্‌পলী একভাগ এবং জয়পালবীজ চারিভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করণান্তর বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপানের ব্যবস্থা করিয়া তাহার সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া দেহ বিশুদ্ধ হয়। এই ঔষধকে ইচ্ছাভেদী গুড়িকা কহে। এই ঔষধ সেবন করিয়া শীতল জলপান করিতে হয়। কারণ শৈত্যক্রিয়া করিলে বিরেচন হইযা থাকে এবং যখন বিরেচন বন্ধ করিতে ইচ্ছা হইবে, তখন উষ্ণক্রিয়া করিলেই উহা বন্ধ হইয়া যাইবে।

---

## জ্বর চিকিৎসা।

যাবতীয় রোগের মধ্যে জ্বরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রথমতঃ জ্বর হইলে দুই তিন দিবস লঙ্ঘন দিবে, অর্থাৎ উপবাস করিবে; তৎপরে দোষের পরিপাক হইলে বিরেচনদ্বারা দেহ শুদ্ধ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

## হিঙ্গুলেশ্বর রস।

পিপুল, হিঙ্গুল ও বিষ এই তিন বস্তু তুল্যপরিমাণে গ্রহণ করিয়া খলে পেষণ করিবে, উত্তমরূপ পেষণ হইলেই ঔষধ প্রস্তুত হইল। ইহার নাম হিঙ্গুলের রস। এই ঔষধদ্বারা যাবতীয় বাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়, ২ রতি পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করাই ইহার নিয়ম।

## মৃত্যুঞ্জয় রস।

গোমূত্রদ্বারা সংশোধিত বিষ একভাগ, মরিচ একভাগ, পিপুল এক ভাগ, গন্ধক একভাগ, সোহাগা একভাগ এবং জামীরের রসে শোধিত হিঙ্গুল দুইভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া খলে উত্তমরূপে পেষণ পুর্ব্বক মুগের ন্যায় বড়ী করিবে। ইহার নাম মৃত্যুঞ্জয় রস। এই ঔষধ মুর্ত্তিমান্ শিবের তুল্য। যে জ্বর মৃত্যুস্বরূপ, এই ঔষধ দ্বারা তাহাও পরাজিত হয়; সুতরাং এই ঔষধের গুণে বৈদ্য অসীম যশোলাভ করিতে পারেন। এই ঔষধ মধুর সহিত লেহন করিলে সকলপ্রকার জ্বর শান্তি হয়, দধির মাতের সহিত সেবন করিলে বাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়, আদার রসের সহিত সেবন করিলে ভীষণ সান্নিপাতিক জ্বর পলায়ন করে জম্বীরের রসের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণরোগ প্রশান্ত হয় এবং গুড়-মিশ্রিত কৃষ্ণজীরার সহিত সেবন করিলে অজীর্ণজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনদ্বারা নবজ্বর এক প্রহরের মধ্যে প্রশান্ত হয়, মধ্যবিধ জ্বর ত্রিরাত্রির এবং সান্নিপাতিক জ্বর সাত দিবসের মধ্যে বিদুরিত হয়। চারিটী বড়ী এই ঔষধের পুর্ণ মাত্রা জানিবে। যুবা ব্যক্তির পক্ষে পুর্ণ মাত্রায় এবং অতাল্প শিশু এবং অত্যন্ত ক্ষীণ ব্যক্তি সিকি মাত্রায় ঔষধ সেবন করিবে।

## বিদ্যাধর রস।

তাম্র, গন্ধক, কটুকী পারদ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, সোহাগা, তেউড়ী বিষ, আকন্দ ও ধুস্তুর এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইবে। এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান জয়পালবীজ চুর্ণ লইতে হইবে। সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সিজের দুগ্ধে পেষণ করিবে, উত্তমরূপ পেষিত হইলে দন্তীর কাথে ভাবনা দিয়া তুই রত্তিপরিমাণে বড়ী করিবে; ইহাকে বিদ্যাধররস কহে। এই ঔষধ সেবন করিলে নবজ্বর বিনষ্ট হয়। অর্শ, গুল্ম, অজীর্ণ, ক্রিমি, গ্রহনী পাণ্ডু, প্লীহা, বিবদ্ধ ও বায়ুশূল প্রভৃতি পীড়াও এই ঔষধদ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

## জ্বরকেশরী।

পারদ, বিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, ত্রিফলা, জয়পাল এই সকল দ্রব্য সমান অংশে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিবে, উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে একরতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে, বালকদিগকে সেবন করাইতে হইলে সর্ষপাকার বটিকা করিতে হয়। এই ঔষধ নারিকেলের জলের সহিত সেবন করাই বিধেয়। এই ঔষধ সেবনান্তে ছয় তোলা নারিকেলোদক পান করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্ববিধ জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ পিত্তজ্বরে চিনির সহিত, সান্নিপাতিক জ্বরে মরীচচূর্ণের সহিত এবং দাহজ্বর, বিষমজ্বর, ভুতোথ্য জ্বর, প্লীহা মন্দাগ্নি, অজীর্ণ, শোথ, গুল্ম, শূল, কুষ্ঠ ও পিত্তরোগে পিপ্পলী চূর্ণ ও জীরক চূর্ণের সহিত সেবন করিতে হয়। এই ঔষধের নাম জ্বরকেশরী।

## নবজ্বরেভসিংহ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীস, মরীচ, পিপুল, শুঁঠ, এই অষ্ট দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে, পরে ঐ চূর্ণের সহ অর্দ্ধভাগ বিষ একত্রিত করিয়া দুই দিন যাবৎ মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে ২ রতি পরিমাণে বটীকা করিতে হইবে। আদার রস অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়, ইহাতে নবজ্বর বিনষ্ট হয় এবং বাতরোগ ও গ্রহণীরোগও প্রশান্ত হয়; ইহাকে নবজ্বরেভসিংহ কহে।

## নিরাম জ্বরাধিকারে।

## উদকমঞ্জরীরস।

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, সোহাগা একভাগ, মরীচ একভাগ এবং বিষ চারি ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া চতুর্ব্বিংশতি-প্রহর পর্য্যন্ত বারম্বার মৎস্যপিত্তে ভাবনা দিবে। এই ঔষধের নাম উদকমঞ্জরী রস। ইহার তিন রত্তি পরিমাণ লইয়া আদার রসের সহিত

সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ দ্বারা নবজ্বর পলায়িত হয়, পিত্তাধিক্য থাকিলে মস্তকে জলসেক করিতে পারে এবং দেহসন্তাপের প্রাবল্য থাকিলে তক্রপথ্য দেওয়া যায়।

## চন্দ্রশেখর রস।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরীচ, এই চারি দ্রব্য সমভাগ এবং মনঃশিলা সর্ব্ব দ্রব্যের সমান, এই সকল একত্র করিয়া তিন দিন যাবৎ পুনঃপুন মৎস্যপিত্তে ভাবনা দিয়া তিনগুঞ্জা পরিমাণে আদার রসের সহিত সেবন করাইলে তরুণজ্বর বিনষ্ট হয়। ইহার নাম চন্দ্রশেখর রস।

## বাতপিত্তান্তক রস।

মৃত পারদ অভ্র, মুথা, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল ও গন্ধক এই আট দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। অনন্তর যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা গুড়ূচী, আমলকী, শতমূলী ও শ্বেত ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে এক একদিন ভাবনা দিয়া একরতি পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহার নাম বাতপিত্তান্তক রস। শর্করা ও মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে বাতপিত্তজ্বর, দাহ, পিপাসা, ভ্রম ও শোথ বিনষ্ট হয়, এই ঔষধ সেবনান্তে শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধ সেবন করিবে।

## বিশ্বেশ্বররস।

মৃতপারদ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কটফল, মেষশৃঙ্গী, বচ, শুঠ, বামনহাটি, হরিতকী, বালা, ধনিয়া, এই ত্রয়োদশ দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে; উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে ক্ষেতপাপড়ার রসে একদিন মর্দ্দন করিতে হইবে। এই ঔষধ এক মাসা প্রমাণ লইয়া তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে অথবা কাকমাচির রস ও সৈন্ধব সহযোগে পান করিলে কফজনিত, পিত্তজনিতরোগ ও মদাত্যয় রোগ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম বিশ্বেশ্বর রস।

## চিন্তামণিরস।

পারদ, বিষ, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, যবক্ষার, ত্রিকটু, হরিতাল, ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুর সহিত একশত বার মর্দ্দন করিবে উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইলে এক রতি পরিমিত বটিকা করিবে। রোগের অবস্থা বিবেচনায় এই বড়ীর একটী দুইটী অথবা তিনটীও সেবন করান যাইতে পারে ; এই ঔষধ শুণ্ঠীচূর্ণ ও নারিকেল জল অনু-পানে সেবন করিতে হয়। ঔষধ সেবন করিয়াও নারিকেলোদক পান করিবে। এই ঔষধকে চিন্তামণি রস কহে। ইহা সান্নিপাতিক জ্বর, অজীর্ণ, প্লীহা, কাস, শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য বিনাশ করে।

— —

## সান্নিপাতজ্বরাধিকারে।

### কুলবধু।

শুদ্ধ পারদ, মৃত তাম্র মৃত সীস, মনঃশিলা, তুঁতে এই পঞ্চদ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ লইয়া গোরক্ষচাকুলিয়ার রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে চনক প্রমাণ বড়ী করিতে হইবে। এই ঔষধকে কুলবধু কহে। এই বড়ী জলে ঘষিয়া নস্য গ্রহণ করিলে দুস্তর সান্নিপাতিক জ্বর বিদূরিত হয়।

### জয়মঙ্গল রস।

পারদভস্ম, অভ্র, রৌপা, মুণ্ডলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, চিতা, সোহাগা ও ত্রিকটু, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। অনন্তর আকন্দাদি, নিসিন্দা যষ্টীমধু ও বিল্বমূলের কাথে একদিন মর্দ্দিত করিয়া মুষামধ্যে অবরুদ্ধ করতঃ ভূধরযন্ত্রে পুটপাক করিতে হইবে। একমাষা পরিমাণে এই ঔষধ দশমূলের কাথের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধদ্বারা অঞ্জন বা নস্য গ্রহণ করিলে সান্নিপাতিক জ্বর পলায়ন করে। ইহাকে জয়মঙ্গল রস কহে।

## নস্যভৈরব।

রসসিন্দুর, তাম্র, লৌহ, চিতা সোহাগা, খর্পর, ও ত্রিকটু, এই সমস্ত দ্রব্য সমান অংশে গ্রহণ করিয়া আকন্দের দুগ্ধে একদিন মর্দ্দন করিতে হইবে। ইহার নাম নস্যভৈরব। ইহা আকন্দের ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘষিয়া নস্যগ্রহণ করিলে সান্নিপাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

## অঞ্জনভৈরব।

পারদ একভাগ, লৌহ একভাগ, গন্ধক একভাগ, পিপুল একভাগ এই সমুদয় দ্রব্য একত্র করিয়া যত হইবে, তাহার তিনগুণ জয়পালবীজ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ জম্বীরের রস উহার সহিত মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে; উক্তমরূপ মর্দ্দিত হইলেই অঞ্জন ভৈরব নামক ঔষধ প্রস্তুত হইল। এই ঔষধদ্বারা চক্ষে অঞ্জন করিলে সর্ব্ববিধ উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিকজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

## স্বচ্ছন্দভৈরব।

অর্দ্ধতোলা পারদ এবং অর্দ্ধতোলা গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলীর সহিত অর্দ্ধতোলা স্বর্ণমাক্ষিক মিশাইবে অনন্তর শিবজটা, নিশিন্দা, হরিতকী, আমলকী, বিষকাটালী এই পঞ্চ-দ্রব্যের প্রত্যেকের রস অর্দ্ধতোলা লইয়া ঐ কর্জ্জলীর সহিত মিশ্রিত করত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে মুগের ন্যায় এক একটি বড়ী করিতে হইবে। ইহার নাম স্বচ্ছন্দভৈরব। আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সান্নিপাতিক জ্বর এবং গ্রহণী ও সুতিকা রোগ বিনষ্ট করে।

## সান্নিপাত ভৈরব।

তাম্র, গন্ধক, পারদ, শ্বেতগুঞ্জা, মরীচ, হরিতকী, মৎস্যের পিত্ত, জয়-পালবীজ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া মর্দ্দন করিলেই সন্নিপাত-

ভৈরব নামক নবজ্বরনাশক ঔষধ প্রস্তুত হয়! চারি রতি পরিমাণ সেবন করাই ইহার নিয়ম।

## সূচিকাভরণ।

পারদ, গন্ধক, সীস, স্থাবরবিষ ও জঙ্গমবিষ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মৎস্য, বরাহ, ময়ূর, ছাগল ইহাদিগের প্রত্যেকের পিত্তে পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধকে সূচিকাভরণ কহে। ভৈরব এই ঔষধের আবিষ্কার কর্ত্তা। এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার সান্নিপাত দূর করে। আদরকের রসের সহিত এই ঔষধ পান করিতে হয়, সূচিকার অগ্রধারা এই ঔষধ প্রদান করিবে।

## অভিন্যাস জ্বরাধিকারে।

### স্বচ্ছন্দনায়ক।

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও রৌপ্য এই দ্রব্যচতুষ্টয় সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। তদনন্তর মুণ্ডী নিসিন্দা, তুলসী, অপরাজিতা অগ্নিবল্লী, আদা, চিতা, জয়ন্তী, ভাঙ্গ ও কাকমাচি ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিনদিন ভাবনা দিবে। পরে পঞ্চপিত্তে তিনদিন ভাবনা দিতে হইবে। অনন্তর ঐ ঔষধ অন্ধমূষামধ্যে অবরুদ্ধ করত বালুকাযন্ত্রে একদিন পাক করিতে হইবে। পাকশেষে নামাইয়া চূর্ণ করিবে। ইহাকে স্বচ্ছন্দনায়ক বলে। একমাষাপরিমাণে সেবন করাই ইহার বিধি। আদার রস ইহার অনুপান। এই ঔষধ সেবন করিয়াই নিসিন্দা ও দশমূলের ক্বাথে কিঞ্চিৎ মরীচচূর্ণ দিয়া পান করিবে। এই ঔষধদ্বারা অভিন্যাসজ্বর পলায়িত হয়। ঔষধ সেবনান্তে মুগের যুষ ও ছাগদুগ্ধ পথ্যের বিধি।

## জীর্ণ বিষম জ্বরাধিকারে।

### জ্বরাঙ্কুশরস।

একভাগ পারদ, একভাগ বিষ, দুইভাগ গন্ধক, দুইভাগ সোহাগা,

পাঁচভাগ মরীচ, পাঁচভাগ কট্‌ফল, পাঁচভাগ দন্তীবীজ, এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। উক্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে এক মাষাপরিমাণ বড়ী করিতে হইবে। ইহার নাম জীর্ণ জরাঙ্কুশরস। এই ঔষধ ত্রিদোষ জনিত জীর্ণজ্বর বিনাশ করে।

## জরারী অভ্র।

একভাগ তাম্র, একভাগ অভ্র, এক ভাগ গন্ধক, একভাগ পারদ, একভাগ বিষ, দুইভাগ ধুতুরাবীজ এবং পাচভাগ ত্রিকটু এইসকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে দুইরতি পরিমাণ বড়ী করিতে হইবে। ইহার নাম জরারিঅভ্র। রোগের দোষাদোষ বিবেচনায় এই ঔষধের অনুপান নির্দ্দেশ করিতে হয়। বজ্র যেরূপ বৃক্ষ বিনাশ করে, সেইরূপ এই ঔষধ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, বিষম, ধাতুস্থ সর্ব্ববিধ জর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অগ্রমাংশ, শোথ, হিক্কা, শ্বাস, মন্দাগ্নি, অরুচি, প্রভৃতি রোগরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকে।

## জ্বরারিরস।

পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, বিষ, ত্রিকটু, সীস, মনঃশিলা, ইহার প্রত্যেক এককর্ষ, হরিতাল ও তাম্র এককর্ষ, ধুস্তুরবীজ এককর্ষ এই সকলদ্রব্য পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করতঃ রোহিত মৎস্যের পিত্তে ও আকন্দের দুগ্ধে একদিন মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে চনকপ্রমাণ বড়ী করিতে হইবে। ইহার নাম জরারিরস। প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দুইতোলা আদার রস ও একমাষা মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধদ্বারা বাতিক, পৈত্তিক, বাতশ্লেষ্মজ, ভয়োৎপন্ন, শোকজ, অভিচারজাত, শাপোত্থ, ভূতোত্থ, সন্তত ও ক্লেদোগত জর বিনষ্ট হয়। ত্রিকটুচূর্ণ ও মধুর সহিত এই ঔষধদ্বারা মাংসগত, অস্থিগত, রক্তগত জরে, শীতে, দাহে, স্বেদে, প্রলাপে

চাতুর্থকজ্বরে ও জীর্ণজ্বরেও বিশেষ উপকার দর্শে। বজ্র যেরূপ বৃক্ষ নিপাতিত করে, সেইরূপ এই ঔষধ গ্রীষ্ম, দাহ, কম্প, পিত্ত ও জ্বর ধ্বংস করিয়া দেয়। এই ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ, মাংস, দধি, তক্র, মদ্য ও ঘৃত ভোজন করিবে না।

## সর্ব্বজ্বরহরলৌহ

চিতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুথা, গজপিপলী, পিপলীমুল, বেনারমূল, দেবদারু, চিরতা, আকনাদি, কটুকী, কন্টকারি, সজিনাবীজ, যষ্টীমধু ও কুটজ এই সকল বস্তু সমভাগে এবং এই সকল দ্রব্যের সমান লৌহ গ্রহণ পুর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিয়া বড়ী করিবে। ইহাকে সর্ব্ব-জ্বরহরলৌহ কহে। ইহাদ্বারা সমস্ত রোগ বিনাশিত হয়। এই ঔষধ বাতিক, পৈত্তিক, কফজ, সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ, বিষম, ও ধাতুস্থ-জ্বর বিনাশ করে। মহাদেব স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সর্ব্বজ্বর হরলৌহ সেবন করিলে শীত, কম্প, পিপাসা, দাহ, ঘর্ম্ম, বমি, ভ্রম, রক্তপিত্ত, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, কাস, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, আমবাত, অর্শ, উদররোগ, মূর্চ্ছা, পাণ্ডু, হলীমক, অজীর্ণ, গ্রহণী, যক্ষ্মা, শোথ-প্রভৃতি রোগ বিনাশিত হইয়া থাকে। এই ঔষধের প্রভাবে দেহে বল ও পুষ্টীসাধন হয় সন্দেহ নাই।

## মহারাজ বটী।

দুই তোলা পারদ, দুই তোলা গন্ধক, দুইতোলা অভ্র, একতোলা বৃদ্ধদারক বীজ, একতোলা বঙ্গ, একতোলা লৌহ, অর্দ্ধতোলা তাম্র, অর্দ্ধতোলা স্বর্ণ, অর্দ্ধতোলা কর্পূর, দুই মাষা গাঁজা, দুই মাষা শতমুলী, দুইমাষা শ্বেতধুপ, দুইমাষা লবঙ্গ, দুইমাষা তালমাখনা, দুই মাষা ভুমিকুষ্মাণ্ড, দুই মাষা তালমুলী, দুই মাষা শূকশিম্বি, দুইমাষা জাতীফল দুইমাষা জয়িত্রি, দুইমাষা বেড়েলা, দুই মাষা গোরক্ষ চাকুলিয়া, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত

হইলে চারি রতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাকে মহারাজ বটী কহে। প্রাতঃকালে মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। ধাতুস্থ সর্ব্বপ্রকার জ্বর, বাতিক পৈত্তিক কফজ, সান্নিপাতিক; বিবিধ জ্বর, কাস, শ্বাস ও ক্ষয়রোগেও ইহাদ্বারা বিশেষ ফল দর্শে। এই ঔষধদ্বারা দেহে বলাধান হয় ও রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, ইহা সেবন করিলে বলেরহ্রাস বা শুক্রহ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। কামলা, পাণ্ডু মেহ রক্তপিত্ত ও উর্দ্ধসন্নিপাত এবং কফজ দারুণ রোগও ইহারদ্বারা প্রশান্ত হয়।

## মহা জ্বরাঙ্কুশ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, বঙ্গ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, অভ্র, গৈরিক, সোহাগা ও দন্তিবীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণিকৃত করিতে হইবে। তৎপরে জম্বীর, ভাঙ্গ, চিতা, তুলসী ও তেঁতুল ইহাদিগের রসে তিনদিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর চনকপরিমাণ বড়ী করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহাকে মহাজ্বরাঙ্কুশ বলে। এই ঔষধ চিরকালীন, দ্বন্দজ, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, সান্নিপাতিক,চতুর্থক, অত্যুগ্র প্রভৃতি জ্বর, মন্দাগ্নি ও জলদোষ নিবারণ করে।

## জ্বরাতিসারাধিকারে
## মৃতসঞ্জীবনী বটীকা।

একভাগ পিপ্পলী, একভাগ বিষ, দুইভাগ হিঙ্গুল, এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করতঃ জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে মূলার বীজের ন্যায় এক একটী বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে মৃতসঞ্জীবনীবটী কহে। শীতলজলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা জ্বরাতীসার প্রশান্ত হয়, ভীষণ সান্নিপাতিক বিষমজ্বরে ও বিসূচিকা রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারে।

## কনকসুন্দর রস।

হিঙ্গুল, মরীচ, গন্ধক, সোহাগা, পিপুল, বিষ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিপাতার রসের সহিত এক প্রহর মর্দন করিতে হইবে, উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে চণক প্রমাণ বড়ী করিবে। এই ঔষধকে কনকসুন্দর রস কহে। ইহাদ্বারা জ্বর, জ্বরাতীসার, অতীসার, মন্দাগ্নি, গ্রহণী এই সকল রোগ পরাজিত হয়।

## কারুণ্য সাগর।

একভাগ রসসিন্দুর, দুইভাগ গন্ধক, চারিভাগ অভ্র, এই সকল বস্তু একত্র মিশ্রিত করতঃ সরিসার তৈলের সহিত এক দিন মর্দ্দন করিতে হইবে। অনন্তর মৃত্তিকাপাত্রে অথবা বালুকাযন্ত্রে একপ্রহর পাক করিয়া পুনরায় ভৃঙ্গরাজের রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে আবার পূর্ব্বের ন্যায় এক প্রহর পাক করিতে হইবে। অনন্তর একভাগ ক্ষারত্রয় একভাগ পঞ্চলবণ, একভাগ বিষ, একভাগ ত্রিকটু, একভাগ চিতা, এক ভাগ জিরা ও একভাগ বিড়ঙ্গ উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে উত্তমরূপ মর্দ্দিত করিয়া একমাষা প্রমাণ এক একটী বড়ী করিবে। ইহাকে কারুণ্য সাগর কহে। বিনা অনুপানেও এই ঔষধ ফলদায়ক হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা জ্বর, জ্বরাতিসার, শূল, শোথ, গ্রহণী ও সান্নিপাতিক রোগ পরাজিত হয়।

## অতিসারাধিকারে

## অতিসার বারণ রস।

হিঙ্গুল, কর্পূর, মুথা ও ইন্দ্রযব এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক আপিঙ্গের জলে ভাবনা দিয়া লইবে। ইহাকেই অতিসারবারণরস কহে। ইহাদ্বারা সকলরূপ অতিসার বিনাশ পায়।

## পূর্ণচন্দ্রোদয় রস।

আটতোলা বিশুদ্ধ হরিতাল, আটতোলা লৌহ, আটতোলা অভ্র, একতোলা কর্পুর, একতোলা পারদ, একতোলা গন্ধক, দুইতোলা জয়িত্রী, দুইতোলা মুরামাংসী, দুইতোলা শঠি, দুইতোলা তালীশপত্র, দুই তোলা তেজপত্র, দুইতোলা নাগেশ্বর, দুইতোল, ত্রিকটু, দুই তোলা দারুচিনি, দুইতোলা পিপ্পলীমূল, দুইতোলা লবঙ্গ, এই সমস্ত জিনিস একত্র পেষণ পূর্ব্বক বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে পূর্ণচন্দ্রোদয় রস বলে। প্রভাতে স্বীয় ইষ্টদেব ও ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা অতীসার, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, শূল ও পরিনামশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

## চিন্তামণী রস।

২ তোলা পারদ, ২ তোলা তাম্র, ২ তোলা গন্ধক, ১ তোলা বিষ, অর্দ্ধ-তোলা তেঁতুল এই সমস্ত পদার্থ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিতে হইবে। অনন্তর ঐ পিণ্ড পানদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া গোলাকার ছয় অঙ্গুল পরিমিত একটী গর্ত্তের মধ্যে রাখিবে। পুনরায় পান দ্বারা আবৃত করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পাকসমাপ্তির পর শীতল হইলে সেই পানপত্রের সহিত ঔষধ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে একতোল মরীচচুর্ণ ও একতোলা তেঁতুল মিশাইবে। পরে একগুঞ্জাপ্রমাণ এক একটী বড়ী করিবে। ইহাকে চিন্তামণিরস কহে। রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া ইহার অনুপানের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই ঔষধ ত্রিদোষজনিত অতিসার ও গ্রহনীরোগ বিনাশ করে।

## গ্রহণী রোগাধিকারে

## জাতিফলাদি গ্রহণীকবাট রস।

একভাগ জাতীফল, একভাগ সোহাগা, একভাগ অভ্র,

একভাগ ধুতুরারবীজ, দুইভাগ আফিং এই সকল দ্রব্য একত্র করতঃ শেফালিকার রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। উক্তরূপ মর্দ্দিত হইলে চনকের ন্যায় বড়ী করিবে। রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহার অনুপানের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার নাম জাতিফলাদি গ্রহণীকপাট রস। ইহার দ্বারা গ্রহণী, আমশূল, রক্তদোষ ও পক্কাপক্ব অর্শ বিনষ্ট হয়। গ্রহণী-রোগে মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করা উচিত। এই ঔষধ সেবনান্তে দধি মিশ্রিত অন্ন পথ্য করিবে।

## অপর গ্রহণীকবাট রস।

অর্দ্ধতোলা সোহাগা, অর্দ্ধতোলা অশ্বগন্ধ, অর্দ্ধতোলা জাতিফল, অর্দ্ধতোলা বেলশুঁঠ, অর্দ্ধতোলা খদির (খএর) সার, অর্দ্ধতোলা জীরা, অর্দ্ধতোলা মুর্ব্বামূল, অর্দ্ধতোলা শুকশিম্বী বীজ, অর্দ্ধতোলা চোরপুষ্পী, এই সকলদ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণসকল মিশ্রিত করতঃ বিল্ব-পত্র, কার্পাসফল, সাঞ্চেশাক, ক্ষীরাই, শাঞ্চাশাকের মূল, কুরচির ছাল ও কাঁচড়া এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের রসে পৃথক পৃথক রূপে মর্দ্দন করিতে হইবে। উক্তরূপ মর্দ্দিত হইলে একগুঞ্জা প্রমাণ বড়ী প্রস্তত করিবে। ইহাকে অপর গ্রহণীকপাটরস কহে। এই ঔষধ তিনদিবস সেবন করিতে হয়, এই ঔষধ সেবনের পর একপল পরিমাণ দধির মাত পান করিতে হয়। বহু ঔষধদ্বারাও যে গ্রহণী প্রশান্ত হয় নাই, ইহা-দ্বারা তাহাও প্রশান্ত হয়। আমশূল, জ্বর, শ্বাস, কাস, প্রবাহিকা এই এই সকল রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারে। যে সকল দ্রব্য সেবন করিলে রক্তস্রাব হইবার সম্ভব, তাহা এইঔষধ সেবনের পর পরি-ত্যাগ করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে কৃষ্ণ বার্ত্তাকী, মাছ, দধি ও ঘোল পথ্য দিবে। গ্রহণী রোগ বায়ুর প্রবাল্য বিবেচনা করিয়া তৈল সেবন ও স্নানের ব্যবস্থা করিবে।

## জাতিফলাদ্য বটীকা।

চারিমাষা অভ্র, চারিমাষ পারদ ও চারি মাষা গন্ধক এই তিন বস্তু একটী পরিস্কার পাথর পাত্রে বাটিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে. অনন্তর ঐ কজ্জলীর সহিত অর্দ্ধতোলা জাতিফল, অর্দ্ধতোলা মোচার রস, অর্দ্ধতোলা মুথা, অর্দ্ধতোলা সোহাগা, অর্দ্ধতোলা আতিস, অর্দ্ধতোলা জীরা ও অর্দ্ধতোলা মরীচ মিশাইয়া লইবে। অনন্তর একমাষা বিষ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে, তৎপরে নিসিন্দা বিজয়া, জাম, জয়ন্তী, দাড়িম, কেশুরতে, আকনাদি, ভৃঙ্গরাজ, এই সকলের পাতার রসে ভাবনা দিয়া কুলের আঁটির ন্যায় বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে জাতিফলাদ্য বটিকা কহে। এই ঔষধদ্বারা আমগ্রহণী বায়ুরোগ, পঞ্চবিধ কাস, অম্লপিত্ত, অসাধ্য ও জীর্ণগ্রহণী, অতিসার, শ্বাস পাণ্ডু, অরুচি, কোষ্ঠরোগ ও অসারকতা বিনষ্ট হয়। শত শত ঔষধেও যে রোগ প্রশান্ত না হয়, ইহাদ্বারা তাহাও পলাইত হইয়া থাকে। জগতীতলে এই ঔষধ রোগসমুদ্রের তরণিস্বরূপ।

## পর্ণকলা বটী।

তিনতোলা পারদ, তিনতোলা গন্ধক, তিনতোলা মুথা, তিনতোলা লৌহ, তিন তোলা ধাইফুল, তিন তোলা বেলশুঁঠ, তিনতোলা বিষ তিনতোলা ইন্দ্রযব, তিনতোলা আকনাদি, তিনতোলা জীরা, তিনতোলা ধনিয়া, তিনতোলা রসাঞ্জন, তিনতোলা সোহাগা, তিনতোলা শিলাজতু, তিনতোলা ত্রিফলা, তিনতোলা অভ্র, দুইতোলা থুলকুড়ি, দুইতোলা স্বল্প পঞ্চমূলী, দুইতোলা বেড়েলা, দুইতোলা কাঁচড়া, দুইতোলা দাড়িম, দুইতোলা পানিফল, দুইতোলা নাগকেশর, দুইতোলা জাম, দুইতোলা দধির মাত, দুইতোলা জয়ন্তী, দুইতোলা কেশুরতে ও দুইতোলা ভৃঙ্গবীজ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক দুইমাষা প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে পর্ণকলাবটী কহে। এই বড়ী ঘোলের

সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা গ্রহণী, শূলদাহ, মন্দাগ্নি,জর ভ্রমি, ছর্দ্দি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

## গ্রহণীগজেন্দ্র বটীকা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খ, সোহাগা, হিঙ্গুল, শটী, কালীশপত্র, মুথা, ধনিয়া, জীরা, সৈন্ধব, ধাইফুল, আতিস, শুঁঠ, গৃহধুম, হরিতকী, তেলা, তেজপত্র, জাতিফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচি, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী ও ভাঙ্গ এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে দুই মাষা প্রমাণ বড়ী করিবে ইহাকে গ্রহণীগজেন্দ্র বটীকা কহে। এই ঔষধদ্বারা গ্রহণী, জ্বর, গুল্ম, শূল, অম্লপিত্ত, হলিমক, কামলা, কণ্ড, কুষ্ঠ, বিসর্প, শুক্রভ্রংশ ও ক্রিমি রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ বল, বর্ণ, আয়ু ও অগ্নিবৃদ্ধি করিয়া দেয়।

## স্বর্ণপর্পটী।

আটতোলা হিঙ্গুলজাত পারদ ও একতোলা স্বর্ণ এই দুই বস্তু শিলাতে পেষণ করিতে হইবে। উত্তমরূপে দ্রব্যদ্বয় মিশ্রিত হইলে আট তোলা গন্ধক তাহার সহিত মিশাইয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া মর্দ্দন করিবে যখন উহা কর্জ্জলীর ন্যায় হইবে, তখন রসপর্পটীবৎ পাক করিয়া পর্পটী করিবে। ইহাকেই স্বর্ণপর্পটী বলে। এই ঔষধও রসপর্পটীর ন্যায়। প্রথম দিন একরতি সেবন করিয়া তৎপর দিন হইতে প্রত্যহ একরতি বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিবে। রোগের অবস্থাদর্শনে অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। ইহাদ্বারা নানাপ্রকার গ্রহণী প্রশান্ত হয় এবং বল পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে।

## অগ্নিকুমার রস।

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু ও পঞ্চলবণ এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া

তৎসহ সমস্ত দ্রব্যের সমান ভাগ একত্রিত করিবে। পরে চিতার রসে তিনবার ভাঙ্গের রসে তিনবার ও ভৃঙ্গরাজের রসে তিনবার ভাবনা দিবে এবং এক প্রহর যাবৎ বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া পুনরায় আদার রসে ভাবনা দিবে। ইহাকে অগ্নিকুমার রস কহে। এই ঔষধ সেবনের পরিমাণ অর্দ্ধতোলা এবং মধু ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা গ্রহণী ও আমদোষ প্রশান্ত হয় এবং উদরাগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

## রসাভ্রবটী।

দুইতোলা পারদ ও দুইতোলা গন্ধক একত্র পেষণ পূর্ব্বক কজ্জলী করিতে হইবে। অনন্তর ঐ কজ্জলীর সহিত চারিতোলা অভ্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দুইতোলা ভৃঙ্গরাজের রস, দুইতোলা নিসিন্দার রস, দুইতোলা চিরাতার রস, দুইতোলা গিমার রস দুইতোলা থুলকুড়ির রস, দুইতোলা জয়ন্তীর রস, ২ তোলা ভাঙ্গের রস,২ তোলা শ্বেতঅপরাজিতার রস, ২ তোলা পানের রস, ২ তোলা মরীচচূর্ণ ও ১ তোলা সোহাগা প্রদান পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া মাষকলায়ের ন্যায় এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে রসাভ্রবটী কহে। ইহাদ্বারা গ্রহণী, ক্ষয়কাস, শ্বাস, বাতশ্লেষ্মাজনিত রোগ, জ্বর, অতিসার প্রভৃতি বিনাশ পায়, বিশেষতঃ চাতুর্থকজ্বরে ইহা মহাফলপ্রদ।

—:০:—

## অর্শ চিকিৎসাধিকারে

## চক্রেশ্বর রস।

চারিভাগ রসসিন্দুর, পাঁচভাগ সোহাগা ও পাঁচভাগ অভ্র, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া শ্বেত পুনর্নবার রসে তিন দিন সূর্য্যকিরণে ভাবনা দিতে হইবে। পরে ২ রতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে চক্রেশ্বর রস কহে। এই ঔষধ অর্শরোগের অন্তকস্বরূপ, ইহাদ্বারা বাতগ্রহণী রোগও প্রশান্ত হয়।

## অর্শকুঠার রস।

একপল পারদ, দুইপল গন্ধক, দুইপল লৌহ, দুইপল তাম্র, পাঁচপল দন্তী, পাঁচপল ত্রিকটু, পাঁচপল ওল, পাঁচপল বংশোলোচন, পাঁচপল সোহাগা, পাঁচপল যবক্ষার, পাঁচপল সৈন্ধব, আটপল সিজের দুগ্ধ, বত্রিশ পল গোমূত্র, এই সকল বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। সমস্ত ঔষধ পিণ্ডাকৃতি হইলে উহা গ্রহণ করিবে, ইহার নাম অর্শকুঠার রস। দুইমাষা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়।

## শিলাগন্ধক বটীকা।

মনঃশিলা ও গন্ধক এই উভয় দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে সাতদিন ভাবনা দিবে। পরে মধু ও ঘৃতের সহিত মর্দন করিয়া লইবে। দুইরতি পরিমাণে ইহা সেবন করাই বিধি। ইহাকে শিলাগন্ধক বটিকা কহে। ইহাদ্বারা অর্শ বিনষ্ট হয়।

## পঞ্চানন বটী।

একভাগ রসসিন্দূর, একভাগ অভ্র, একভাগ লৌহ, একভাগ তাম্র, একভাগ গন্ধক এবং সর্ব্বদ্রব্যের সমান ভেল, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া আটতোলা ওলের রসে একদিন মর্দন করিয়া লইবে, একমাষা-পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়, ঘৃত ইহার অনুপান। ইহাকে পঞ্চানন বটী কহে। ইহাদ্বারা সকল প্রকার সাধ্যাসাধ্য অর্শ ও কুষ্ঠরোগ পরাজিত হয়।

## পাশুপত রস।

একভাগ পারদ, দুইভাগ লৌহ, ছয়ভাগ বিষ, এইসকল বস্তু চিতার রসে ভাবনা দিয়া তাহার সহিত ধুস্তুরবীজভস্ম বত্রিশভাগ, ত্রিকটু তিন ভাগ, তিনভাগ লবঙ্গ, তিনভাগ এলাইচ, অর্দ্ধভাগ জাতিফল, অর্দ্ধভাগ পঞ্চলবণ, একভাগ এরণ্ড, একভাগ তেতুল, একভাগ অপামার্গ, এক-

ভাগ অশ্বথ মিশ্রিত করিবে। পরে হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, জিরা ও সোহাগা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ মিশাইয়া অম্লবর্গের রসে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ আহারের পর একরতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহাকে পাশুপতরস কহে। ইহাদ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি ও পরিপাক হয় এবং বিসূচিকা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ উদরাময় রোগে তালমূলীর রসের সহিত, শূলরোগে সৌবর্চ্চল, পিপুল ও শুঠের সহিত, অর্শরোগে তক্রের সহিত, রাজযক্ষায় পিঁপুলের সহিত বাতরোগে শুঁঠ ও সৌবর্চ্চলের সহিত, পিত্তরোগে শর্করা ও ধনিয়ার সহিত, এবং কফরোগে পিপলীচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে অতি শীঘ্র রোগী রোগহইতে মুক্তিলাভ করে। ধন্বন্তরি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই ঔষধের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

---

## ক্রমিরোগ চিকিৎসাধিকারে।

### ক্রিমিকালানল রস।

দুইপল বিড়ঙ্গ, একপল বিষ, চারিতোলা লৌহচূর্ণ, দুইতোলা বিশুদ্ধ পারদ, দুইতোলা গন্ধক, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাগী দুগ্ধে পেষণ করিবে। পরে ছায়াতে শুষ্ক করিয়া ষোলরতি পরিমাণে এক একটী বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে ক্রিমিকালানল রস কহে। ধনিয়া ও জিরা ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা জঠরস্থ ক্রিমি বিনষ্ট হয় এবং গ্রহণী, অর্শ, শোথ, গুল্ম, প্লীহা ও উদরী নিবারিত হইয়া থাকে।

### ক্রিমি বিনাশ রস।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, ধাইফুল, ত্রিফলা, লোধ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এই সকল বস্তু সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক আদার

রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে চণকের ন্যায় বড়ী প্রস্তুত করিয়া ত্রিফলার রসের সহিত সেবন করিবে। ইহার নাম ক্রিমিবিনাশ রস। ইহাদ্বারা ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

## ক্রিমিরোগারী রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, মরীচ, বিষ, ধাইফুল, ত্রিফলা শুঁঠ, মুথা, আকনাদি, বাল ও বেলশুঁঠ এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিবে। এই ঔষধ কপর্দ্দক পরিমাণে সেবন করিলে ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়। ইহাকে ক্রিমিরোগারি রস কহে।

## কীটমর্দ্দ রস।

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক, চারিভাগ যমানী, আটভাগ বিড়ঙ্গ ষোলভাগ কুচিলা, বত্রিশভাগ ব্রহ্মযষ্ঠী, এই সকল বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহাকে কীটমর্দ্দ রস কহে। অর্দ্ধতোলা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। মুথার কাথ এই ঔষধের অনুপান। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিরোগ প্রশান্ত হয়।

## ক্রিমিঘ্ন রস।

বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, নিম্ববীজ, তুলসীপত্রভস্ম এই সকল বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া ইন্দুরকানীর রসে মর্দ্দন করিবে। ইহাকে ক্রিমিঘ্ন রস কহে। ইহা ছয়রতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়।

---

# পাণ্ডুরোগ চিকিৎসাধিকারে।

## নিশালৌহ।

একতোলা হরিদ্রা, একতোলা দারুহরিদ্রা, একতোলা, ত্রিফলা, এক তোলা কটুকী, এবং ছয়তোলা লৌহচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিবে।

উক্তমরূপ চূর্ণিকৃত হইলে মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে হয়। ইহাকে নিশালৌহ কহে। ইহাদ্বারা কামলা ও পাণ্ডু-রোগ বিনষ্ট হয়।

## ধাত্রিলৌহ।

আমলকী, ত্রিকটু, হরিদ্রা মধু ও শর্করা এই কয় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উহার সহিত সমস্ত দ্রব্যের সমান লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহাকেই ধাত্রীলৌহ কহে। ইহারদ্বারা পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক বিনাশ পায়।

## পঞ্চানন বটী।

পারদ, গন্ধক, তাম্র অভ্র ও গুগ্‌গুলু এই সমস্ত তুল্যপরিমাণে সমান জয়পালবীজ গ্রহণপূর্ব্বক একত্রে ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিতে হইবে। উক্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে বদরাস্থির ন্যায় এক একটী বড়ী প্রস্তুত করিবে; ইহাকে পঞ্চাননবটী কহে। ইহা পাণ্ডুরোগের কৃতান্ত স্বরূপ। ইহাদ্বারা সকল প্রকার পাণ্ডু ও শোথ ধ্বংস হইয়া যায়।

## কামেশ্বর রস।

একপল পারদ, একপল গন্ধক, একপল হরিতকী, একপল চিতা, বারতোলা মুথা বারতোলা এলাইচ, বারতোলা তেজপত্র, একপল ত্রিকটু একপল পিপুলের মুল, একপল বিষ দুইতোলা নাগেশ্বর, একপল এরণ্ড বীজ এবং সমস্ত দ্রব্যের সমান পুরাতন গুড়, এই সকল বস্তু একত্র করিয়া ধুতুরার রসে ভাবনা দিয়া ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিবে। উক্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে বদরাস্থির ন্যায় এক একটী বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে কামেশ্বররস কহে। এই বড়ী নিশাভাগে সেবন করিতে হয়, ইহাদ্বারা পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

## রক্তপিত্ত চিকিৎসাধিকারে

### সুধানিধি রস।

পারদ গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ এই সকল বস্তু সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিফলার কাথের সহিত লৌহভাণ্ডে গোময়াগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। ইহাকে সুধানিধিরস কহে। নিশাভাগে এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্তরোগ বিনাশ পায়।

### আমলাদ্যলৌহ।

আমলকী ও পিপুলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক তৎসহ উক্ত উভয় দ্রব্যের সমান লৌহ মিশাইবে। ইহাকে আমলাদ্য লৌহ কহে। সমভাগে শর্করার সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্ত বিদূরিত হয়। ইহাদ্বারা অম্লপিত্তাদি পৈত্তিক ও বাতজ নানাবিধ রোগ ধ্বংস হয় এবং বল ও উদরাগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

---

## রাজযক্ষ্মা চিকিৎসাধিকারে

### রাজমৃগাঙ্ক রস।

তিনভাগ রসসিন্দুর একভাগ স্বর্ণ একভাগ রৌপ্য, দুইভাগ মনঃশিলা, দুইভাগ গন্ধক, দুইভাগ হরিতাল; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কড়ির মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া গজপুট পাক করিবে। ইহাকে রাজমৃগাঙ্করস কহে। এই ঔষধ চারিরতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়।

### রজতাদি লৌহ।

একপল রৌপ্য, একপল অভ্র, তিনপল ত্রিকটু; তিনপল ত্রিফলা আটপল লৌহ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত লেহন করিলে যক্ষ্মা; পাণ্ডু উদরী অর্শ, শ্বাস, কাস ও

সকল প্রকার পিত্তজন্য নয়নরোগ দূরীভূত হয়। ইহাকে রজতাদিলৌহ কহে।

---

## কাসচিকিৎসাধিকারে

### অমৃতার্ণবরস।

পারদ, গন্ধক, মৃত লৌহ, সোহাগা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু চিতা গুড়ূচী, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টীমধু ও বিষ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিবে। ইহাকে অমৃতার্ণব রস কহে। এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণে বাতজন্য কাসরোগে প্রয়োগ করিতে হয়।

### কালসংহার ভৈরব।

পারদ, গন্ধক তাম্র, অভ্র, শঙ্খ সোহাগা, লৌহ, মরীচ, কুড় তালীশ-পত্র জাতিফল, লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ঐ সকল দ্রব্যের সহিত কেশরাজ, থানকুনী, নিসিন্দা কাইস্তা, দ্রোণপুষ্পী, শালপাণী, গিমা, ব্রহ্মযষ্টি হরীতকী ও বাসক এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের রস দুইতোলা দিয়া রৌদ্রযন্ত্রে ভাবনা দিবে, ইহাকে কালসংহার ভৈরব কহে। পাঁচরতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। শ্রীমানগহনানন্দ নাথ এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা। ইহা-দ্বারা বাতিক, পৈত্তিক ও কফজ কাস বিনষ্ট হয়। বাসক, শুঁঠ ও কণ্টকারির কাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা নানাবিধ কাস, শ্বাস, অরুচি, দূরীভূত হয় এবং বল, বর্ণ, পুষ্টী ও কান্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

## শ্বাসচিকিৎসাধিকারে

### বিজয়াবটী।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ; অভ্র, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুথা, এলাইচ,

পিপুলের মূল নাগেশ্বর, ত্রিকটু ত্রিফলা, তাম্র, চিতা, জয়পাল এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং উহার দ্বিগুণ গুড় সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে বিজয়াবটী কহে। ইহাদ্বারা কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, গুল্ম, মেহ বিষমজ্বর, গ্রহণী, শূল পাণ্ডু ও হস্ত-পাদাদিদাহ বিনষ্ট হয়।

## স্বরভেদচিকিৎসাধিকারে

## ভৈরব রস।

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মরীচ, চৈ, চিতা এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিয়া আদার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক তিনরতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে ভৈরবরস কহে। জল ইহার অনুপান। ইহারদ্বারা শ্বাস, কাস ও স্বরভেদ বিনষ্ট হইয়া যায়।

শুঁঠের গুড়া, শর্করা ও মধু একত্রিত করিয়া সেবন করিলে স্বরভেদ নিবারিত হইয়া কোকিলের ন্যায় কণ্ঠস্বর হইয়া থাকে।

## অরুচি চিকিৎসাধিকারে

## সুলোচনাভ্র।

একপল অভ্রভস্ম, একপল গৈরিক, দশপল চৈ, দশপল কুল, দশপল বিরণমূল, দশপল দাড়িম, দশপল আমলকী, দশপল আমরুলী, দশপল ছোলঙ্গ, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহাকে সুলোচনাভ্র কহে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার অরুচি কাস, শ্বাস, বলাস, প্লীহা মন্দাগ্নি, মেহ, শোথ, ক্রিমি শূল, অম্লপিত্ত, অশ্মরী প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

রসসিন্দুর, তেঁতুল, গুড়, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, জীরা, পিপুল, টাবালেবু, বৈকল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে অরুচি বিনষ্ট হয়।

## ছর্দ্দিচিকিৎসা।

জীরা, ধনিয়া, হরিতকী, কণ্টকারি, ত্রিকটু, রসসিন্দুর, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে বমিরোগ বিনষ্ট হয়।

## তৃষ্ণাচিকিৎসা।

মহোদধিরস।—তাম্র, বঙ্গ, পারদ, হরিতাল ও তুঁতে এই সকল লইয়া বটাঙ্কুররসে ভাবনা দিবে। পরে তিনরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে মহোদধি রস কহে। আম ও জামের কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে পিপ্পলী ও মধুর গণ্ডুষ গ্রহণ করিতে হয়।

---

## মূর্চ্ছাচিকিৎসাধিকারে সুধানিধি রস।

মূর্চ্ছারোগে পিপুলের চুর্ণ ও রসসিন্দুর মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে শীতলজলে রোগীকে স্নান করাইতে হয় এবং তাহার গাত্রে শীতল জলসেচন করিবে। এইরূপ করিলে মদ ও মূর্চ্ছারোগ বিনষ্ট হয়।

---

## মদাত্যয়চিকিৎসা।

হিঙ্গু, ত্রিকটু, ধনিয়া শুঠ, যমানী, রসসিন্দুর, এই সকল দ্রব সমভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া সেবন করিলে পানাত্যয়রোগ বিনষ্ট হয়।

## অষ্টাঙ্গলবণ।

সৌবর্চ্চল জীরা, চৈপাল, দারুচিনি, এলাচ, মরীচ, মহার্দ্রক এই সকল বস্তু প্রত্যেকে একভাগ এবং মধু অর্দ্ধভাগ, ও শর্করা অর্দ্ধভাগ সমস্ত বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে অষ্টাঙ্গলবণ কহে। ইহাদ্বারা কফপ্রধান মদাত্যয়রোগ বিনষ্ট হয় এবং উদরাগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

## দাহচিকিৎসাধিকারে

### দাহান্তক রস।

পাঁচভাগ পারদ ও একভাগ তাম্র একত্র করিয়া জামিরের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে উহার সহিত পাঁচভাগ গন্ধক মিশ্রিত করিতে হইবে, অনন্তর পানের রসে ভাবনা দিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করত ভস্ম করিবে। ইহাকে দাহান্তকরস কহে। দুই রতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। আদার রস ও ত্রিকটুচূর্ণ ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা দাহ, সন্তাপ ও পিত্তজনিত মূর্চ্ছা বিনষ্ট হয়।

---

## উন্মাদরোগ চিকিৎসাধিকারে

### উন্মাদগজাঙ্কুশ।

বিশুদ্ধ পারদ ধুতুরার রসে তিনদিন, ব্রহ্মযষ্টির রসে তিনদিন, ভাবনা দিয়া তাম্রপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক উহার সহিত সমভাগ গন্ধক মিশাইয়া যথাবিধি পাক করত বন্ধন করিবে। অনন্তর পারদের সমান ধুতুরার বীজ, গন্ধক, অভ্র, বিষ মিশ্রিত করিয়া তিন দিন মর্দ্দন করিবে। ইহাকে উন্মাদগজাঙ্কুশ কহে। এই ঔষধ একবলমাত্র (তিনরতি) প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাদ্বারা দোষজন্য ও ভুতাবেশজনিত উন্মাদ রোগ প্রশান্ত হয়।

---

## অপস্মারচিকিৎসাধিকারে

### সূতভস্মপ্রয়োগ।

শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রাহ্মশাক, কুড় ও এলাইচের কাথের সহিত দুইরতি রসসিন্দুর মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অপস্মাররোগ দূরীভূত হয়।

---

## বাতব্যাধি চিকিৎসাধিকারে

### দ্বিগুণাক্ষ রস।

একভাগ গন্ধক, একভাগ পারদ, একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নি-সন্তাপে পাক করিবে। পাকসন্তাপে সমাপ্ত হইলে নামাইয়া তাহার সহিত তিন ভাগ হরীতকী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে দ্বিগুণাক্ষ রস কহে। এই ঔষধ প্রথমদিন সাতরতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। পরে প্রতিদিন একরতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে। এইরূপে একবিংশতিরতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ, ঘৃত শর্করা ও শালিধান্যের অন্ন পথ্য করিবে। ইহাদ্বারা কম্পবাত প্রশান্ত হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে তিনপক্ষমধ্যে রোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহা সেবনান্তে নির্ব্বাতপ্রদেশে অবস্থিতি করিতে হয়।

### কুব্জবিনোদ রস।

পারদ, গন্ধক, হরীতকী, হরিতাল, বিষ, ত্রিকটু, কট্‌কী, গন্ধবোল জয়পাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে, সিজের রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহাকে কুব্জবিনোদ রস কহে। এই ঔষধ দুইরতিপরিমাণে সেবন করিতে হয়। গহনানন্দ নাথ ইহার আবিষ্কর্ত্তা। ইহাদ্বারা বাতব্যাধি, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল আমবাত, কটিশূল, স্থৌল্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এবং উদরাগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

---

## বাতরক্তচিকিৎসাধিকারে

### লাঙ্গলাদিলৌহ।

লাঙ্গলিয়ামূল, ত্রিকটু ত্রিফলা, দ্রাক্ষা গুগগুলু, এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ এবং এই সমস্ত চূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য

একত্র মর্দ্দন করিয়া টাবালেবুর রসে ও ত্রিফলার কাথে মর্দ্দন করিয়া বদর পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে লাঙ্গলাদিলৌহ কহে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা আজানুস্ফুটিত সর্ব্বাঙ্গস্ফুটিত সাধ্যাসাধ্য সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠরোগে যে যে ঔষধ ব্যবহৃত হয়; তৎসমস্তই বাতরক্তে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

---

## উরুস্তম্ভ চিকিৎসাধিকারে

### গুঞ্জাভদ্র রস।

দেড়তোলা পারদ, ছয়তোলা গন্ধক, শ্বেতগুঞ্জাবীজ তিনতোলা, জয়ন্তি নিম্ববীজ, জয়পালবীজ ইহারা প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা এই সমস্ত বস্তু একত্র মিলিত করিয়া জয়ন্তী, জম্বীর, ধুতুরা, কাকমাচী ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিবে। অনন্তর চারিরতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম গুঞ্জাভদ্ররস। হিঙ্গু ও সৈন্ধবের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা অত্যুগ্র সুদারুণ উরুস্তম্ভ প্রশান্ত হয়।

---

## আমবাত চিকিৎসাধিকারে

### আমবাতারি বটীকা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র তুঁতিয়া, সোহাগা, সৈন্ধব, এইসকল বস্তু সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। ঐ সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ গুগ্‌গুলুর চতুর্থাংশ তেউড়ীচূর্ণ ও চিতাচূর্ণ এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে দুইমাষা প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম আমবাতারি বটীকা। ত্রিফলার চূর্ণের

এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা আমবাত, গুল্ম, প্লীহা, অষ্ঠিলা কামলা, পাণ্ডু অরুচি, গ্রন্থিশূল, শিরঃশূল, বাতরোগ, গৃধ্রসী, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগ প্রশান্ত হয়। ভগবান মহাদেব এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা।

---

## শূলরোগচিকিৎসাধিকারে

## শূলবজ্রিণীবটী।

পারদ, গন্ধক ও লৌহ এক কয় বস্তু প্রত্যেকে চারিতোলা, ত্রিফলা হিঙ্গু, তাম্র, ত্রিকটু, শঠি, সোহাগা, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, তালীশ পত্র জাতিফল, লবঙ্গ, জমানী, জীরা ধনিয়া, এই সকল বস্তু প্রত্যেকে একতোলা, এই সকল বস্তু একত্র করিয়া ছাগিদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিবে। উক্তসরূপ মর্দ্দিত হইলে একমাষা প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে শূলবজ্রিণী বটিকা কহে। ইহাদ্বারা অষ্টবিধ শূল, প্লীহা, গুল্ম, উদরী, অম্লপিত্ত, আমবাত, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, গলগ্রহ বৃদ্ধিরোগ, গোদ, ভগন্দর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহা বলকারক ও অগ্নিসন্দীপক।

---

## উদাবর্ত্ত ও আনাহ চিকিৎসাধিকারে

## বৈদ্যনাথ বটী।

হরিতকী, ত্রিকটু ও পারদ প্রত্যেকে একভাগ, জয়পাল দুইভাগ এই সকল জিনিস একত্র করিয়া লইবে। ইহাকে বৈদ্যনাথবটী কহে। ইহাদ্বারা উদাবর্ত্ত, আনাহ, গুল্ম, পাণ্ডু ক্রিমি, কুষ্ঠ, গাত্রকণ্ডু, পীড়কা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। বৈদ্যনাথ স্বয়ং এই ঔষধ বলিয়াছেন।

---

## গুল্ম চিকিৎসাধিকারে
### মহানারাচ রস।

তাম্র, পারদ গন্ধক, জয়পাল, ত্রিফলা কটুকী এই সকল বস্তু প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিয়া ক্ষারত্রয়ে পেষণ করিবে। এক নিষ্কপরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া উষ্ণোদক পান করিবে। ইহার নাম মহানারাচ রস।

---

## হৃদ্রোগ চিকিৎসাধিকারে
### হৃদয়ার্ণব রস।

পারদ, গন্ধক ও মৃত তাম্র সমভাগে লইয়া ত্রিফলার কাথে ও কাকমাছীর রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে চণকপ্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে হৃদয়ার্ণবরস কহে। ইহারদ্বারা হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়।

---

## মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসাধিকারে
### বরুণাদ্য লৌহ।

দুইপল বরুণবল্কল, দুইপল আমলকী, একপল ধাইফুল, চারিতোলা হরিতকী, দুইতোলা পৃশ্নিপনী, একতোলা লৌহ ও একতোলা অভ্র, এই সকল দ্রব্য একত্র চুর্ণ করিয়া লইবে। ইহাকে বরুণাদ্যলৌহ কহে, চারিমাষা পরিমাণে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। প্রাতঃকালে উঠিয়া এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র, মুত্রাঘাত, অশ্মরী, প্রমেহ, বিষমজ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং বল ও পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে।

---

## মূত্রাঘাত চিকিৎসাধিকারে

### তারকেশ্বর রস।

রসসিন্দুর, অভ্র ও গন্ধক সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। ইহাকে তারকেশ্বর রস কহে। গহানন্দনাথ এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা। এই ঔষধ একমাষা পরিমাণে সেবন করিতে হয়, মধু ইহার অনুপান ইহারদ্বারা বহুমূত্ররোগ প্রশান্ত হয়। যজ্ঞডুম্বর চূর্ণ এককর্ষ মধুর সহিত মিলিত করিয়া তাহা এই ঔষধের অনুপানার্থ প্রয়োগ করিলে অথবা এই ঔষধ সেবনান্তে তাহা লেহন করিলে আশু উপকার দর্শে।

---

## অশ্মরীরোগ চিকিৎসাধিকারে

### পাষাণবজ্র রস।

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক, একত্র করিয়া শ্বেত পুনর্নবার রসে খলে একদিন মর্দ্দন করিয়া রুদ্ধ করতঃ ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। এক-দিন পরে উহা লইয়া মর্দ্দন করিবে। ইহাকে পাষাণবজ্র রস কহে। গুড়ের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা অশ্মরী, বস্তিশূল প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। গোরক্ষ ও কাকুড় মূলের কাথ অথবা কুলথকলায়ের কাথ ইহার অনুপান। লৌহচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলেও অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

---

## প্রমেহ চিকিৎসাধিকারে

### হরিশঙ্কর রস।

রসসিন্দুর ও অভ্র আমলকীর রসে সপ্তাহ ভাবনা দিয়া একমাষা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে হরিশঙ্কর রস কহে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রশান্ত হয়।

## বিড়ঙ্গাদ্যলৌহ।

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা, মুথা, পিপুল, শুঠ, জীরা, কৃষ্ণজিরা, এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে বিড়ঙ্গাদ্যলৌহ কহে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ ও মূত্রবিকার প্রশান্ত হয়।

---

## স্থৌল্য চিকিৎসাধিকারে
## বড়বাগ্নিলৌহ।

রসসিন্দুর, হরিতাল, লৌহ ও তাম্র, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আকন্দ পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহাকে বাড়বাগ্নিলৌহ কহে। তিনরতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। মধু ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা স্থৌল্য, শোথ ও শূল বিনষ্ট হয়। কফের প্রাবল্য থাকিলে মধু ও ঘৃত অনুপানার্থ ব্যবহার করিবে।

---

## উদররোগ চিকিৎসাধিকারে
## ইচ্ছাভেদি রস।

শুঠ মরীচ পারদ, গন্ধক, সোহাগা, প্রত্যেকে একভাগ, জয়পাল দুইভাগ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহাকে ইচ্ছাভেদী রস কহে। শর্করার সহিত এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে যত গণ্ডুষ জলপান করিবে, ততবার বিরেচন হইয়া উদররোগ নিবারিত হয়।

## পিপ্পল্যাদ্যলৌহ।

পিপ্পলীমূল, চিতা, অভ্র, ত্রিকত্রয় ও সৈন্ধব এই দ্রব্য এক ভাগ

এবং সমান, এই সকল দ্রব্যের সমান লৌহ কহে। ইহাকে পিপল্যাদ্য লৌহ কহে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার উদররোগ প্রশান্ত হয়।

---

## প্লীহারোগ চিকিৎসা।

### রোহিতকলৌহ।

রহর বৃক্ষের বল্কল ও ত্রিকত্রয় এক এক ভাগ এবং ঐ সকলের সমান লৌহ একত্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে রোহিতলৌহ কহে। ইহাদ্বারা প্লীহা, অগ্রমাংস ও যকৃৎ বিনষ্ট হয়।

### তাম্রেশ্বর বটী।

হিঙ্গু, ত্রিকটু, অপমার্গপত্র, আকন্দপত্র, সিজপত্র, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ এবং এই সমুদায়ের সমান সৈন্ধবসহ সকলের তুল্য লৌহ ও তাম্র, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে তাম্রেশ্বর বটী কহে। ইহাদ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, আমবাত অর্শ, উদররোগ, মুর্চ্ছা পাণ্ডু, হলীমক, গ্রহণী, অতীসার যক্ষা ও শোথ বিনষ্ট হয়।

### প্লীহার্ণবরস।

হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, বিষ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একপল, মরীচ ও পিপুল প্রত্যেকে অর্দ্ধপল; এই সমস্ত দ্রব্য মর্দ্দন পূর্ব্বক একরতিপরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে প্লীহার্ণবরস কহে। শেফালিপাতায় রস ও মধু ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা ষট্ প্রকার প্লীহা, জ্বর, মন্দাগ্নি কাস, শ্বাস, বমি, ভ্রমি প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। গহনানন্দনাথ এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা।

---

## শোথ চিকিৎসাধিকারে।

### ত্রিকট্‌বাদ্যলৌহ।

ত্রিকুট, ত্রিফলা, দন্তী, অপামার্গ, ত্রিমদ, শুঁঠ, পুনর্ণবা এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং এই সমুদ্রের তুল্য লৌহ সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লইবে। ইহাকে ত্রিকটাদ্যলৌহ কহে। ইহাদ্বারা দুস্তর শোথ, স্থৌল্য, উদররোগ ও জলোদর বিনষ্ট হয়।

### কটুকাদ্যলৌহ।

কটুকী, দন্তী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতা, দেবদারু, তেউড়ী, গজপিপ্‌পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে এবং এই সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ লৌহ সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লইবে। ইহাকে কটুকাদ্যলৌহ কহে। দুগ্ধের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা শোথরোগ ধ্বংস হয়।

---

## গোদ চিকিৎসাধিকারে।

### কণাদিবটী।

পিপুল, বচ দেবদারু, পুনর্ণবা, বেল ও বৃদ্ধদারক এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক বটীকা করিবে। ইহাকে কণাদিবটী কহে। ইহা আমানির সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা গোদ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

---

## ভগন্দর চিকিৎসাধিকারে।

### ভগন্দরহর রস।

একভাগ পারদ ও দুই ভাগ গন্ধক, একত্র ঘৃতকুমারীর রসে তিন

দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক সমুদায়ের তুল্য তাম্র ও লৌহ মিশাইয়া একটি পাত্রের উপরে রাখিবে। পরে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত স্বেদ প্রদান করিয়া উহা ভস্ম করিবে এবং ঐ ভস্ম আলোড়নপূর্ব্বক কাগজীরলেবুর রসে সাতবার ভাবনা দিয়া পরে পুটপাক করিবে। ইহাকে ভগন্দরহররস কহে। একরত্তিপরিমাণে, এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

---

## উপদংশ (গরমি) চিকিৎসধিকারে।

উপদংশরোগে ধ্বজমধ্যে শিরাবেধ করিতে হয় এবং যোগবাহী রস সকল প্রয়োগ দ্বারা প্রশান্ত হইয়া থাকে।

---

## কুষ্ঠ চিকিৎসাধিকারে।

### গলৎকুষ্ঠারিরস।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, গুগ্‌গুল চিতা শিলাজতু মাকরা বচ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ অভ্র ড়হর করঞ্জাবীজ প্রত্যেকে চারিভাগ এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহাকে গলৎকুষ্ঠারিরস কহে। দুইতোলা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। যে রোগীর কর্ণ অঙ্গুলি নাসিকা প্রভৃতি বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে ইহাদ্বারা তাহারও রোগ মুক্ত হয় এবং সে কন্দর্পের ন্যায় কান্তি ধারণ করে। এই ঔষধ জলোদর ও বাতরক্ত ও বিনাশিত করিয়া দেয়।

### তালকেশ্বররস।

আমলকী সোহাগা ও হরিতাল প্রত্যেকে দশভাগ এই কয় দ্রব্য

একত্র করিয়া আমলকীর রসে ও অপামার্গরসে মর্দন পূর্ব্বক ঔষধার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাকে তালকেশ্বররস কহে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

সৈন্ধব ও শিজদুগ্ধ একত্র পেষণ পূর্ব্বক যে স্থানে শ্বিত্র বা দদ্রু হইয়াছে তথায় লেপন করিলে রোগ দূরীভূত হয়।

গন্ধক চিতা ধাতুকাশীশ হরিতাল ত্রিফলা এই সকল একত্র করিয়া মুখে শ্বিত্র হইলে লেপন করিবে।

গুঞ্জাফল ও চিতাচূর্ণ একত্র করিয়া লেপন করিলে শ্বেতকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

---

## অম্লপিত্ত চিকিৎসাধিকারে।

### ক্ষুধাবতী গুড়িকা।

আগুধান্যের কাঞ্জিকের সহিত কৃষ্ণাভ্র পেষণ পূর্ব্বক অহোরাত্র উহাতে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। অনন্তর মান কচ্চী হারযুচ নটে শালিঞ্চশাক বৃহৎপাতাবিশিষ্ট নটে শ্বেতপুনর্নবা বৃহতী ভৃঙ্গরাজ লক্ষণা কেশরাজ, এই সকলের রসে পেষণ করিবে ভাবনা দিবে এবং পুনঃ পুনঃ পুটপ্রদান করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত নিশ্চন্দ্রক না হয় তাবৎ ঐরূপ করিবে। এইরূপে অভ্র শোধন করিয়া লইবে। স্বর্ণমাক্ষিক ও শালিঞ্চশাকের রসে কান্তলৌহ লেপন করিয়া ভদ্রাগ্নিমধ্যে প্রদান পূর্ব্বক অগ্নিবর্ণ করিবে। পরে ত্রিফলার কাথে বারম্বার নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে ত্রিফলার কাথ হইতে নিরুথ্যভস্ম লৌহচূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া ধৌত করিতে হইবে এবং সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিবে অনন্তর হস্তিকর্ণপলাশ ত্রিফলা, বৃদ্ধদারক' মান, ওল হারযুচ, শুঁঠ দশমূলী, মুণ্ডিরী ও তালমূলীর রসে সযত্নে পুটক্রিয়া করিবে। এইরূপে লৌহ বিশুদ্ধ হয়। শ্বেত গুলটা, শ্বেতবেড়েলা, গুড়ুচী, অপামার্গ ছোটনটে

ও পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য পুরাতন মণ্ডুরের উপরে ও নীচে স্থাপন পূর্ব্বক গোমূত্রে তিনদিন পাক করিবে। পরে উহা আচ্ছাদিত করিয়া তিনদিন অন্তর্বাষ্পে রাখিবে। পরে ধৌত করিয়া সূর্য্যকিরণে শুষ্ককরত চূর্ণ করিয়া লইবে। এইরূপে মণ্ডুর শোধন করিয়া লইবে। জয়ন্তী এরণ্ডমূল, আদা ও কাইস্তার রসের সহিত বারম্বার মর্দ্দন করিয়া পারদ শোধন করিতে হয়। নবনীত নামক গন্ধকচূর্ণ ভৃঙ্গরাজেররসে আপ্লাবিত করিয়া লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক সূর্য্যকিরণে শুষ্ককরিবে। এই প্রকার তিনবার শুষ্ক করিতে হইবে। পরে জলন্ত বদরাঙ্গারের উপর চড়াইয়া জাল দিবে। উহা গলিয়া গেলে ভৃঙ্গরাজরসপূর্ণ একটী পাত্রের উপর বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি ঐ গন্ধক ঢালিয়া দিবে। পরে দুই বার ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপ করিলে গন্ধক শোধন হয়।

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শোধিত অভ্র দুইপল, একপল লৌহ, চারিতোলা মণ্ডুরচূর্ণ, এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া থানকুনী, গজপিপ্পলী ও তালমূলীর রসে স্থালীপাক করিবে। শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ ও কাঁটা নটের রসে দ্বিতীয় স্থালীপাক করিবে। ত্রিফলা ও ভদ্রমুস্তকের রসে তৃতীয় স্থালীপাক করিতে হইবে। পরে উহা চূর্ণ করিয়া লইবে। দুইতোলা পারদ ও দুইতোলা গন্ধক গ্রহণ পূর্ব্বক মসৃণ শিলাখণ্ডে সযত্নে ঘর্ষণ করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে এবং পূর্ব্বলিখিত অভ্রাদি-চূর্ণ ও দুই, দুই যমানী জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুলফা ত্রিকটু. মুথা, বিড়ঙ্গ, পিপুলের মূল, অপামার্গ, তেউড়ী চিতা, দন্তী শ্বেত শুলটা, ভৃঙ্গ-রাজ মান, খারকোন, রক্তোৎপল, কেশরাজ, কালাকড়া এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের চূর্ণ চারিতোলা ও দেড়পল ত্রিফলাচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই সমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে রাখিয়া আদার রসের সহিত ঘর্ষণ করিবে। পরে সূর্য্যকিরণে তিনবার ভাবনা দিবে, তদনন্তর ঘলে আদার রসের সহিত পেষণ করিয়া বদরাস্থির ন্যায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে এবং

ছায়াতে শুষ্ক হইলে নির্জ্জন স্থানে স্থাপন করিবে। ইহাকে ক্ষুধাবতী গুড়িকা কহে। প্রাতে ও আহারের পূর্ব্বে ইহার দুইটা বড়ী সেবন করিতে হয়। কাঞ্জি ইহার অনুপান। এই ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ, নারিকেল ও মধুর দ্রব্য সেবন করিবে না। ইহাদ্বারা অম্লপিত্ত, গুল্ম, শূল, পাণ্ডু, শোথ উদররোগ, গুহ্যরোগ, যক্ষ্মা, পঞ্চবিধ কাস, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, প্লীহা, শ্বাস, আনাহ, আমবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

---

## বিসর্প ও বিস্ফোট চিকিৎসাধিকারে।

রসসিন্দুর ও ত্রিসুগন্ধিচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া গুড়ুচী ও নিম্বের ক্কাথের সহিত অথবা খদির ও ইন্দ্রযবের ক্কাথের সহিত সেবন করিলে বীসর্প ও বিস্ফোট প্রশান্ত হয়।

পিত্তনাশক ঔষধ, যোগবাহী রস ও কুষ্ঠরোগে যে যে ঔষধ কথিত আছে, তৎসমস্তই বিসর্পরোগে প্রযুক্ত হয়।

---

## মুখরোগ চিকিৎসাধিকারে।

### চতুর্ম্মুখরস।

একভাগ রসসিন্দুর, এক ভাগ স্বর্ণ, দুই ভাগ মনঃশিলা এই সকল একত্র করিয়া অতসীতৈলে মর্দ্দন করিতে হইবে পিণ্ডাকার হইলে উহা কাপড়ে বন্ধন করিয়া অতসীফলের কশে লেপন করিবে। পরে দোলাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিতে হইবে। পরে উহা তুলিয়া মুখে ধারণ করিলে জিহ্বা ও দন্তাদির মুখোরোগ প্রশান্ত হয়। ইহাকে চতুর্ম্মুখরস কহে।

---

## কর্ণরোগ চিকিৎসাধিকারে।

### কফকেতু রস।

ত্রিকটু, হিজলবীজ, শঙ্খভস্ম, বিষ এই সকল একত্রিত করিয়া মরীচের ন্যায় বড়ী প্রস্তুত করিবে, ইহাকে কফকেতু রস কহে। ইহাদ্বারা সকল প্রকার কর্ণরোগ বিদূরিত হয়।

---

## নাসারোগ চিকিৎসাধিকারে।

### পঞ্চামৃতরস।

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক, তিনভাগ সোহাগা চারিভাগ বিষ ও পাচভাগ মরীচ এই সকল দ্রব্য আদার রসের সহিত পেষণ করিয়া পাচরতিপ্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে পঞ্চামৃতরস কহে, ইহাদ্বারা সকলপ্রকার নাসারোগ ধ্বংস হয়।

---

## নেত্ররোগ চিকিৎসাধিকারে।

### নয়নামৃতলৌহ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী, রাস্না, শুঠ, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল কাকোলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কেশরাজ, কণ্টকারি, বৃহতী, লৌহ, অভ্র এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক পল গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিফলার কাথ, ভৃঙ্গরাজের রস এই দুই দ্রব্য দ্বারা প্রত্যেকে সাত বার ভাবনা দিবে। পরে বদরাস্থিপরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে নয়নামৃতলৌহ কহে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিদূরিত হয়।

### তিমিরহরলৌহ।

ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান লৌহ, সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লইবে।

ইহাকে তিমিরহরলৌহ কহে। চন্দ্রমা যেরূপ তিমির বিনাশ ক... সেইরূপ ইহাদ্বারা সকলপ্রকার নেত্ররোগ প্রশান্ত হয়।

---

## শিরোরোগ চিকিৎসাধিকারে।

### চন্দ্রকান্তরস।

রসসিন্দুর, অভ্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক সিজের দুগ্ধে এক দিন মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে একমাষা পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে চন্দ্রকান্তরস কহে। প্রতিদিন লৌহপাত্রে মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া এই বটী সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা এক সপ্তাহ মধ্যে সূর্য্যাবর্ত্তাদি যাবতীয় শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

---

## প্রদর চিকিৎসাধিকারে।

### প্রদরান্তকরস।

পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, খর্পর, বরাট এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, তিন তোলা লৌহ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে প্রদরান্তকরস কহে। ইহাদ্বারা সাধ্যাসাধ্য সকলপ্রকার প্রদর নিবারিত হয়।

---

## সূতিকারোগ চিকিৎসাধিকারে।

### সূতিকারিরস।

পারদ ও গন্ধক এক এক ভাগ, তাম্র অর্দ্ধভাগ, একত্র করিয়া থানকুনীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুই রত্তি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে

সুতিকারিরস কহে। ইহাদ্বারা জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি, শ্বাস, শোথ ও সুতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

## সুতিকাবিনোদরস।

পারদ, গন্ধক, তুঁতে, সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জামীরের রসে তিন দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ত্রিকটুর কাথে তিন বার ভাবনা দিবে। ইহাকে সুতিকাবিনোদরস কহে। চারি রতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা গর্ভিণীর শূল, বিষ্টম্ভ, জ্বর, অজীর্ণ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

---

## বালরোগ চিকিৎসাধিকারে।

### বালরস।

এক পল পারদ, এক পল গন্ধক, চারিতোলা স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য লৌহপাত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নির্গুন্দী, এই তিন দ্রব্যের রসে প্রত্যেকে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া সর্ষপের ন্যায় বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে বালরস কহে। ইহাদ্বারা বালকদিগের ত্রিদোষজনিতজ্বর, জীর্ণজ্বর, কাস প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

---

## বিষরোগ চিকিৎসাধিকারে।

### বিষবজ্রপাতরস।

হরিদ্রা, সোহাগা, জয়িত্রী, তুঁতে এই সকল সমপরিমাণে লইয়া ঘোষাফলের রসে মর্দ্দন করিবে। ইহাকে বিষবজ্রপাতরস কহে। অর্দ্ধতোলা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা সকল প্রকার বিষ বিনষ্ট হয়। কালদষ্ট ব্যক্তিও ইহা সেবন করিলে জীবন লাভ করে।

---

# সরল ডাক্তারী শিক্ষা।

## পঞ্চম ভাগ।

---

## রোগাদির লক্ষণ নিরূপণ।

---

### জ্বর।

যে রোগে যুগপৎ ঘর্ম্ম অবরোধ, শরীরসন্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা সঞ্জাত হয়, তাহাকে জ্বররোগ কহে। মিথ্যা আহার বিহারাদিতে লিপ্ত হইলে আমাশয়াশ্রিত বায়ু-পিত্ত-কফাদি দোষ সকল রসের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া কোষ্ঠস্থিত অগ্নিকে চর্ম্ম দিতে নির্গত করে, সুতরাং তাহাতেই জ্বরের উৎপত্তি হয়। জ্বর আট প্রকার যথা বাতিক, পৈত্তিক শ্লেষ্মজ, বাতশ্লেষ্মজ, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুজ।

বাতিকজ্বর হইবার পুর্ব্বে অত্যন্ত জৃম্ভা অর্থাৎ হাঁই উঠে; পৈত্তিক জ্বর হইবার পুর্ব্বে চক্ষু জ্বালা করে, শ্লৈষ্মিক জ্বর হইবার পুর্ব্বে ভোজনে অনিচ্ছা ও অরুচি জন্মিয়া থাকে; বাতপিত্তজ জ্বর হইবার পুর্ব্বে অরুচি জন্মে ও জৃম্ভা উঠিয়া থাকে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর হইবার উপক্রমে অরুচি জন্মে ও চক্ষুদাহ উপস্থিত হয় এবং সান্নিপাতিক জ্বরের প্রারম্ভে অরুচি, চক্ষুদাহ ও জৃম্ভা হইয়া থাকে। এই সমস্ত জ্বরের পুর্ব্বরূপ বলিয়া কথিত।

---

## বাতজ্বরের লক্ষণ।

বাত্তিকজ্বরে কম্পন, কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোষ, নিদ্রানাশ, শিরোবেদনা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মুখবৈরস্য, উদরে শূলবৎ বেদনা, ও জৃম্ভণ হইয়া থাকে; কখন উষ্ণতাদি অধিক ও কখন বা কম বোধ হয়; হাঁচি হয় না এবং বিষ্ঠার কাঠিন্য হইয়া থাকে।

---

## পিত্তজ্বরের লক্ষণ।

পৈত্তিকজ্বরে অত্যন্ত বেগ, তরল মলনির্গম, অল্পনিদ্রা, ঘর্ম্ম, মুখের কটুত্ব, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। এই জ্বরে কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকা এই সকল স্থানে ফোস্কা হয়; রোগী প্রলাপবাক্য প্রয়োগ করে এবং মল, মূত্র ও নয়ন পীতবর্ণ হয়।

---

## শ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ।

কফজ্বরে শরীর আর্দ্র বস্ত্রদ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয় সর্ব্বদা ভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় তৃপ্তিবোধ হয়। এই জ্বরে বেগের মন্দতা, মুখের মাধুর্য্য, আলস্য, দেহের গুরুত্ব বোধ, শীত, লোমাঞ্চ, নিদ্রার আধিক্য, নাসাস্রাব, অরুচি, কাস, এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং মল মূত্র ও নয়ন শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে।

---

## বাতপৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ।

বাতপৈত্তিক জ্বরে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, অনিদ্রা, শিরোবেদনা, কণ্ঠশোষ, মুখশোষ, বমি, লোমাঞ্চ, অরুচি, ধূমদর্শন ও জৃম্ভণ এই সমস্ত

লক্ষণ লক্ষিত হয় এবং শরীরের সন্ধিস্থলে ভঞ্জনবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

---

## বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে শরীর, আর্দ্র বস্ত্রদ্বারা আবৃতবৎ বোধ হয়; বেগের অতি তীক্ষ্ণতা বা অতি হ্রাসও থাকে না; সন্ধিস্থানে ভঞ্জবৎ বেদনা অনুভূত হয় এবং অতি নিদ্রা, শিরোবেদনা, নাসাস্রাব, কাস, ঘর্ম্ম-রোধ ও শরীর-সন্তাপ হইয়া থাকে।

---

## পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে মুখের লিপ্ততা ও তিক্ততা, তন্দ্রা, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং মুহুর্মুহুঃ শীত ও মুহুর্মুহুঃ দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

---

## সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ।

সান্নিপাতিকজ্বরে কখন গাত্রদাহ, কখন বা শীত বোধ হয়, অস্থি, সন্ধিস্থল ও মস্তকে বেদনা হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কোটরগত হয় এবং চক্ষু স্রাব হইয়া থাকে, চক্ষুতে মলোৎপাদন হয়, শ্রোত্রদ্বয়ে নিরন্তর শব্দ-শ্রুতি বোধ হয় এবং কর্ণ বেদনাযুক্তও হইয়া থাকে, কণ্ঠস্থল শূকশিম্বী দ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ হয়, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম উপস্থিত হয়, জিহ্বা অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও খরস্পর্শ হয়, মুখ হইতে রক্তপিত্ত মিশ্রিত কফোদ্গীরণ হয়, মস্তকচালন, পিপাসা নিদ্রানাশ, হৃদয়ব্যথা উপস্থিত হয়, মল মূত্র ও ঘর্ম্ম বহুক্ষণ পরে অল্প

অশ্রু নির্গত হয়, কণ্ঠদেশে নিরন্তর অস্ফুটধ্বনি হয়, শরীরের তাদৃশ অধিক কৃশত্ব দৃষ্ট হয় না, বোলতাদংশনের ন্যায় শরীরের রক্তবর্ণ ও শ্যামবর্ণ কোঠ ও মণ্ডলাকার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় এবং উদরের গুরুত্ব ও স্রোতোপাক প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। সন্নিপাত ত্রয়োদশ প্রকার, যথা—সিগ্রুক, তান্ত্রিক, চিত্তবিভ্রম, কণ্ঠকুব্জি, কর্ণিক, জিহ্বগ, রুগ্দাহ, আগন্তুক, ভগ্ননেত্র, রক্তষ্ঠীব, শীতাঙ্গ, প্রলাপ ও অভিন্যাস।

যে সন্নিপাতে শূল কাস অঙ্গবেদনা ও শোথ দৃষ্ট হয় তাহাকে সিগ্রুক সন্নিপাত কহে।

তন্দ্রা শ্বাস পিপাসা কণ্ঠ ও জিহ্বাশোষ কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, শ্রুতিশক্তির হ্রাস শরীরে শূলবেধবৎ বেদনা এই সমস্ত তান্ত্রিক সান্নিপাতের লক্ষণ।

প্রলাপ মদ মোহ কম্পন কখন হাস্য কখন গীত কখন নৃত্য দেহদাহ ও চক্ষুর বিকৃতি এই সমস্ত চিত্তবিভ্রম সন্নিপাতের লক্ষণ।

মূর্চ্ছা মোহ দাহ মস্তকবেদনা জ্বর কম্পন অযথা বাক্যালাপ এই সমস্ত লক্ষণ কণ্ঠকুব্জি সন্নিপাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কর্ণিকসন্নিপাতে কর্ণপ্রান্তে শোথ উপস্থিত হয় এবং জ্বর কাস শ্বাস কণ্ঠব্যথা ভ্রম স্বেদনির্গম ও অযথা বাক্যালাপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

শ্রুতিশক্তির নাশ দাহ ও বলের হ্রাস এই সকল জিহ্বগ সন্নিপাতের লক্ষণ।

শ্বাস তৃষ্ণা অঙ্গবেদনা দেহের জড়তা বমি ভ্রম দেহসন্তাপ ভ্রমবোধ ও প্রলাপ এই সকল রুগ্দাহ সন্নিপাতের লক্ষণ।

গাত্রবেদনা দেহসন্তাপ মস্তককম্পন ও শ্বাস আগন্তুক সন্নিপাতে এই সকল চিহ্ন দেখা যায়।

ভগ্ননেত্র সন্নিপাতে রোগীর চক্ষু কোঠরগত হয় এবং কর্ণে শোথ

হইয়া থাকে। এই রোগে কম্পন নিদ্রার আধিক্য প্রলাপ ভ্রম ও অরাত্তিশয্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যে সন্নিপাতে রক্তমিশ্রিত মুখস্রাব হইয়া থাকে তাহাকে রক্তষ্ঠীব সন্নিপাত কহে। ইহাতে তৃষ্ণা জ্বর মোহ জ্ঞানলোপ বমি ভ্রম অঙ্গবেদনা ও শ্রমবোধ হইয়া থাকে এই রোগে তরল মলনির্গম হয় এবং শরীরে শোণিতবর্ণ মণ্ডলাকার চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে।

তরল মলনিঃসরণ কম্পন কর্ণে শোঁ শোঁ অস্ফুট শব্দশ্রবণ শ্বাস ও হস্তের উষ্ণত্ব এই সকল শীতাঙ্গ সন্নিপাতের লক্ষণ; এই রোগে শরীর হিমের ন্যায় শীতল হইয়া থাকে।

দেহের উষ্ণতা কম্পন অঙ্গবেদনা জ্ঞানলোপ শরীরে দৌর্গন্ধ্য এই সকল প্রলাপ সন্নিপাতের লক্ষণ।

অগ্নিমান্দ্য, দুর্ব্বলতা, জ্ঞানলোপ, বাকশক্তিনাশ, অনিদ্রা ও মুখশোষ এই সমস্ত অভিন্যাস সন্নিপাতের লক্ষণ। অধিক কি, এই সন্নিপাতে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ই প্রবল হইয়া থাকে।

এই ত্রয়োদশবিধ সন্নিপাতের মধ্যে কণ্ঠকুব্জি, জিহ্বক ও রুগ্দাহ কষ্টসাধ্য, ভগ্ননেত্র, আশুঘ্নক, রক্তষ্ঠীব ও প্রলাপ প্রাণনাশক এবং অভিন্যাস সন্নিপাত দ্বিতীয় কৃতান্ততুল্য। শীতাঙ্গ সন্নিপাতে শরীর হিমবৎ শীতল হয়, ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীর একেবারে শীতল হইবামাত্র রোগীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

সিগ্র ক সন্নিপাতের ভোগকাল সাতদিন, তান্ত্রিকের দশদিন; চিত্তবিভ্রমের চল্লিশদিন, কণ্ঠকুব্জির ত্রয়োদশদিন, কর্ণিকের তিনমাস, জিহ্বকের ষোলদিন, আশুঘ্নের দশদিন, ভগ্ননেত্রের আট দিন, রক্তষ্ঠীবের দশদিন, শীতাঙ্গের বারদিন, রুগ্দাহের কুড়িদিন, প্রলাপের চতুর্দ্দশ দিন এবং অভিন্যাসের ভোগকাল একপক্ষ নিরূপিত আছে।

সান্নিপাতিক জ্বরে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চিকিৎসকগণ তাহাকে অসাধ্য বলিয়া জানিবেন। এই জ্বর সপ্তম, দশম অথবা

দ্বাদশ দিবসে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পরে হয় উপশম হইয়া থাকে, নচেৎ রোগীকে বিনাশ করে, চতুর্দ্দশ, অষ্টাদশ ও দ্বাবিংশ দিন পর্য্যন্ত রোগমুক্তির অথবা মৃত্যুর দিন নিরূপিত আছে। কর্ণমূলে শোথ হইলে এই রোগে কথন কথন রোগীকে মুক্ত হইতে দেখা যায়।

## অভিন্যাসজ্বরের লক্ষণ।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় প্রকুপিত ও সবর্দ্ধিত হইয়া আমের সহিত সংমিশ্রিত হয় এবং বক্ষঃস্থলে গমন করে। পরে ক্রমে চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন ও বুদ্ধি এই সমস্ত আশ্রয় করিয়া মহাঘোরতর যে জ্বর জন্মায়, যে জ্বর রোগীর কণ্ঠ হইতে অস্পষ্ট শব্দ বহির্গত হয় এবং রোগী অল্পমাত্র বাক্য প্রয়োগ করে, যাহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির বিলুপ্ত হইয়া যায়, শিরশ্চালন, অরুচি ও সূচীবেধবৎ গাত্রবেদনা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, যে জ্বরে রোগী শয়নাবস্থায় পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, তাহাকে অভিন্যাস জ্বর বলে। এই জ্বরে রোগীকে প্রায় মুক্ত হইতে দেখা যায় না।

## আগন্তজ্বরের লক্ষণ।

কোনরূপ আঘাত, মন্ত্রাদির চালন, কাম ও ভূতাদির আবেশ অথবা ব্রাহ্মণাদি গুরুলোকের অভিসম্পাতে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আগন্তজ্বর বলে। জ্বর জন্মিবার পর বাতাদি দোষের মধ্যে যাহার প্রকোপ দৃষ্ট হয়, তদ্দৃষ্টে চিকিৎসা করিবে।

## বিষজ্বরের লক্ষণ।

মুখশোষ, মুখের বিবর্ণতা, তৃষ্ণা, আহারের অনিচ্ছা, মূর্চ্ছা, গাত্র-

বেদনা, তরল মলনির্গত, এই সমস্তই বিষজ জ্বরের লক্ষণ; বিষভক্ষণ করিলেই এই জ্বর উৎপন্ন হয়।

---

## ওষধিঘ্রাণজ জ্বরের লক্ষণ।

শিরোরোগ বমি মূর্চ্ছা; এই সকল ওষধিঘ্রাণজ জ্বরের চিহ্ন অত্যুগ্র ঔষধাদির ঘ্রাণে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়।

---

## কামজ জ্বরের লক্ষণ।

আলস্য; চিত্তবিভ্রম ভোজনে অনিচ্ছা প্রভৃতি কামজজ্বরের লক্ষণ। কোন রমণীর সহিত রমণেচ্ছা প্রবল হইলে এই জ্বর উৎপন্ন হয়।

---

## ভয়শোকাদিজ জ্বরের লক্ষণ।

ভয়, শোক ও কোপজনিত জ্বরে প্রলাপ ও কম্পন হইয়া থাকে। অভিঘাতোত্থ ও অভিচারোত্থ জ্বরে মোহ ও পিপাসা এবং ভূতাদির আবেশজনিত জ্বরে চিত্তোদ্বেগ, রোদন কখন বা হাস্য ও কম্পন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

---

## সন্ততাদিজ্বরের লক্ষণ।

সাত দশ কিম্বা দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে যে জ্বর থাকে তাহার নাম সন্তত এবং যে জ্বর দিন ও রাত্রির মধ্যে দুইবার প্রকাশ পায় তাহাকে সতত জ্বর কহে। যে জ্বর একদিবসের মধ্যে একবারমাত্র করে তাহাকে অন্যেদ্যুষ্ক; যে জ্বর একদিন অন্তর হয়, তাহাকে তৃতীয়ক (পালাজ্বর) আর যে জ্বর চতুর্থ দিবসে বেগ প্রকাশ করে, তাহাকে

চতুর্থক বা ত্র্যাহিক জ্বর কহে। যে জ্বর উৎপন্ন হইলে ক্রমাম্বয়ে দুই দিন উহার ভোগ থাকে এবং একদিন বিচ্ছেদথাকিয়া পুনরায় জরোৎপাদিত হয়, তাহাকে চতুর্থকবিপর্য্যয় জর বলা যায়। যে জ্বরের ভোগ প্রত্যহই অল্প অল্প পরিমাণে থাকে শরীরে শোথ হয়, ক্রমশঃ দেহ দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্থ হইয়া পড়ে শরীরে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি হয় তাহার নাম বলাসক জ্বর। প্রলেপকজ্বরে শরীর সর্ব্বদা ঘর্ম্মাক্ত গুরু ও অল্প অল্প তাপযুক্ত থাকে এবং জরভোগ হয়, তাবৎ রোগীর শীতানুভব হয়। সংসর্গজ জ্বর দুই প্রকার;——প্রথম কফ ও বায়ু রসস্থ থাকিলে অগ্রে শীত উপস্থিত হইয়া জ্বর উৎপন্ন হয় তৎপর ঐ কফ ও বায়ুর বেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে পিত্ত দাহ সমুৎপাদন করে। দ্বিতীয় ঐ রূপ পিত্ত রসস্থ থাকিলে প্রথমে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইয়া জ্বর জন্মে, তৎপর পিত্তের বেগ হ্রাস হইলে কফ ও বায়ু শীত সমুৎপাদন করে। এই উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত সংসর্গজজ্বর অতি কষ্টে প্রশান্ত হইয়া থাকে।

---

## রসগত রক্তগতাদি জ্বরের লক্ষণ।

শরীরের গুরুত্ব, হৃদয়ের উৎক্লেশ, গাত্রের অবসন্নতা, বমি ও অরুচি এই সমস্ত রসধাতুগত জ্বরের লক্ষণ। রক্তোদ্গার, দাহ, মোহ, বমি ভ্রম, প্রলাপ, ব্রণ, তৃষ্ণা, রক্তধাতুগত জ্বরে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় মাংসগত জ্বরে তৃষ্ণা, মলমূত্রনির্গম, অন্তর্দ্দাহ, হস্তাদিচালন ও গ্লানি এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং দণ্ডাদিদ্বারা পীড়ন করিলে যেরূপ বেদনা জন্মে, জানুর অধোভাগে জঙ্ঘাস্থ মাংসের উপরিভাগে সেইরূপ বেদনা বোধ হয়। অত্যন্ত ঘর্ম্মনির্গম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি গাত্রে দৌর্গন্ধ্য, অরুচি, গ্লানি ও ক্রোধ এই সমস্ত মেদোগত জ্বরের চিহ্ন। অস্থিগত জ্বরে অস্থিভঙ্গবৎ বেদনা, অস্থিসংকোচ, শ্বাস, বিরেক, বমি ও গাত্রবিক্ষেপ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। মজ্জাগত জ্বরে হিক্কা, কাস

বমি, শৈত্য, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস ও মর্ম্মচ্ছেদ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং রোগীর বোধ হয় যেন সে গাঢ় অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইতেছে। মাংসাস্থিক শুক্রগত জ্বরে শুক্র ও রক্তাদি ক্ষরিত হয় এবং পুরুষাঙ্গের স্তব্ধতা হইয়া থাকে।

---

## প্রাকৃতাদি জ্বরের লক্ষণ।

বর্ষাকালে বায়ু, শরৎকালে পিত্ত এবং বসন্তকালে শ্লেষ্মা জ্বর উৎপাদন করে, ইহারই নাম প্রাকৃত জ্বর। এই নিয়মের বিপরীত হইলেই তাহাকে বৈকৃত জ্বর কহে, বৈকৃত জ্বর কষ্টসাধ্য। বর্ষাকালে প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরৎকালে প্রকুপিত পিত্ত কফের সহিত সংযুক্ত হইয়া এবং বসন্তকালে কফ, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই সকল জ্বর স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

---

## অন্তর্ব্বেগাদি জ্বরের লক্ষণ।

অন্তর্ব্বেগজ্বরে অন্তর্দাহ, অত্যন্ত তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধিচ্ছেদ, অস্থিবেদনা, ঘর্ম্মরোধ মলরোধ এবং বহির্ব্বেগজ্বরে বাহ্যদাহ, অতিশয় পিপাসা, অথবা বাক্যালাপ, অল্পশ্বাস অল্পভ্রম এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই উভয় জ্বরের মধ্যে শেষোক্ত জ্বর সুসাধ্য।

---

## আমনিরামাদি জ্বরের লক্ষণ।

আমজ্বরে মুখ হইতে লালা নির্গত হয়, শরীর গুরু ও স্তব্ধ হয়, সর্ব্বদা বমনস্থান হয়, ক্ষুধা থাকে না, অতিরিক্তপ্রস্রাব হয়, জ্বরের বেগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং অরুচি, মুখবৈরস্য অপাক ও আলস্য এই সকল

লক্ষণ লক্ষিত হয়, এই অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বরবেগ আরও বৃদ্ধি পায়, সুতরাং তদবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

নিরাম জ্বরে শরীর দুর্ব্বল ও লঘু বোধ হয়, জ্বরের বেগ অধিক থাকে না এবং দোষের পরিপাক, হাঁচির স্তব্ধতা ও অষ্টাহ পর্য্যন্ত দোষপ্রবৃত্তি এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

তৃষ্ণা, প্রলাপ, ভ্রম, শ্বাস, মলপ্রবৃত্তি বমনবোধ এই সকল পচ্যমান জ্বরের লক্ষণ; ইহাতে জ্বরবেগ অত্যন্ত প্রবল থাকে।

গম্ভীরজ্বরে শ্বাস, কাস, তৃষ্ণা, অন্তর্দ্দাহ ও দোষের অত্যন্ত বদ্ধতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

---

## জ্বরের উপদ্রবকথন।

কাস, মূর্চ্ছা অরুচি ছর্দ্দি (বমি) তৃষ্ণা, অতিসার (তরল মল-নিঃসরণ) বিট্‌গ্রহ (মলের বিবদ্ধতাদি) হিক্কা, শ্বাস, অঙ্গভেদ এই দশটী জ্বরের উপদ্রব।

---

## জ্বরের সাধ্যাসাধ্যাদি কথন।

যে ব্যক্তি বলিষ্ঠ, তাহার অল্পদোষসমুদ্ভূত উপদ্রবশূন্য জ্বর হইলে আশু উপশম হইয়া থাকে। যে জ্বর বহু কারণে সমুৎপন্ন ও বহু লক্ষণযুক্ত এবং যে জ্বর অত্যল্পকাল মধ্যেই ইন্দ্রিয় শক্তি বিলোপ করে, তাহা প্রাণ-নাশক জানিবে। যে জ্বর প্রথম হইতেই বিষম ও দীর্ঘকালস্থায়ী এবং যে জ্বর গম্ভীর নামে অভিহিত তাহাও প্রাণাহকৃৎ সন্দেহ নাই। যে যে ব্যক্তি দুর্ব্বল ও ক্ষীণদেহ, তাহার দীর্ঘকালানুবন্ধী জ্বর হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য। যে ব্যক্তি হিক্কা, শ্বাস ও মোহগ্রস্থ, পিপাসার্ত্ত দুর্ব্বল ক্ষীণদেহ, মাংসহীন ও যাহার চক্ষু কোঠরগত, জ্বর তাহার পক্ষে প্রাণনাশকারী। যে জ্বররোগী চেতনাবিহীন ও মোহগ্রস্থ হয়, যে জ্বর-

রোগে কখন বা সমুত্থিত, কখন পতিত, কখন শীতার্ত্ত এবং কখন বা দেহাভ্যন্তরে উষ্ণ হয়, জ্বরবেগে যাহার দেহ হর্ষযুক্ত, (রোমাঞ্চিত) নয়ন শোণিতবর্ণ ও হৃদয় শূলপীড়াবৎ বেদনাযুক্ত হয় এবং অনবরত মুখ হইতে শ্বাস পরিত্যাগ হইতে থাকে, যমপুরী তাহার নিকটবর্ত্তী জানিবে দুর্ব্বল, মাংসহীন ও ক্ষীণদেহ ব্যক্তি জ্বরগ্রস্থ হইয়া বিলুপ্তেন্দ্রিয়, বিবর্ণ ও অরুচিপীড়িত হইলে চিকিৎসায় তাহার শান্তির সম্ভাবনা থাকে না।

## জ্বরমোচনের পূর্ব্বাবস্থা।

দাহ স্বেদ, (ঘর্ম্ম) ভ্রম, তৃষ্ণা, কম্প, মলপ্রবৃত্তি সংজ্ঞাবিনাশ কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, মুখদৌর্গন্ধ্য জ্বরমুক্তির অগ্রে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

---

## জ্বরমুক্তির লক্ষণ।

রোগী জ্বর হইতে বিমুক্ত হইলে ঘর্ম্ম, শরীরের লঘুত্ব, মস্তকে কণ্ডু, মুখে বা ওষ্ঠে ফোস্কা, ক্ষবথু, (হাচি) ও অন্নভোজনাদিতে ইচ্ছা, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

## অরুচিরোগকথন।

বাতাদি দোষত্রয় এবং শোক, ভয়, লোভ, রোষ, অপ্রিয় দ্রব্য-ভোজন, অপ্রিয় রূপ দর্শন, দুর্গন্ধ ঘ্রাণ, এই সকল অরুচির কারণ। অম্লদ্রব্য ভোজন করিলে দন্ত যেরূপ হইয়া থাকে, বাতজনিত অরুচি-রোগীরও দন্ত সেইরূপ হয় এবং মুখ কষায় হইয়া থাকে। মুখের তিক্তত্ব, অম্লত্ব, উষ্ণত্ব, বৈরস্য ও দৌর্গন্ধ্য এই সকল পিত্তজনিত অরুচির লক্ষণ। কফজনিত অরুচি হইলে মুখ মধুর, লবণরসযুক্ত পিচ্ছিল গুরু, শীতল ও গলদেশে শ্লেষ্মাযুক্ত বোধ হয়। শোক, ভয়, লোভ, রোষ প্রভৃতি কারণে অরুচি জন্মিলে রোগীর মুখ কোনরূপ

বিকৃত হয় না, কিন্তু আহারে অনিচ্ছা হইয়া থাকে। ত্রিদোষজনিত অরুচিতে বাত পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এতদ্ভিন্ন বাতজ অরোচকে বক্ষঃস্থলে এরূপ বেদনা হয়, যেন শূল বিদ্ধ হইতে থাকে, পিত্তজ অরোচকে গাত্রবেদনা, পিপাসা ও দাহ হয়, কফজনিত অরোচকে কফস্রাব হয়, ত্রিদোষজ অরোচকে মন ব্যাকুল হয়, শরীর জড়ভাবাপন্ন হয় ও দেহে নানারূপ বেদনা জন্মে এবং শোক, ভয় প্রভৃতি জনিত আরোচকে আগন্তুক অরুচির যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

---

## অতিসারকথন।

স্নিগ্ধ, গুরু, রুক্ষ ও অত্যন্ত উষ্ণদ্রব্য ভোজন, লড্ডুকপিষ্টকাদি ভোজন, ক্ষীরমৎস্যাদি ভোজন, গতদিবসে যাহা আহার করা হইয়াছে, তাহা পরিপাক না হইতে হইতে পুনরায় আহার করা, অনুচিত সময়ে আহার, কোন দিন অধিক এবং কোন দিন অল্প আহার, অর্থনাশ বা কোন আত্মীয়াদির মরণে বিলাপ করা, মলিন জলপান, মদ্যসেবন, যে ঋতুতে যে দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ আছে, তাহার অপ্রতিপালন, মূত্রপুরীষাদির বেগধারণ, ক্রিমিদোষ এবং জলক্রীড়া, এই সকল হেতু'ত অতিসার জন্মিয়া থাকে। অতীসার হইবার পূর্ব্বে হৃদয়, নাভি, পায়ু, (মলদ্বার) উদর, কুক্ষি এই সকল স্থানে বেদনা জন্মে, শরীর অবশ হয় এবং মলের সঙ্কোচ, উদরাধ্মান ও অপরিপাক প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। অতীসার ছয় প্রকার;—বায়ুজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, ত্রিদোষজ, শোকজনিত ও অপক অন্নরসজনিত।

বায়ুজনিত অতীসার জন্মিলে পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প ভেদ হয়, ঐ

মল ঈষৎ কৃষ্ণমিশ্রিত রক্তবর্ণ, ফেনবিশিষ্ট, রুক্ষ ও অপক্ব, এই অতীসারে গুহ্যদ্বারে বেদনা হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত অতীসারে রোগী তৃষ্ণার্ত্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। মল পীত, হরিৎ বা রক্তবর্ণ হয় এবং মলদ্বারে জ্বালা উপস্থিত হয়।

শ্লেষ্মাজনিত অতীসারে রোগীর মল ঘন, কফমিশ্রিত, আমগন্ধপূর্ণ, শীতল ও শ্বেতবর্ণ হয় এবং শরীরে রোমহর্ষ অর্থাৎ রোমাঞ্চ জন্মিয়া থাকে।

ত্রিদোষজ অতীসারে বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত অতীসারত্রয়েরই লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগীর বিষ্ঠা শূকরের রসার ন্যায় অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায় হইয়া থাকে। এই অতীসার চিকিৎসকের দুঃসাধ্য।

অর্থনাশ বা আত্মীয়াদির বিনাশ হইলে শোকাদিবশতঃ লোকে আহার করিতে পারে না, অহোরাত্র চিন্তা ও রোদন করাতে চক্ষু, নাসিকা ও মুখ হইতে যে সকল বাষ্পবারি নির্গত হয়, সেই জল বায়ুকর্ত্তৃক কোষ্ঠে নীত হইয়া থাকে এবং কোষ্ঠাগ্নির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ক্রমে রক্ত দূষিত করিয়া ফেলে, ঐ রক্ত মলদ্বার দিয়া নির্গত হয়, উহার গন্ধ থাকে না, কোন কোন সময়ে গন্ধবিশিষ্টও দেখা যায়; অথবা ঐ রক্তের সহিত সোনকাইচতুল্য বর্ণবিশিষ্ট বিষ্ঠা নির্গত হইয়া থাকে।

অপক্ব অন্নরসজনিত অতীসারকেই আমজ অতীসার কহে। বাতাদি দোষত্রয় কুপথগামী হইয়া কোষ্ঠ ও রসাদি ধাতুসকল কুপিত করিয়া এই অতীসার জন্মায়; ইহাতে পুনঃ পুনঃ ভেদ হয়, ঐ মল নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট এবং মলদ্বারে শূলবেধবৎ বেদনা জন্মে।

---

অতীসাররোগী শ্বাস, শূল ও তৃষ্ণাদ্বারা পীড়িত হইলে, ক্ষীণদেহ বা জরাক্রান্ত হইলে, বিশেষতঃ বৃদ্ধ হইলে তাহার প্রাণসংশয় জানিবে।

## অতীসার রোগের মুক্তিলক্ষণ।

মল ভিন্ন সম্যক্‌রূপে মূত্রনির্গম, সম্যক্‌রূপে বায়ুনির্গম, অগ্নির দীপ্তি ও কোষ্ঠের লঘুতা হইলেই অতীসাররোগের নিবৃত্তি হইল জানিবে।

## গ্রহণী কথন।

অতীসার রোগের শান্তি হইলে অথবা তাহার উপশম না হইতে হইতে মন্দাগ্নিবান্ ব্যক্তি অহিতভোজন করিলে অগ্নি পুনরায় সংদূষিত হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে দূষিত করিয়া ফেলে; তাহাতেই গ্রহণী রোগের উৎপত্তি হয়।

গ্রহণী পাঁচ প্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ ও সংগ্রহ।

বাতজনিত গ্রহণীরোগে সহজে অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক হয় এবং অন্নভোজনে স্পৃহা, তৃষ্ণা, শরীরের কৃশত্ব ও দুর্ব্বলত্ব, মুখবৈরস্য, মনের অবসাদ, বিবিধরসযুক্ত দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা, পার্শ্ব, উরু, বঙ্ক্ষণ ও গ্রীবাতে বেদনা, অম্লপাক, কর্ণে বিবিধ শব্দ শ্রবণ, মলদ্বারে বেদনা, দৃষ্টিশক্তির মন্দতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আহারীয় বস্তু জীর্ণ হইলে উদরে বেদনা জন্মে, কিন্তু আহার করিলেই স্বাস্থ্য অনুভূত হয়; কখন শুষ্ক কখন বা তরল অপক্ক ফেনযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হয়। এই রোগে শ্বাস, কাস, প্লীহা, বাতগুল্ম প্রভৃতি রোগ জন্মিবার সম্ভব।

পৈত্তিক গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইলে রোগীর বর্ণ পীত আভা-বিশিষ্ট হয়, অজীর্ণ মল নির্গত হইয়া থাকে, তাহাতে পীত ও নীল

আভা দৃষ্ট হয়, রোগীর কোষ্ঠপ্রদেশে ও হৃদয়ে দাহ, তৃষ্ণা ও অরুচি জন্মে এবং সর্ব্বদা উদ্গার হয়, সেই উদ্গার অম্ল ও দুর্গন্ধমিশ্রিত।

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে বমি, অরুচি, মুখমাধুর্য্য, মুখের লিপ্ততা, হৃদয়ের ভারত্ব, উদরের গুরুত্ব, নাসাস্রাব ও বিকৃত এবং মধুর উদ্গার এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। যে মল নির্গত হয়, উহা অপক্ব, শ্লেষ্মা-মিশ্রিত ভেদযুক্ত ও গুরু। এই রোগে রোগী কৃশ না হইলেও তাহাকে দুর্ব্বল ও অলস করিয়া ফেলে এবং মৈথুনসময়ে হর্ষ জন্মে না।

ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ গ্রহণীর লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সংগ্রহ গ্রহণী সহজে অনুমান করা নিতান্ত কঠিন, উহা চিকিৎসার অসাধ্য ; অধিক কি, উহা নিঃশেষরূপে উপশমিত হয় না। এই রোগ দিবাভাগে অধিক প্রবল থাকে, কিন্তু রাত্রিতে শান্তি পায়। এই রোগীর বিষ্ঠা তরল, শ্বেতবর্ণ, পিচ্ছিল, স্নেহযুক্ত ও অপক্ব হয় ; প্রত্যহ দশদিন পরে, বারদিন পরে, পক্ষপরে বা মাসান্তেও ঐ রূপ মল নির্গত হইয়া থাকে। মলপ্রবৃত্তির সময় কটিদেশে ও মলদ্বারে বেদনা জন্মায়।

---

## অজীর্ণ বিসূচিকা প্রভৃতি কথন।

অধিক জলপান, কোন দিন অধিক কোন দিন বা অল্প আহার, মূত্রপুরীষাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এবং যথাসময়ে অল্পপরিমাণে সাত্ম্য দ্রব্য আহার, এই সকল হেতুতে আহারীয় বস্তু পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, তাহাতেই অজীর্ণরোগের উৎপত্তি হয়।

অজীর্ণ তিন প্রকার ;—আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ।

আমাজীর্ণ কফ হইতে উৎপন্ন। শরীরের গুরুত্ব, বমনতুল্য বোধ গণ্ড ও অক্ষিপুটে শোথ, অবিদগ্ধ অর্থাৎ অনম্ল ও মধুর উদ্গার, এই সকল আমাজীর্ণের লক্ষণ।

বিষ্টব্ধাজীর্ণ বায়ু হইতে সমুৎপন্ন। এই রোগে শূলতুল্য বেদনা, আধ্মান, বিবিধ বাতজনিত বেদনা, মলের অপ্রবৃত্তি, বায়ুর অপ্রবৃত্তি, উদরস্তম্ভ, মোহ, অঙ্গপীড়ন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিদগ্ধাজীর্ণ পিত্ত হইতে সমুৎপন্ন। ভ্রম, মূর্চ্ছা, পিত্তজনিত বিবিধ বেদনা, ধূম ও অম্লমিশ্রিত উদ্গার, স্বেদ ও দাহ এই সমস্ত ইহার লক্ষণ।

আমাদি ত্রিবিধ অজীর্ণ হইতেই বিসূচিকা, (ওলাউঠা), অলসক ও বিলম্বিকা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শূলবেধবৎ বেদনা, অতীসার, বমি, পিপাসা, দাহ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, উদ্বেষ্টন, (গাত্রভঙ্গ), জৃম্ভণ, দাহ, শরীরের বৈবর্ণ, কম্পন, হৃৎব্যথা ও শিরঃশূল, বিসূচিকারোগে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যদি অজীর্ণরোগে কুক্ষিতে অত্যন্ত বেদনা হয়, কুক্ষিস্থ আবদ্ধ বায়ু যদি হৃদয় হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গমন করে, যদি রোগী মোহগ্রস্থ হইয়া রোদন করিতে থাকে, তৃষ্ণার্ত্ত হয় ও উদ্গার তুলিতে থাকে এবং মল ও অধোবায়ুর নিরোধ হয়; তাহা হইলে সেই রোগকেই অলসক কহে।

ভুক্ত অন্ন কফ ও বায়ুদ্বারা দূষিত হইলে বমন ও বিরেচনের নিরোধ হয়, ইহাকেই বিলম্বিকা রোগ কহে।

## বিসূচিকারোগের অসাধ্যকথন।

বিসূচিকারোগে রোগীর চক্ষু অভ্যন্তরগত, স্বর ভঙ্গ, দন্ত ওষ্ঠ ও নখ শ্যাববর্ণ, দেহশক্তি শিথিল ও জ্ঞানের হ্রাস হইলে এবং রোগী বমিদ্বারা অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইলে আর জীবনের আশা থাকে না।

## অজীর্ণাদি রোগমুক্তির লক্ষণ।

শরীরের লঘুত্ব, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, অম্ল ও ধুমহীন উদ্গার, সরল মলমূত্র-নির্গম, কর্ম্মে উৎসাহ, এই সমস্তই অজীর্ণাদি রোগের মুক্তির লক্ষণ।

## ক্রিমিরোগকথন।

অজীর্ণদ্রব্য, মধুরাম্লবস্তু, দ্রবদ্রব্য, পিষ্টক ও গুড় ভক্ষণ, বিরুদ্ধ বস্তু আহার, ব্যায়ামত্যাগ, দিবাশয়ন, এই সমস্ত কারণে ক্রিমিরোগ উৎপন্ন হয়।

মাষকলাই, পিষ্টক, লবণ, গুড়, শাক ও অম্ল ভোজন করিলে পুরীষজ কৃমির উৎপত্তি হয়; ইহারা পক্কাশয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যখন আমাশয়োন্মুখ হয়, তখন রোগী মলগন্ধবিশিষ্ট উদ্গার ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। এই সকল ক্রিমি বিবিধাকৃতি ও বিবিধবর্ণ, ইহারা বিপথগামী হইলে মলভেদ, শূল, উদরস্তম্ভ, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, শরীরের পাণ্ডুত্ব ও কৃশত্ব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং মলদ্বারে কণ্ড জন্মিয়া থাকে, এই সকল ক্রিমি নামভেদে পঞ্চবিধ, যথা—ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, মসুলাখ্য ও লেলিহ।

সংযোগবিরুদ্ধ, অজীর্ণকর ও শাকাদি ভক্ষণ করিলে রক্তজ ক্রিমির উৎপত্তি হয়। এই সকল ক্রিমি পাদবিহীন ও গোলাকৃতি, তন্মধ্যে কতকগুলি এত সূক্ষ্ম যে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারা নামভেদে ষড়্‌বিধ, যথা—কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উডুম্বর, সৌরস ও মাতৃ।

মৎস্য, মাংস, দধি, ক্ষীর, গুড় ও অম্ল ভোজনদ্বারা কফজ ক্রিমির উৎপত্তি হয়। এই সকল ক্রিমি আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিচরণ করে, ইহাদের মধ্যে কেহ গোল কেহ বিস্তৃত, কেহ জলৌকাবৎ কেহবা ধান্যাঙ্কুর সদৃশ, কেহ দীর্ঘ, কেহ সূক্ষ্ম, কেহ শ্বেত কেহ বা তাম্রবর্ণ। এই রোগে মুখ হইতে লালাস্রাব, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, জ্বর, আনাহ ক্ষুৎ, [হাঁচি], নাসাস্রাব প্রভৃতি উপদ্রব হয়। এই সকল ক্রিমি নামভেদে সাতপ্রকার, যথা—অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চুরু, দর্ভকুসুম, সুগন্ধ।

---

## অর্শরোগকথন।

বায়ুপিত্তাদি দোষসকল ত্বক্, মাংস ও মেদ দূষিত করিয়া মলদ্বারে যে বিবিধরূপ মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাকেই অর্শ কহে।

অর্শ ছয় প্রকার, যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, শোণিতজ ও সহজ।

---

## অর্শরোগের কারণ।

উপবাস, অধিক ব্যায়াম, শীতলদেশে বাস, শোক, অধিক রৌদ্র ও বায়ু সেবন, মদ্যপান, অতিরিক্ত নারীসঙ্গম, অপরিমিত ভোজন এবং কষায়, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, শীতল ও লঘু দ্রব্য ভক্ষণ এই সকল কারণে বাতজ অর্শ জন্মে। উষ্ণপ্রধান দেশে বাস, উষ্ণ ঔষধ, উষ্ণ পানীয়, উষ্ণ অম্ল প্রভৃতি ভক্ষণ ক্রোধপ্রকাশ, অতিরিক্ত সুরাপান, রৌদ্রসেবন, অন্যের উন্নতিদর্শনে হিংসা এবং কটু ও অম্ল দ্রব্য ভোজন, এই সকল কারণে পিত্তজ অর্শ জন্মে। দিবানিদ্রা, নিরন্তর শয্যায় অবস্থিতি, বিনা কার্য্যে নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা, মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল লবণাক্ত, অম্ল ও গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ, এই সকল কারণে কফজ অর্শ জন্মে। এই অর্শের উৎপত্তির কারণে যে অর্শ হয়, তাহাকে ত্রিদোষজ অর্শ বলে ঐ ঐ কারণেও সহজ অর্শ জন্মে শরীরে রক্তাধিক্য হইলেই শোণিতজ অর্শের উৎপত্তি হয়।

---

## অর্শরোগের পূর্ব্বলক্ষণ।

অর্শ জন্মিবার পূর্ব্বে শরীর ক্ষীণ ও অবসন্ন হয়, বল থাকে না, যাহা আহার করা যায়, তাহা জীর্ণ হয় না, উদ্গার উঠে, উদরমধ্যে গুর্ গুর শব্দ হয় ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।

---

## অর্শরোগের লক্ষণ।

বাতজ অর্শে রোগীর উরু, উরুর উপরিস্থিত সন্ধিস্থান, কটি, স্কন্ধ, পার্শ্ব, উদর, বক্ষঃ ও মস্তকে বেদনা হয়, কাস, শ্বাস ও মন্দাগ্নি জন্মে; হাঁচি হয় ও উদ্গার উঠিতে থাকে; কর্ণে অস্পষ্ট শব্দশ্রুতি হয়, ভ্রম উপস্থিত হয়, মল মূত্র, নেত্র, বদন, গাত্রচর্ম্ম, নখ সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং রোগী যে মল পরিত্যাগ করে, তাহা গ্রন্থিবিশিষ্ট, পিচ্ছিল ও কঠিন এবং অল্পপরিমিত, অতি কষ্টে রোগীর মল নির্গত হয় এবং মলনির্গম-সময়ে শব্দ হইতে থাকে।

পিত্তজ অর্শরোগে রোগীর অরুচি, মোহ, ঘর্ম্ম ও দাহ জন্মিয়া থাকে; মল নানাবর্ণ হয় এবং কখন কখন পিত্তমিশ্রিত মল নির্গত হইতে দেখা যায়। এই রোগে রোগীর মল মূত্র, নখ, গাত্রচর্ম্ম পীত হরিদ্রাবর্ণ অথবা শ্যামবর্ণ হয়।

কফজ অর্শে রোগীর অরুচি নাসাস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, মস্তক আর্দ্র বস্ত্রাবৃত বলিয়া বোধ হয়, স্ত্রীসহবাসে ইচ্ছা থাকে না, উরুর উপরিস্থিত সন্ধিস্থানে বেদন হয়, অগ্নিমান্দ্য জন্মে, বমি বা বমি-বোধ হয়, এই রোগ হইলে কখন কখন অতীসার ও গ্রহণী প্রভৃতি জন্মিতেও দেখা যায়। অঙ্কুরের মুখ দিয়া জলস্রাব হয়, কঠিন মল অতিক্লেশে নির্গত হয়।

ত্রিদোষজ ও সহজ অর্শরোগে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং শোণিতজ অর্শরোগে কঠিন মলনির্গম হয়, মাংসাঙ্কুর দিয়া উষ্ণ রক্ত ক্ষরিত হয়, রোগীর শরীর পীতবর্ণ হয়, গাত্রচর্ম্ম কর্কশ হয়, শিরাসমূহ শিথিল হয়, রোগী কৃশ ও নিরুৎসাহ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় বিকল হয় এবং অতিসার জন্মে, রোগীর অম্ল দ্রব্য সেবনে ও শৈত্য সেবনে অভিলাষ হইয়া থাকে।

## মাংসাঙ্কুর বলির লক্ষণ।

বলি বাহ্যস্থ ও অভ্যন্তরস্থ উভয়বিধ হইয়া থাকে। বাতজ অর্শের বলির মাংসাঙ্কুর ধুম বা ঈষৎ শোণিতবর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছিল, কর্কশ ও সূক্ষ্মাগ্র। কোন কোনটার মুখ সমান নয়, কোন কোনটার মুখ প্রকাশিত, কোনটা বনকার্পাসফলের ন্যায়, কোন কোনটা কদম্ফুলের ন্যায়, কোন কোনটা শ্বেত সর্ষপের তুল্য। এই মাংসাঙ্কুরে অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে।

পিত্তজ অর্শের মাংসাঙ্কুরের মুখ দিয়া তরল শোণিতস্রাব হয়, উহার মুখ নীলবর্ণ এবং পীত, কৃষ্ণ ও শোণিতাভাযুক্ত। ঐ সকল মাংসাঙ্কুর শুকজিহ্বার ন্যায়, কোন কোনটা যকৃৎপিণ্ডের ন্যায়, কোন কোমটা বা জলৌকার মুখের ন্যায়।

কফজ অর্শের মাংসাঙ্কুর শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘ, স্থূলে বেদনাযুক্ত, উহার মূল বিস্তৃত। এই সকল অঙ্কুর বর্ত্তুল ও কণ্ডুযুক্ত, উহা স্পর্শ করিলে রোগীর স্বাস্থ্যবোধ হইয়া থাকে। ঐ সকল অঙ্কুর গরুর বাঁটের ন্যায় কোন কোনটা কন্টকিফলের বীজের ন্যায়, এবং কোন কোনটা বংশাঙ্কুর সদৃশ। উহা এত কঠিন যে, রোগীর মলনির্গম সময়ে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, তথাপি সেই বেগে উহা ফাটিয়া যায় না।

সহজ অর্শের মাংসাঙ্কুরগুলি উক্ত ত্রিবিধলক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। শোণিতজ অর্শের অঙ্কুরের লক্ষণ সমস্ত পিত্তজ অর্শের ন্যায়। ঐ সকল অঙ্কুর বটাঙ্কুর সদৃশ কোন কোনটা গুঞ্জাফলের ন্যায়, কোন কোনটা প্রবালতুল্য।

---

## অর্শের সাধ্যাসাধ্য কথন।

যে অর্শরোগীর অতীসার, শোথ ও গুহ্য দিয়া শোণিত ক্ষরিত হয়, যে তৃষ্ণার্ত্ত, অরুচিবিশিষ্ট ও শূলবৎ বেদনাযুক্ত, তাহার রোগ তাহাকে

নিহত করে। হৃদয়ে বা পার্শ্বে বেদনা, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের নাশ, বমি, গাত্রবেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা, গুহ্যের পক্কতা এই সকল উপদ্রব অর্শরোগীর মৃত্যুর কারণ। যে রোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে শূলবেধবৎ বেদনা জন্মে এবং কর, চরণ, বদন, নাভি, গুহ্য ও অণ্ডকোষে শোথ হয়; তাহার অর্শ অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

---

## ভগন্দর।

গুহ্যদ্বারের চারিদিকে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে বেদনাবিশিষ্ট যে পীড়কা অর্থাৎ ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হয় এবং যাহা কালক্রমে পক্ক হইয়া তন্মধ্যগত রন্ধ্রযোগে গুহ্যদ্বারের পথের সহিত একত্রিত হইয়া থাকে, তাহাকেই ভগন্দর রোগ কহে। ভগন্দর পঞ্চবিধ, যথা,—বাতজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও উন্মার্গী।

---

## ভগন্দর পঞ্চকের কারণ ও লক্ষণ।

বাতজভগন্দরে বায়ু কষায় ও রুক্ষদ্রব্য ভক্ষণদ্বারা কুপিত হইয়া গুহ্য দ্বারে পীড়কা জন্মায়। এই পীড়কা পাকিলে তাহা হইতে শোণিতবর্ণ ফেন ক্ষরিত হয় এবং তন্মধ্য দিয়া বিষ্ঠা, মূত্র ও রেতঃ স্খলিত হইয়া থাকে, সুতরাং রোগ জন্মিবার প্রথমেই প্রলেপাদি দ্বারা উহা প্রশান্ত করা উচিত। বাতজ ভগন্দরের পীড়কা বহুসংখ্যক ও ছিদ্রযুক্ত হয় বলিয়া উহাকে শতপোনক ভগন্দরও বলে।

পিত্তজ ভগন্দরের ফুস্কুড়িগুলি উষ্ট্রের গ্রীবার ন্যায় হয় বলিয়া উহাকে উষ্ট্রগ্রীব বা উষ্ট্রশিরোধর বলে। পিত্ত কুপিত হইয়া গুহ্যদ্বারে ঐ সকল ফুস্কুড়ি জন্মায়। উহার মধ্য দিয়া উষ্ণ পূঁষ বহির্গত হয়, উহা শীঘ্রই পাকিয়া উঠে।

কফজ ভগন্দরে কফ কুপিত হইয়া গুহ্যদ্বারে পীড়কা জন্মায়। ঐ সকল পীড়কা কঠিন ও শুভ্র, উহার মধ্যে দিয়া ঘন পূঁয নির্গত হয়, উহাতে অল্প অল্প বেদনা বোধ হয় এবং উহা চুলকাইয়া থাকে।

বায়ু পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া যে ভগন্দরের উৎপত্তি হয়, তাহা ত্রিদোষজ ভগন্দর কহে। এই ভগন্দরের পীড়কা গরুর বাঁটের ন্যায় হয়, উহাতে বেদনা বোধ হয় এবং উহা দিয়া বিবিধবর্ণ পূঁয বহির্গত হইয়া থাকে। ঐ পীড়কার মধ্যগত ছিদ্র শম্বুকের আবর্ত্তের ন্যায় হয় বলিয়া উহাকে শম্বুকাবর্ত্ত ভগন্দরও বলিয়া থাকে।

নখ বা কণ্টকাদি দ্বারা মলদ্বারের সন্নিহিত কোন স্থান ক্ষত হইলে যদি তাহাতে নালী হয় এবং ঔষধাদি দ্বারা তাহা আরোগ্য করা না হয়, তাহা হইলে উহা মলদ্বারে গিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে তাহাতে কৃমি উৎপন্ন হইয়া বহু ছিদ্র করে, ঐ সকল ছিদ্র দিয়া বিষ্ঠা ও মূত্র নির্গত হয়, উহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে।

---

## ভগন্দরের অসাধ্যাদি কথন।

যে ভগন্দরে মল, মূত্র, রেত ও কৃমি নির্গত হয়, তাহা প্রাণনাশী, ত্রিদোষজ ও উন্মার্গি ভগন্দর অসাধ্য এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত প্রশমিত হইতে পারে।

---

## উপদংশ গরমি।

লিঙ্গে হস্তাঘাত লাগিলে, নখ বিদ্ধ হইলে, দংশন করিলে, লিঙ্গ অপরিষ্কৃত রাখিলে, অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস করিলে, ক্ষারধৌত জলে ও উষ্ণ জলে লিঙ্গ ধৌত করিলে, ব্রহ্মচারিণী গমন করিলে অথবা যোনিদোষে গরমি রোগ উৎপন্ন হয়। গরমি পাঁচ প্রকার; যথা— বাতজ, পিত্তজ, রক্তজ, কফজ, ও ত্রিদোষজ।

## উপদংশের লক্ষণ।

উপদংশ রোগে লিঙ্গনালের অগ্রে বেষ্টনচর্ম্মের নিম্নে উচ্চ মাংস বেষ্টনের নিম্নে ফুস্কুড়ি হইয়া থাকে। বাতজ গরমির ফুস্কুড়ি বেদনা বিশিষ্ট, পিত্তজ গরমির ফুস্কুড়ি জ্বালাযুক্ত, রক্তজ গরমির ফুস্কুড়ি মাংসের ন্যায় বর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ ও শোণিতস্রাবযুক্ত, কফজ গরমির ফুস্কুড়ি গাঢ় পূঁযস্রাবযুক্ত এবং ত্রিদোষজ গরমির ফুস্কুড়ি বাতজ, পিত্তজ ও কফজ গরমির ফুস্কুড়ির ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয়। বাতজ উপদংশে লিঙ্গ কম্পিত হয়, পিত্তজ গরমির স্ফোটক জ্বালা করে, রক্তজ উপদংশে পিত্তজ উপদংশের ন্যায় লক্ষণ হয় কফজ উপদংশে লিঙ্গ স্ফীত হয় ও প্রস্রাবের সহিত রেত স্খলিত হইয়া থাকে।

---

## উপদংশের অসাধ্যাদি কথন।

উপদংশ রোগে চিকিৎসা না করাইয়া তদবস্থায় স্ত্রীসহবাস করিলে ক্রমে লিঙ্গে জ্বালা ও শোথ হয় এবং ফুস্কুড়িগুলিতে ক্রিমি জন্মে, কালক্রমে লিঙ্গ ক্ষয় হয়, ঐ রোগ প্রাণনাশক। গরমি রোগে কীট-কর্ত্তৃক লিঙ্গনাল ভক্ষিত হইয়া মুষ্কমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে আর সেই রোগের উপশমের প্রত্যাশা থাকে না।

---

## কাস রোগ।

নাসিকাদি দ্বারা দেহাভ্যন্তরে ধুম প্রবিষ্ট হইলে, অধিক ব্যায়াম করিলে, রুক্ষ অন্ন ভোজন করিলে, প্রাণবায়ু প্রকুপিত হইয়া উদান বায়ুর অনুগত হওয়াতে ভগ্ন কাংসের ন্যায় শব্দ পূর্ব্বক দোষের সহিত যে বহিষ্কৃত হয়, তাহাকেই কাস রোগ কহে।

---

## কাস জন্মিবার পূর্ব্বরূপ।

কাস জন্মিবার পূর্ব্বে গলদেশে ও রসনা কণ্টকাবৃত বলিয়া বোধ হয়, কণ্ঠে কণ্ডু জন্মে এবং অরুচি হয় ও যাহা ভোজন করা যায়, তাহা সহজে অধঃকরণ হয় না।

---

## বাতজ কাসের লক্ষণ।

বাতজন্য কাসরোগে রোগীর বক্ষঃস্থল, ললাট, শিরঃ, উদর ও পার্শ্বে বেদনা জন্মে. মুখ শুষ্ক হয়, বলের হ্রাস হয়, স্বরের তেজ থাকে না, নিয়ত শুষ্ক কাস নির্গত হয় এবং রোগীর স্বরভেদ ও কাসবেগ জন্মে।

---

## পৈত্তিক কাসের লক্ষণ।

পৈত্তিক কাসে জ্বর, বক্ষস্থলে দাহ, মুখের শুষ্কতা ও তিক্ততা, তৃষ্ণা, পীতবর্ণ বমি ও কটু কাস, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই রোগে রোগী পাণ্ডুবর্ণ ও দাহবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

---

## শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ।

শ্লৈষ্মিক কাসে মুখ লিপ্ত হয়, দেহ অবসন্ন হয়, মস্তকে বেদনা-বিশিষ্ট হয়, দেহ শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ হয়, শরীর ভারি বোধ হয়, অরুচি ও কণ্ডু জন্মে এবং কাসের সহিত গাঢ় কফ নির্গত হইয়া থাকে।

---

## ক্ষতজ কাসের লক্ষণ।

অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, ভারবহন, পথ পর্য্যটন, যুদ্ধ, অশ্ব ও গজ-গ্রহণ, এই সকল কারণে উরঃ ক্ষত হইলে কুপিত বায়ু উহা লক্ষ্য করিয়া কাস জন্মায়, ইহাকেই ক্ষতজ কাস বলে। এই রোগে প্রথমতঃ শুষ্ক

কাস হইয়া ক্রমে রক্ত উদ্গীরণ হয়। রোগীর কণ্ঠে অত্যন্ত বেদনা জন্মে, বক্ষঃস্থল ভগ্নবৎ ও শূলবিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, স্পর্শ করিলে ক্লেশ ও সন্তাপ বোধ হয়, সন্ধিস্থানে বেদনা জন্মে এবং রোগী জ্বর, শ্বাস, পিপাসা ও স্বরভঙ্গে আক্রান্ত হয়। মধ্যে২ এরূপ বেগে কাস হয় যে, রোগী পারাবতের ন্যায় অস্ফুট শব্দ করিতে থাকে।

---

## ক্ষয়জকাসের লক্ষণ।

ক্ষয়জ কাসে রোগীর শরীর শূলবেধবৎ বেদনাযুক্ত হয় এবং রোগী জ্বর, দাহ, মোহ ও দুর্ব্বলতায় অভিভূত হইয়া থাকে। ইহাতে ধাতু-শোষ হওয়াতে বলের হ্রাস ও মাংস ক্ষীণ হয়, কাসের সহিত পূয-মিশ্রিত শোণিত উঠিতে থাকে। ক্ষয়জ কাসের যাবতীয় লক্ষণ প্রকা-শিত হইলে সেই রোগীকে চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করা দুরূহ। অমিত ভোজন, অসময়ে ভোজন, অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, মূত্র পুরীষের বেগ ধারণ এই সকল কারণে ঘৃণাযুক্ত ও শোকদগ্ধ ব্যক্তির দোষ দ্বারা অগ্নি দূষিত হইলে বায়ু, পিত্ত ও কফ দুষ্ট হইয়াই এই ক্ষয়জ কাস জন্মাইয়া থাকে।

---

## কাসের অসাধ্যাদি কথন।

ক্ষীণ ব্যক্তির ক্ষয়জ কাস হইলে তাহা প্রাণান্তকারী; কিন্তু বলবান্ ব্যক্তির হইলে যাপ্য থাকে, কখন২ আরোগ্য লাভ করিতেও দেখা যায়। যদি ঐ কাস অল্প দিবসের হয় এবং রোগী, সেবক, বৈদ্য ও ঔষধ শাস্ত্রবিহিত হয়, তাহা হইলে রোগ হইতে মুক্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় জরাজনিত কাস হইলে তাহা যাপ্য থাকে। পূর্ব্বে যে বাতাদি ত্রিবিধ কাসের উল্লেখ হইয়াছে, চিকিৎসকেরা তন্মধ্যে সাধ্যকে আরোগ্য করিবেন এবং যাপ্যকে পথ্যাদি দ্বারা প্রশান্ত করিয়া রাখিবেন।

## যক্ষ্মা ও ক্ষতরোগাদি কথন।

মল মূত্রাদির বেগরোধ, ধাতুক্ষয়, অতিরিক্ত সাহস প্রকাশ, অনিয়মিত আহার এই কারণ চতুষ্টয় বশতঃ বায়ুপিত্তাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া যক্ষ্মারোগ উৎপাদন করে। বিশেষতঃ কফদোষে রসবাহী শিরাসকল রুদ্ধ হইলে এবং অতিশয় স্ত্রীসহবাস দ্বারা শুক্র ক্ষয় হইলে ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহাতেই এই রোগ জন্মিয়া ক্রমেং মনুষ্যকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। মনুষ্যকে শুষ্ক করে বলিয়াই যক্ষ্মাকে শোষ ও ক্ষয় রোগও বলিয়া থাকে এবং পূর্ব্বকালে চন্দ্রমা রাজার এই পীড়া জন্মিয়াছিল বলিয়া ইহা রাজযক্ষ্মা নামেও অভিহিত হয়।

---

## যক্ষ্মা উৎপত্তির পূর্ব্বলক্ষণ।

যক্ষ্মা জন্মিবার পূর্ব্বে কাস, শ্বাস ও মন্দাগ্নি জন্মে, বমি হয়, মুখ হইতে কফস্রাব হয়, পীনস অর্থাৎ নাসাস্রাব হয়, নয়ন শ্বেতবর্ণ হয়, নিদ্রার আধিক্য জন্মে, গাত্র ভাঙ্গিতে থাকে, তালুশোষ হয়, মাংস ভক্ষণে ও মৈথুনে বাসনা জন্মে। এরূপ ভ্রম জন্মে যে, বোধ হয় যেন সম্মুখে শুষ্কনদী ও দাবানলাদি দ্বারা ভস্মীভূতপ্রায় বৃক্ষ সকল উপস্থিত হইতেছে আর স্বপ্নে রোগীর বোধ হয় যেন সে বায়স, শুক, শল্লকী, ময়ুর, শকুনি, বানর ও কৃকলাস ইহাদিগের বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

---

## যক্ষ্মার লক্ষণ।

যক্ষ্মা জন্মিলে সাধারণতঃ করপদ জ্বালা করে, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশে দাহবোধ হয় এবং সর্ব্বদা দেহে জ্বর বিদ্যমান থাকে। কোন কোন মতে কাস, জ্বর ও রক্তপিত্ত এই তিনটী যক্ষ্মার সাধারণ লক্ষণ।

পিত্তজনিত যক্ষ্মায় জ্বর, তাপ, অতিসার ও রক্তাগম, বাতজনিত

যক্ষ্মার স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্ব সংকোচ, শূল, এবং কফজনিত যক্ষ্মায় মস্তকের গুরুত্ব, অন্নাদিতে অরুচি, কাস ও কণ্ঠভেদ এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়।

---

## যক্ষ্মার অসাধ্যাদি কথন।

উল্লিখিত লক্ষণের মধ্যে যে কোনরূপ লক্ষণযুক্তই হউক না কেন, রোগীদুর্ব্বল ও মাংসহীন হইলে চিকিৎসক তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবেন। সকল প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও যদি রোগীর দেহ বল ও মাংসযুক্ত থাকে, তাহাকে চিকিৎসা করা যাইতে পারে। যে রোগী ক্ষীণ হইয়াও অধিক ভোজন করে, কিম্বা যে রোগী অতীসারগ্রস্ত অথবা যে রোগীর কোষে ও উদরের শোথ হয়, তাহাকে বৈদ্যগণ পরিত্যাগ করিবেন। যে রোগীর নেত্র শ্বেতবর্ণ হয়, অন্নে দ্বেষ জন্মে, ঊর্দ্ধশ্বাস দ্বারা কষ্ট পায় এবং অতিক্লেশে প্রস্রাব পরিত্যাগ করে, অথচ তখন ভূরিপরিমাণে মূত্র নির্গত হয়, সে রোগীর জীবনের আশা থাকে না। যে রোগী লোভহীন, সবল, দুঃসহ ক্রিয়াদি সহ করণে সক্ষম, যাহার দেহে অবিচ্ছেদে জ্বর না থাকে এবং যাহার দেহ কৃশ না হইয়াছে, সেই যক্ষ্মারোগীই চিকিৎসার যোগ্য ও সাধ্য।

---

## অন্যান্যবিধ ক্ষয়রোগের লক্ষণ।

অধিক স্ত্রীসংসর্গ করিলে যে ক্ষয় রোগ জন্মে, তাহাতে লিঙ্গে ও কোষে বেদনা হয়, সঙ্গমকালে বহু বিলম্বে রেতঃস্খলিত হয় আর ঐ রেতের সহিত ঈষৎ শোণিত সংলগ্ন থাকে। এই রোগে রোগীর দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং দিন দিন ধাতুক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে।

শোকহেতু ক্ষয় রোগ জন্মিলে মৈথুনজনিত ক্ষয়ের যাবতীয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু শুক্রক্ষয় হয় না এবং রোগীর অঙ্গ দিন দিন শিথিলতা প্রাপ্ত হয় এবং হৃদয় চিন্তায় নিমগ্ন থাকে।

বার্দ্ধক্য হেতু ক্ষয় রোগ জন্মিলে শরীর বিবর্ণ হয়. শুষ্ক কাস জন্মে, ইন্দ্রিয় শক্তির হ্রাস হয়, মনে উৎসাহ থাকে না, নেত্র, মুখ ও চক্ষুস্রাব হয়, শরীরের গুরুত্ব জন্মে, বুদ্ধির হ্রাস হয়, বল বিনষ্ট হয়, কোন কর্ম্ম-করণেই ক্ষমতা থাকে না, দেহ কাঁপিতে থাকে, অরুচি জন্মে এবং ভগ্ন কাংস্যপাত্রে আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয়, রোগীর স্বরও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

অধিক পথ হাঁটিলেও ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহাতে রোগীর মূত্রাধার, গলা ও মুখ শুষ্ক হয়, শরীরের কোন স্থান স্পর্শ করিলে সে স্পর্শশক্তি অনুভব করিতে পারে না এবং করপদাদি চালনে অক্ষম হয়।

অধিক ব্যায়ামজনিত শোষ জন্মিলে পথগমনজনিত শোষের লক্ষণ এবং উরঃক্ষত রোগে যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে, তৎসমুদায় দৃষ্ট হয়; কিন্তু উরঃক্ষতে ক্ষত থাকে, ইহাতে তাহা হয় না।

এতদ্ভিন্ন ব্রণরোগীর ব্রণ হইতে অধিক রক্ত ক্ষরিত হইলে, ব্রণে অত্যন্ত বেদনা জন্মিলে এবং অত্যন্ত যাতনা হইলে শোষরোগ জন্মে; কিন্তু তাহা চিকিৎসার অসাধ্য।

---

## উরঃক্ষতাদিরোগের কারণ ও লক্ষণ কথন।

বৃহৎ নদী সন্তরণদ্বারা পার হওয়া, বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ, ধাবমান অশ্বের সহিত গমন, দ্রুতবেগে দূর স্থানে গমন, ধাবমান বৃষ-ঘোটকাদি জন্তুকে ধরিয়া নিগ্রহ করিতে যত্ন করা, শিলা, যষ্টি বা অস্ত্রাদি দ্বারা সবলে শত্রুকে প্রহার করা, অধিক ভারবহন, ধনুঃ দ্বারা ব্যায়ামকরন অধিক উচ্চৈঃস্বরে পুস্তকাদি পাঠ, দ্রুতবেগে নৃত্য, সহসা উন্নত স্থান হইতে নিম্নে পতন, এই সকল কারণে অথবা মল্লযুদ্ধাদি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইলে বক্ষঃস্থলে ক্ষতরোগ জন্মে, তাহাকেই উরঃ-ক্ষত রোগ কহে। এতদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি অত্যন্ত মৈথুনে আসক্ত থাকে

এবং অম্ল ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন করে, তাহার বক্ষঃ ভগ্ন হইয়া যায়, তাহাতে তাহার পার্শ্ব বেদনা, শোষ, কম্প জন্মে এবং ক্রমে ক্রমে বলক্ষয়, বীর্য্যনাশ, অরুচি, বৈবর্ণ্য, মন্দাগ্নি, জ্বর, বেদনা, তরল মল-নির্গম প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ক্ষতরোগীর বক্ষস্থলে বেদনা ও শোণিত বমন হয় আর অত্যন্ত কাস জন্মিয়া থাকে।

ক্ষীণরোগীর যে মূত্র নিঃসরণ হয়, তাহাতে রক্ত মিশ্রিত থাকে এবং রোগীর পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিতে বেদনা জন্মে।

---

## উরঃক্ষতাদির সাধ্যাসাধ্য কথন।

বলবান্ ব্যক্তির ক্ষত জন্মিলে অথচ তাহা অল্প দিনের হইলে, অল্প লক্ষণাবিশিষ্ট হইলে এবং মন্দাগ্নি না জন্মিলে বৈদ্য তাহাকে চিকিৎসাদ্বারা প্রশমিত করিতে পারেন। যদি উহা এক বৎসরের পীড়া হয়, তাহা হইলে চিকিৎসা করিলে যাপ্য থাকে, কিন্তু সমগ্র লক্ষণ প্রকাশিত হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য জানিবে।

---

## হিক্কা ও শ্বাসরোগ কথন।

শরীরস্থ উদানবায়ু দূষিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ “হিক্” এইরূপ শব্দ করিয়া ঊর্দ্ধ গমনে যকৃৎ প্লীহাদিকে মুখ দ্বারা যেন আকর্ষণ পূর্ব্বক যে ঊর্দ্ধদিকে গমন করে, তাহাকেই হিক্কা রোগ কহে।

---

## হিক্কা ও শ্বাসের উৎপত্তির কারণ।

যে সকল দ্রব্য বিদাহী, গুরুপাক, অজীর্ণকর, রুক্ষ, ক্লেদকর, তাহা ভোজন করিলে, শীতল পানীয় পান করিলে, শীতল বস্তু ভোজন করিলে, শীতলস্থানে বাস করিলে, নাসাদিদ্বারা শরীর মধ্যে ধূম প্রবিষ্ট হইলে, অধিক রৌদ্র ও অধিক বায়ু সেবন করিলে, অধিক ব্যায়াম,

ভার বহন ও পথপর্য্যটন করিলে, মূত্র পুরীষাদির বেগ ধারণ করিলে এবং উপবাস করিলে হিক্কা ও শ্বাস কাসের উৎপত্তি হয়।

---

## হিক্কার ভেদকথন।

বায়ু কফের অনুগত হইয়া পঞ্চবিধ হিক্কা উৎপাদন করে; যথা—অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহাহিক্কা।

---

## হিক্কা উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বাবস্থা।

হিক্কা জন্মিবার অগ্রে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের গুরুত্ব, বদনের কষায়ত্ব এবং কুক্ষির আটোপ অর্থাৎ উদরমধ্যে গুর্ গুর্ শব্দ হয়।

---

## পঞ্চবিধ হিক্কার লক্ষণ।

অধিক অন্নভোজন ও অধিক জলাদি পান করিলে ক্রুদ্ধ বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া যে হিক্কা জন্মায়, তাহাকেই অন্নজাহিক্কা বলে।

বহুক্ষণের পর প্রতিবারে দুই দুইটী করিয়া বেগ দিলে তদ্দ্বারা যে হিক্কা জন্মে, তাহাকে যমলা হিক্কা বলে। ঐ বেগসময়ে শিরঃ ও গ্রীবা কম্পিত হয়।

বহুকালের পর অল্পমাত্র বেগদ্বারা কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল হইতে শব্দ করিয়া যে হিক্কা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ক্ষুদ্রা হিক্কা বলে।

নাভিদেশ হইতে গম্ভীর শব্দপূর্ব্বক অনেক উপদ্রববিশিষ্ট যে ভয়ানক হিক্কা জন্মে, তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা কহে।

মর্ম্মস্থান সকল পীড়িত করিয়া এবং সমুদায় গাত্র কম্পিত করিয়া যে হিক্কা জন্মে, তাহারই নাম মহাহিক্কা। (বস্তি, হৃদয় ও মস্তককে মর্ম্মস্থান বলে।)

---

## হিক্কার সাধ্যাসাধ্য কথন।

হিক্কার সময় যাহার দেহ আকুঞ্চিত হয়, দৃষ্টি উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হয়, অন্নে যাহার অরুচি জন্মে, দেহ ক্ষীণ হয় ও সর্ব্বদা হিক্কার বেগ হইয়া থাকে, সেই রোগীর হিক্কা এবং পঞ্চবিধ হিক্কার মধ্যে শেষোক্ত-দ্বয় অর্থাৎ গম্ভীরা ও মহাহিক্কা চিকিৎসার সাধ্যাতীত। অন্নজা, যমলা ও ক্ষুদ্রা হিক্কা সাধ্য, কিন্তু যে ব্যক্তি কৃশ, ব্যাধিকর্ত্তৃক ক্ষীণদেহ, বৃদ্ধ, অরুচিবান্‌ সঞ্চিত দোষদ্বারা আক্রান্ত ও অত্যন্ত মৈথুনাসক্ত, তাহার যে কোন হিক্কাই হউক না কেন, চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না। আর প্রলাপ, বেদনা, মোহ ও তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট হইলে যমলা হিক্কাও অসাধ্য; পরন্তু যে ব্যক্তির চিত্ত সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যাহার দেহ ক্ষীণ নহে, যাহার ধাতু বিষমতা প্রাপ্ত হয় নাই এবং যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় স্থির অর্থাৎ বিকল নহে, তাহার যমলা হিক্কা চিকিৎসায় প্রশমিত হয়।

---

## শ্বাসরোগের উৎপত্তি নিরূপণ।

কফপ্রধান বায়ু যখন অন্নাদিবাহী স্রোত সকলকে সংরুদ্ধ করিয়া বিপথগামী হওত সর্ব্বতঃ প্রসৃত হয়, তখনই শ্বাসরোগ জন্মে। উদ্ধূ-য়মান অর্থাৎ উর্দ্ধভাগে প্রেরমান বায়ু সশব্দ হইলে সেই ব্যক্তি কাতর হইয়া বদ্ধ মত্ত বৃষের ন্যায় সতত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে, তাহাকেই শ্বাস রোগ বা হাঁপানি কহে।

---

## শ্বাসরোগ জন্মিবার পূর্ব্বলক্ষণ।

শ্বাস উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃৎব্যথা, শূল, আধ্মান, (বেদনাযুক্ত উদরস্ফীতি), আনাহ, (মূত্র পুরীষরোধ), মুখবৈরস্য ও ললাটে বেদনা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

---

## শ্বাসের প্রকারভেদ।

শ্বাস পঞ্চবিধ;—মহা, ঊর্দ্ধ, ছিন্ন, তমক ও ক্ষুদ্র। বায়ু হইতে মহা, ঊর্দ্ধ ও ক্ষুদ্র, কফ বায়ু ও পিত্ত হইতে ছিন্ন এবং শ্লেষ্মা হইতে তমক শ্বাসের উৎপত্তি হয়।

---

## মহাশ্বাসের লক্ষণ।

মহাশ্বাসে রোগীর জ্ঞান বিজ্ঞান সকলই নষ্ট হয়, লোচন বিভ্রান্ত হয়, মুখ ও চক্ষু বিস্তৃতপ্রাপ্ত হয়, মলমূত্র রুদ্ধ হইয়া থাকে, রোগীর বাক্যপ্রয়োগে তাদৃশ শক্তি থাকে না, রোগী সবেগে দীনভাবে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে। এই রোগীকে অচিরে বিপদাপন্ন হইতে হয়।

---

## ঊর্দ্ধ শ্বাসের লক্ষণ।

যে ব্যক্তি বহুদিন যাবৎ ঊর্দ্ধশ্বাস পরিত্যাগ করে, সে অধঃশ্বাস গ্রহণে সমর্থ হয় না, তাহার মুখস্রোত কফে আবৃত থাকায় বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ক্লেশ প্রদান করে; তাহার দৃষ্টী ঊর্দ্ধগামী হয়, সুতরা তাহার চক্ষু বিচলিত হইয়া থাকে, সে বিভ্রান্তনেত্র হইয়া চতুর্দ্দিকো নিরীক্ষণ করে। সে মোহগ্রস্ত ও বেদনার্ত্ত হয়, তাহার মুখ শুষ্ক হইয় যয়া। ক্রমে ঐ ঊর্দ্ধশ্বাস অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে রোগীর অধঃশ্বাসং

নিরোধ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি মোহগ্রস্ত ও গ্লানিবিশিষ্ট, এই ঊর্দ্ধশ্বাস তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করে।

---

## ছিন্নশ্বাসের লক্ষণ।

ছিন্নশ্বাস হইলে সেই রোগী থামিয়া থামিয়া যতদূর সাধ্য বলের সহিত শ্বাস পরিত্যাগ করে, কোন কোন সময়ে অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক বেদনা বোধ হইলে শ্বাস ত্যাগ করে না। এই রোগে রোগী আনাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, বস্তিদাহ, সজলনেত্রতা, ক্ষীণতা, এক চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মনের চাঞ্চল্য, মুখের শুষ্কতা, বৈবর্ণ, প্রলাপ এই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। এই শ্বাসে রোগীর অঙ্গ শিথিল হইয়া যায়, সুতরাং সে প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

---

## তমকশ্বাসের লক্ষণ।

বায়ু বিপরীতভাবে স্রোতসমূহে গমন করিলে শির ও গ্রীবাদেশ আশ্রয় করে, তাহাতে কফ কুপিত হয়; সুতরাং পীনস ছর্দ্দি প্রভৃতি জন্মে। সেই সময় শ্লেষ্মাদ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে সবেগে ঘুর্ ঘুর্ শব্দ করিয়া হৃদয়ের ক্লেশকর শ্বাস জন্মিয়া থাকে। ইহাকেই তমকশ্বাস কহে। অন্ধকার দর্শনে যেরূপ উদ্বেগ বোধ হয়, এই রোগে রোগীরও তদ্রূপ বোধ হইয়া থাকে। কোন কার্য্য করিতে সামর্থ থাকে না, কাসিতেং বেগে মোহপ্রাপ্ত হইতে হয়। শুষ্ক কাঁসি হওয়াতে তাহার বড় কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু কাসিতেং কফ উঠিলে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবোধ করিয়া থাকে। কথা কহিতে রোগীর কষ্ট হয় এবং কণ্ঠে কণ্ডু জন্মে। শয়ন করিতে রোগীর কষ্ট বোধ হয়, শয়ন করিলে পার্শ্বে বেদনা জন্মে। উপবেশন করিলে রোগীর কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য

বোধ হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী উষ্ণতা প্রিয় বোধ করে। এই রোগে নয়ন স্ফীত হয়, ললাটে স্বেদ নির্গত হয়, কণ্ঠবৎ বেদনা জন্মে, মুখশোষ হয়, মুহুর্মুহুঃ শ্বাসবেগ জন্মে, হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে যেরূপ দেহ বিচলিত হয়, এই রোগেও সেইরূপ গাত্রচালনা হইয়া থাকে। মেঘ দর্শনে এবং শীতলদ্রব্য ও পূর্ব্বদিক্‌স্থিত বায়ু-সেবনে এই রোগের বৃদ্ধি হয়। এই শ্বাস যাপ্য, কিন্তু অল্পদিনের হইলে সাধ্য।

তমকশ্বাসে পীড়িত ব্যক্তি জ্বর ও মূর্চ্ছাদ্বারা আক্রান্ত হইলেই তাহাকে প্রতমক শ্বাস কহে। ইহাকে সন্তমকশ্বাসও বলে। নাসারন্ধ্রে ধূলিপ্রবেশ, অজীর্ণ, বয়োধিক্য, মূত্রপুরীষের বেগধারণ এই সকল হেতুতে এই শ্বাস জন্মে। অন্ধকারে এই শ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু শৈত্যদ্বারা শান্তি হইয়া থাকে।

---

## ক্ষুদ্রশ্বাসের লক্ষণ।

রুক্ষদ্রব্য সেবন করিলে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে কোষ্ঠ-স্থিত বায়ু দূষিত হইয়া উর্দ্ধগামী হয় এবং তাহাতেই ক্ষুদ্র শ্বাস জন্মে, ইহাতে অল্প অল্প লক্ষণমাত্র প্রকাশ পায়। অন্যান্য শ্বাসের ন্যায় ইহা তাদৃশ ক্লেশপ্রদ নহে।

---

## হিক্কা, শ্বাসের মারকত্ব কথন।

হিক্কা ও শ্বাস যেরূপ অচিরে জীবন বিনষ্ট করে, অন্যান্য প্রাণ-নাশক রোগ তাদৃশ আশু মারাত্মক নহে।

---

## স্বরভেদরোগ।

অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যপ্রয়োগ, বিষভক্ষণ, উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, কণ্ঠে দণ্ডাদিদ্বারা প্রহার, এই সকল কারণে বাতাদি দোষসকল ক্রুদ্ধ হইয়া স্বরবাহী স্রোতসমূহে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে স্বরের যে বিকৃতি জন্মে, তাহাকেই স্বরভঙ্গ রোগ কহে। এই রোগ ছয় প্রকার; বাতজনিত, পিত্তজনিত, শ্লেষ্মাজনিত, ত্রিদোষজ, মেদজনিত ও ক্ষয়-জনিত।

---

## বাতজনিত স্বরভেদের লক্ষণ।

বাতজনিত স্বরভেদ জন্মিলে নেত্র, বদন, মূত্র ও পুরীষ কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং স্বর গর্দ্দভের তুল্য কর্কশ হইয়া থাকে।

---

## পিত্তজনিত স্বরভেদের লক্ষণ।

পিত্তজনিত স্বরভেদে নেত্র, মূত্র, বদন, বিষ্ঠা পীতবর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং বাক্যপ্রয়োগ সময়ে গলদেশে দাহ জন্মে।

---

## শ্লেষ্মজ স্বরভেদের লক্ষণ।

শ্লেষ্মজন্য স্বরভেদে কণ্ঠ কফে অবরুদ্ধ থাকে, রোগীর স্বর নিশা-ভাগে বদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু দিবসে অল্প পরিমাণে কথা কহিতে পারে।

---

## ত্রিদোষজনিত স্বরভেদের লক্ষণ।

বাতপিত্ত ও কফজনিত স্বরভেদে যে যে লক্ষণ হয়, সান্নিপাত স্বর

ভেদেও তৎসমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্বরভেদ চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না।

---

## ক্ষয়জ স্বরভেদের লক্ষণ।

ধাতু ক্ষয় হইতেই যে স্বরভেদ জন্মে, তাহাকেই ক্ষয়জ স্বরভেদ কহে। এই রোগে বাক্য প্রয়োগের সময় কণ্ঠে বেদনা বোধ হয়, রোগী অল্পমাত্র কথা কহিতে পারে এবং কণ্ঠ হইতে ধুম নির্গত হইলে যেরূপ বোধ হয়, রোগীরও তদ্রূপ বোধ হইয়া থাকে। এই রোগ চিকিৎসায় অসাধ্য।

---

## মেদোজনিত স্বরভেদের লক্ষণ।

মেদোজনিত স্বরভেদ হইলে রোগীর কথা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় না। গলদেশে শ্লেষ্মা ও মেদ দ্বারা জড়িত থাকে এবং রোগী তৃষ্ণার্ত্ত হয়।

---

## স্বরভেদের অসাধ্য কথন।

যে ব্যক্তি ক্ষীণ, বৃদ্ধ, কৃশ, তাহার বহুদিনের স্বরভেদ অথবা যদি আজন্ম সেই স্বরভেদ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা দুশ্চিকিৎস্য। ত্রিদোষজ স্বরভেদ ও বহুমেদোযুক্ত মনুষ্যের স্বরভেদ অসাধ্য।

---

## পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক।

যেরোগে শরীরস্থ চর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, তাহাকেই পাণ্ডু রোগ কহে।

## পাণ্ডুরোগের কারণ।

অম্ল, লবণাক্ত, তীক্ষ্ণ মদ্য ও মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে, অধিক পরিশ্রম করিলে, দিবসে অধিক নিদ্রিত হইলে বাতাদি দোষসকল প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

---

## পাণ্ডুরোগ উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা।

পাণ্ডুরোগ জন্মিবার অগ্রে শরীর অবসন্ন হয়, মুখ হইতে পুনঃ২ ষ্ঠীবন হইতে থাকে, নেত্রগোলকে শোথ জন্মে, মলমূত্র পীতবর্ণ হয়, অজীর্ণ জন্মে এবং দেহচর্ম্ম ঈষৎ বিদীর্ণ হইয়া যায়।

---

## পাণ্ডুরোগের ভেদ কথন।

পাণ্ডু পঞ্চবিধ ;—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ ও মৃত্তিকাভক্ষণজ।

---

## পঞ্চবিধ পাণ্ডুর লক্ষণ।

বাতজনিত পাণ্ডুরোগে মল, মূত্র, নেত্র, মুখ ও চর্ম্ম কৃষ্ণ ও অরুণবর্ণ এবং রুক্ষ হয়, রোগীর কুক্ষিদেশে বন্ধনবৎ পীড়া জন্মে এবং কম্প, ভ্রমিপ্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

যাহার পিত্তজনিত পাণ্ডুরোগ জন্মে, তাহার নেত্র, মূত্র মল ও চর্ম্ম পীতবর্ণ হয় এবং রোগী তৃষ্ণা, জ্বালা, জ্বর ও মলভেদে আক্রান্ত হয়।

শ্লেষ্মজ পাণ্ডুরোগে রোগীর নেত্র, মূত্র, মল ও চর্ম্ম শ্বেতবর্ণ হয় এবং আলস্য, নিদ্রাতুরের ন্যায় গ্লানি, শোথ, শরীরের গুরুত্ব এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

তৃষ্ণা, বমি, অরুচি, বমিবোধ, জ্বর, ক্ষীণতা, ক্লান্তি, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, এই সকল ত্রিদোষজনিত পাণ্ডুর চিহ্ন। এই পাণ্ডু অচিকিৎস্য।

মৃত্তিকাভক্ষণ করিলে যে পাণ্ডু জন্মে, তাহাকেই মৃত্তিকাভক্ষণজ পাণ্ডু কহে। মৃত্তিকাভক্ষণ করিলে বায়ুপিত্তাদি দোষের যে কোন একটী কুপিত হয়, তাহাতেই এই রোগ জন্মে। মৃত্তিকাভক্ষণ করিলে রসাদি ধাতুও রুক্ষ হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে অন্যান্য ভুক্ত দ্রব্যও তৎকর্তৃক রুক্ষ হয়; সুতরাং উদরে কোন বস্তু পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। ক্রমে স্রোতসকল রুদ্ধ হইয়া যায় এবং নেত্র, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিবীর্য্য হইয়া পড়ে ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে। উষরমৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে পিত্ত, কষায়মৃত্তিকা ভোজন করিলে বায়ু এবং মধুর মৃত্তিকা ভোজন করিলে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া থাকে।

---

## পাণ্ডুর অসাধ্য কথন।

পাণ্ডুরোগে যদি রোগী শ্লেষ্মামিশ্রিত হরিদ্বর্ণ, অল্পপরিমিত মলপরিত্যাগ করে, তাহাহইলে সেই রোগীর জীবন বিনষ্ট হয়। পাণ্ডুরোগ পুরাতন হইলে যদি ধাতুক্ষয় হয়, তাহাও সাধ্যাতীত এবং যে রোগী পাণ্ডু অবস্থার শোথে আক্রান্ত হইয়া যাবতীয় বস্তু পীতবর্ণ দর্শন করে, তাহার সেই রোগ চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না। পাণ্ডুরোগী তৃষ্ণা, বমি ও মূর্চ্ছা দ্বারা আক্রান্ত হইলে, চিত্তক্লান্তি জন্মিলে, দেহস্থ পাণ্ডু ক্রমে শুক্লতা প্রাপ্ত হইলে সেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে রোগীর নেত্র, দন্ত ও নখ পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং সমুদায় দ্রব্যও পাণ্ডুবর্ণ দেখে, তাহার জীবন মৃত্যুর করগত জানিবে। যে রোগীর শরীরে শোথ নাই, কিন্তু চরণে শোথ থাকে, যাহার

করচরণে শোথ নাই, অথচ শরীরে শোথ আছে এবং গুহ্য ও কোষে যাহার শোথ হয়, যে রোগী জ্ঞানশূন্য ও মোহাভিভূত এবং জ্বর বা অতিসারে আক্রান্ত, তাহাকে চিকিৎসা করা বৃথা।

---

## কামলারোগ।

পাণ্ডুরোগে যদি পিত্তবৃদ্ধিকর বস্তু সেবন করা যায়, তাহা হইলে পিত্ত মাংস-শোণিতাদি দূষিত করিয়া কামলার উৎপত্তি করে। এই রোগে নয়ন হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং নখচর্ম্মাদিও হরিদ্রাবর্ণতা ধারণ করে। রোগী যে মলমূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাও পীতবর্ণ হয়। ভেকের ন্যায় রোগীর ইন্দ্রিয়শক্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং জ্বালা, ক্ষীণতা, অরুচি, দেহের অবসন্নতা, অজীর্ণ এই সকল লক্ষণ জন্মে।

---

## কামলার অসাধ্যকথন।

যে রোগীর তন্দ্রা, মোহ, আনহ, অরুচি, তৃষ্ণা, দাহ, মন্দাগ্নি ও জ্ঞাননাশ হয়, তাহাকে অবিলম্বে শমনভবনে গমন করিতে হইয়া থাকে। কামলারোগীর যদি শোথ হয় এবং তাহার মলমূত্র কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ হয় আর নেত্র ও বদন ঈষৎ রক্ততা ধারণ করে, অথবা মলমূত্র ও বমি যদি ঈষৎ রক্তবর্ণ হয় এবং যদি রোগীর মোহ জন্মে, তাহা হইলে সেই রোগ চিকিৎসার অসাধ্য।

---

## কুম্ভকামলা।

কামলা বহুদিনের হইলেই তাহাকে কুম্ভকামলা কহে। কুম্ভকামলা দুশ্চিকিৎস্য। কুম্ভকামলায় যদি রোগী শ্বাস ও কাসদ্বারা ক্লিষ্ট হয়,

মলভেদ হইতে থাকে এবং জ্বর, ক্লান্তি, অরুচি, বমি এই সকল লক্ষণ দেখা যায়, তাহাহইলে সেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

## হলীমক রোগ।

বাতপিত্তজনিত পাণ্ডুরোগে যদি রোগী দুর্ব্বল, উৎসাহহীন, হরিত, শ্যাম বা পীতবর্ণ, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বরযুক্ত এবং দাহ ও তৃষ্ণার্ত্ত হয়, যদি তাহার স্ত্রীসহবাসে অভিলাষ না থাকে, তাহাহইলে সেই পাণ্ডুকেই হলীমক রোগ কহে।

## রক্তপিত্তরোগ।

যে রোগে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, অধিক কি; কালক্রমে দেহস্থ যাবতীয় রোমকুপ দিয়া রক্তপিত্ত বহির্গত হয়, তাহাকেই রক্তপিত্ত রোগ কহে। অধিক পরিশ্রম, অধিক রৌদ্রসেবন, অতিরিক্ত মৈথুন, শোক, পথপর্য্যটন, লবণ, উষ্ণ, অম্ল, কটু, ক্ষার এবং তীক্ষ্ণ বস্তু সেবন, এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া শোণিতের সহিত উর্দ্ধ ও অধোদিকে গমন করে এবং উর্দ্ধভাগে নেত্র, নাসা ও মুখদ্বারা ও অধোভাগে গুহ্য ও যোনিদ্বারা বহির্গত হয়। অত্যন্ত কুপিত হইলে সমস্ত রোমকুপ দিয়াও নির্গত হইয়া থাকে।

## রক্তপিত্তের পূর্ব্বরূপ।

রক্তপিত্ত জন্মিবার পূর্ব্বে নিঃশ্বাসে লৌহগন্ধ অনুভূত হয়, বমি ও শৈত্যসেবনে অভিলাষ হয়, কণ্ঠদেশ হইতে ধূম নির্গত হইলে

যেরূপ কষ্ট বোধ হয়, তদ্রূপ ক্লেশ বোধ হইয়া থাকে এবং শরীর অবসন্ন হয়।

---

## পিত্তাদিভেদে রক্তপিত্তের লক্ষণ।

পিত্তাধিক্য রক্তপিত্ত হইলে যে রক্তক্ষরণ হয়, উহা কষায়বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রতুল্য, চিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণ অথবা অঞ্জনতুল্য দৃষ্ট হয়। কফাধিক্য হইলে ঘন, ঈষৎপাণ্ডু, স্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। বাতাধিক রক্তপিত্তে রক্তস্রাব শ্যাববর্ণ ও অরুণবর্ণ হয় এবং রক্তস্রাব তরল ও ফেনযুক্ত হইয়া থাকে। বাতপিত্ত উভয় কারণে যে রক্তপিত্ত জন্মে, তাহাকে দ্বন্দ্বজ এবং বাতাদি ত্রিবিধ কারণে যে রক্তপিত্ত জন্মে, তাহাকে ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত বলে।

---

## রক্তপিত্তের উর্দ্ধ ও অধোগতিত্ব কথন।

বাতসংশ্লিষ্ট রক্তপিত্ত অধোগ হয় অর্থাৎ গুহ্যাদিদ্বারা রক্তস্রাব হয়। কফানুগত রক্তপিত্ত উর্দ্ধগ অর্থাৎ মুখকর্ণাদি দিয়া ক্ষরিত হয় এবং বাতাকফানুগত হইলে উর্দ্ধগ ও অধোগামী উভয় প্রকারই হইয়া থাকে।

---

## রক্তপিত্তের উপসর্গ।

তৃষ্ণা, জ্বর, মত্ততা, মলভেদ, শ্বাস, কাস, বলহীনতা, বমি, অধৈর্য্য, দাহ, মূর্চ্ছা, শরীরের পাণ্ডুত্ব মস্তকসন্তাপ, দুর্গন্ধ নিষ্ঠীবন, অন্নে অরুচি, অজীর্ণ, এই সকল রক্তপিত্তের উপসর্গ। এতদ্ভিন্ন বক্ষঃস্থলে এরূপ বেদনা জন্মে যে ঐ বেদনার সহিত অন্য কোনরূপ বেদনার ঐক্য হয় না।

## রক্তপিত্তে অসাধ্যাদি কথন।

যে রক্তপিত্তে আকাশ ও যাবতীয় পদার্থ রক্তবর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অসাধ্য। যাহার রক্ত বমি হয়, যাহার চক্ষু লোহিত হয়, তাহার রোগ অসাধ্য। যাহার রক্তপিত্ত মাংসধৌত সলিলের তুল্য, কিম্বা ক্বাথের জলের ন্যায়, অথবা কর্দ্দমযুক্ত বারিবৎ, মেদতুল্য, পূঁযতুল্য, রক্ততুল্য, যকৃৎপিণ্ডের ন্যায়, পরিপক্ক জামের তুল্য, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, দুর্গন্ধ অথবা ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সেই রোগী চিকিৎসকের বর্জনীয়। যে ব্যক্তি মন্দাগ্নিবান্, তাহার সান্নিপাত রক্তপিত্ত জন্মিলে চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না। বৃদ্ধ, অরুচিবান্ অথবা ক্ষীণ ব্যক্তির রক্তপিত্ত অসাধ্য। হেমন্তকালে অথবা শীতঋতুতে যদি বলবান ব্যক্তির রক্তপিত্ত জন্মে, তাহাতে উপসর্গ না থাকে, রোগ অল্পদিনের হয় এবং একদোষোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে। একদোষোদ্ভূত রক্তপিত্ত সাধ্য এবং ত্রিদোষজাত হইলে যাপ্য।

সাধারণতঃ ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সাধ্য, অধোগামী রক্তপিত্ত যাপ্য এবং উভয়পথগামী রক্তপিত্ত অসাধ্য।

---

## ছর্দ্দি (বমি) রোগ।

বাতাদি দোষত্রয় ক্রুদ্ধ হইয়া জীবের মুখ আবৃত করত বেদনা-দ্বারা তাহাকে ক্লেশ প্রদান করে, এই জন্য বমিকে ছর্দ্দিরোগ কহে। অধিক তরল, অধিক স্নিগ্ধ, অধিক লবণযুক্ত ও অপ্রিয় দ্রব্য ভক্ষণ, অপরিমিত আহার, অহিতকর দ্রব্য ভক্ষণ, ভয়, শ্রম, ক্রিমি, শীঘ্র আহার করা, এই সকল কারণে বমিরোগ জন্মে। এতদ্ভিন্ন বিকৃত দ্রব্য দর্শন করিলে এবং ঘৃণাজনক দ্রব্য ভক্ষণ করিলেও ছর্দ্দি জন্মিয়া থাকে।

## ছর্দ্দির পূর্ব্বরূপ।

ছর্দ্দি জন্মিবার পূর্ব্বে অন্নে ও পানিয় বস্তুতে অরুচি হয়, মুখ হইতে লবণযুক্ত জল নির্গত হয়, বমনবোধ হইয়া থাকে এবং উদ্গার বন্ধ হয়।

---

## বাতজ ছর্দ্দির লক্ষণ।

বক্ষঃ, পার্শ্ব, নাভি, মস্তক প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মুখের শুষ্কতা, স্বরভেদ, এই সকল লক্ষণ বাতজ ছর্দ্দিতে প্রকাশ পায় এবং যে বমি হয়, তাহাতে যেন কষায় রস মিশ্রিত থাকে ও উহা উষ্ণ।

---

## পিত্তজ ছর্দ্দির লক্ষণ।

তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মুখের শুষ্কতা, শিরঃসন্তাপ তালুদাহ, গলদাহ, ভ্রম ও অন্ধকার দর্শন, এই সকল পিত্তজনিত ছর্দ্দির লক্ষণ। ইহাতে যে বমি হয়, তাহা উষ্ণ, তিক্তরসযুক্ত এবং পীত, হরিত ও কৃষ্ণ-মিশ্রিত রক্তবর্ণ।

---

## শ্লেষ্মজ ছর্দ্দির লক্ষণ।

নিদ্রা, তন্দ্রা, অরুচি, দেহের গুরুত্ব, মুখের মধুরত্ব ও কফমিশ্রিত মুখস্রাব এই সকল কফজ ছর্দ্দির লক্ষণ। ইহাতে যে বমি হয়, তাহা স্নিগ্ধ, ঘন, মধুর রসমিশ্রিত ও শ্বেতবর্ণ। ইহাতে বমির সময় রোমাঞ্চ হইতে থাকে।

---

## ত্রিদোষজনিত ছর্দ্দির লক্ষণ।

তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, শ্বাস, অরুচি, অজীর্ণ ও অত্যন্ত বেদনা এই সকল

ত্রিদোষজ ছর্দ্দির লক্ষণ। ইহাতে যে বমি হয়, তাহা লবণাক্ত অথবা অম্লরসবিশিষ্ট, নীলবর্ণ অথবা শোণিতবর্ণ, উষ্ণ এবং গাঢ়।

---

## আগন্তু ছর্দ্দির লক্ষণ।

আগন্তুক ছর্দ্দিতে উল্লিখিত বাতাদিজনিত ছর্দ্দির লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এই ছর্দ্দি পাচ প্রকার ; যথা,—বীভৎসজ, ( অর্থাৎ কুরূপ দর্শন করিলে যাহা জন্মে ), দৌহৃদজ, ( অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় যে ছর্দ্দি জন্মে ), অসাত্ম্যজ, ( অর্থাৎ অনভ্যাস দ্বারা উৎপন্ন ) ক্রিমিজ ও অজীর্ণজ।

---

## ক্রিমিজ ছর্দ্দির লক্ষণ।

হৃদ্রোগে যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে ক্রিমিজ ছর্দ্দিতেও সেই সেই লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং এই ছর্দ্দিতে বমনেচ্ছা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

---

## ছর্দ্দির অসাধ্য কথন।

ক্ষীণ ব্যক্তি এই রোগাক্রান্ত হইয়া যদি শোণিত ও পূঁয যুক্ত বমি করে এবং ময়ূরপুচ্ছে যে বৃত্তাকার চক্র থাকে, তাহার যেরূপ বর্ণ, ঐ বমিতে তদ্রূপ বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং ঐ রোগে উপসর্গ থাকে, তাহা হইলে সেই রোগ চিকিৎসার অসাধ্য ; কিন্তু উপসর্গ না থাকিলে আরোগ্য হইতে পারে।

---

## তৃষ্ণারোগ।

উপবাস, ক্রোধপ্রকাশ, কটু ও অম্লদ্রব্য ভক্ষণ এই সকল কারণে পিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ঐ পিত্ত ভয়, পরিশ্রম ও দুর্ব্বলতাদ্বারা বায়ুর সহিত প্রকুপিত হইয়া উর্দ্ধদিকে গমন করে। পরে ঐ পিত্ত বায়ু সহ তালু প্রভৃতিতে গমন পূর্ব্বক তৃষ্ণা উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন অম,

কফ ও অপক্ক রস জলবাহী শিরাসকলকে দূষিত করিলেও তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। তৃষ্ণা সপ্তবিধ,—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ, আমজ ও অন্নজ।

---

## তৃষ্ণার লক্ষণ।

মুখমালিন্য, মুখশোষ, ললাটের একপার্শ্বে বেদনা, শিরোবেদনা, মুখবৈরস্য, বাতজ তৃষ্ণায় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

দাহ, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, অন্নে অনিচ্ছা, নেত্রের রক্ততা, মুখের কটুত্বর দেহতাপ, শৈত্য সেবনে ইচ্ছা, এই সকল পিত্তজ তৃষ্ণার লক্ষণ। এই তৃষ্ণায় পীড়িত ব্যক্তি পীতবর্ণ মল পরিত্যাগ করে।

নিদ্রা, দেহের গুরুত্ব, মুখের মধুরতা, এই সকল কফজ তৃষ্ণার চিহ্ন। এই রোগে রোগী অতি কৃশ হইয়া পড়ে।

ক্ষত ব্যক্তির বেদনা ও রক্তক্ষরণ হেতু যে তৃষ্ণা জন্মে তাহারই নাম ক্ষতজ তৃষ্ণা।

রসক্ষয়জন্য যে তৃষ্ণা হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা বলে, ইহাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক তৃষ্ণাও বলিয়া থাকেন। এই রোগে রোগী কি দিবসে, কি নিশাভাগে পুনঃ পুনঃ জলপান করে। তথাপি তাহার স্বাস্থ্যবোধ হয় না।

আমজ তৃষ্ণায় ক্ষয়জ তৃষ্ণার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা, মুখ হইতে শ্লেষ্মনির্গম, দেহের অবসন্নতা এই সকল চিহ্নও দেখা যায়।

আহারের পরক্ষণেই অন্নজ তৃষ্ণা জন্মে, ইহাকেই ভুক্তোদ্ভব তৃষ্ণা কহে। কটু, অম্ল, স্নিগ্ধ ও গুরু অন্ন ভক্ষণ করিলেই ইহার উৎপত্তি হয়।

ক্লান্তি, মোহ, স্বরের ক্ষীণতা, মুখশোষ, গলশুষ্কতা, তালুশোষ, এই সকল উপদ্রব হইলে সেই তৃষ্ণা অসাধ্য। তৃষ্ণার্ত্তরোগী শ্বাসকাসাদি-দ্বারা পীড়িত, জ্বরার্ত্ত, মোহার্ত্ত ও কৃশ হইলে এবং ধাতুক্ষয় হইলে ও বমি হইলে সেই রোগী শমনসদনে প্রস্থান করে।

---

## দাহরোগ।

দাহ সাতপ্রকার ;—মদ্যপানজনিত, রক্তজনিত, পিত্তজনিত, তৃষ্ণা-রোধজনিত, রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজনিত, ধাতুক্ষয়জনিত ও মর্ম্মাভি-ঘাতজনিত।

---

## দাহের লক্ষণ।

মদ্যপান করিলে যে দাহ জন্মে, তাহাকেই মদ্যপানজনিত দাহবলে। মদ্যপান করিলে পিত্ততেজ অত্যন্ত দূষিত হইয়া যায়। সেই দূষিত তেজ পিত্ত ও রক্তদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শরীরস্থ চর্ম্মে দাহ উপ-স্থিত হইয়া থাকে। দেহের শোণিতরাশি দূষিত হইয়া যে দাহ উপস্থিত করে, তাহাকে রক্তজনিত দাহ কহে। এই রোগে শরীর উষ্ণ হয়, পিপাসা, দেহে ও মুখে লৌহগন্ধ, চক্ষু ও দেহের তাম্রবর্ণতা, প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে যেরূপ যাতনা বোধ হয়, তদ্রূপ যাতনা অনুভূত হইতে থাকে। পিত্তজ্বরে যে যে লক্ষণ হইয়া থাকে, পিত্তজনিত দাহেও সেই সেই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তৃষ্ণার সময় জলপান না করিলে শরীরস্থ তরল ধাতুর ক্ষয় হয়, তাহাতেই দেহের বাহে ও মধ্যে দাহ জন্মিয়া থাকে, ইহাকেই তৃষ্ণা-রোধজনিত দাহ কহে। এই রোগে তালু, গলদেশ ও ওষ্ঠের শুষ্কতা দৃষ্ট হয় এবং জিহ্বা নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিকম্পিত হয়। শস্ত্রাদিদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে আমাশয়াদি দেহের মধ্যগত যন্ত্রসকল পরি-

পূরিত হয়, তাহাতে যে ভীষণ দাহ জন্মে, তাহাকেই রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ কহে। রসাদি ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে যে দাহ জন্মে, তাহার নাম ধাতুক্ষয়জ দাহ। পিপাসা, মোহ, স্বরক্ষীণতা প্রভৃতি এই দাহের চিহ্ন। বস্তি, বক্ষস্থল প্রভৃতি মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইলে যে দাহ জন্মে, তাহাকে মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ বলে।

---

## দাহের অসাধ্যকথন।

মর্ম্মাভিঘাতজন্য দাহ অসাধ্য। যে দাহে দেহের অভ্যন্তরে অত্যন্ত জ্বালা বোধ হয়, কিন্তু বহির্ভাগে শীতল থাকে, সেই দাহ চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না।

---

## প্রমেহরোগ।

অতিরিক্ত দধি, দুগ্ধ, ছাগাদি গ্রাম্য পশুর মাংস, সজল দেশজ বরাহকচ্ছপাদির মাংস, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, শর্করা ও মিছরি প্রভৃতি এবং শ্লেষ্মজ দ্রব্য ভোজন করিলে, নিষ্কর্ম্মা [redacted] নিরন্তর উপবিষ্ট থাকিলে প্রমেহ রোগ জন্মে [redacted] তন্মধ্যে ছয়টী পিত্তজন্য, চারিটী বায়ুজন্য এবং অবশিষ্ট কয়টী শ্লেষ্মজন্য। প্রমেহ জন্মিবার পূর্ব্বে হস্তপাদ ও মুখমধুরতা হয় এবং চক্ষুতে মল জন্মিয়া থাকে। যেমন শ্বেতপীতাদি বর্ণের পরস্পর মিশ্রণে নানাবিধ বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বায়ুপিত্তাদি দোষসকল মেদমাংসাদির সহিত মিলিত হইয়া মূত্রের বর্ণাদিরও ভিন্নতা জন্মায়, সুতরাং প্রমেহ এক হইলেও নানারূপে অভিহিত হইয়া থাকে।

---

## প্রমেহের সাধারণ লক্ষণ।

সামান্যতঃ যাবতীয় প্রমেহেই অধিক প্রস্রাব হয় এবং উহার বর্ণ কর্দ্দমযুক্ত জলের ন্যায় হইয়া থাকে।

## পিত্তজনিত ষড় বিধ প্রমেহ।

প্রথম ক্ষারমেহ।—এই মেহে মূত্রের গন্ধ ও বর্ণাদি ক্ষারধৌত জলের ন্যায় হয়। দ্বিতীয় নীলমেহ।—এই মেহে মূত্র নীলবর্ণ হয়। তৃতীয় কৃষ্ণমেহ।—এই মেহের মূত্র মসীবৎ কৃষ্ণ। চতুর্থ হরিদ্রামেহ,—এই মেহের মূত্র কটুরসযুক্ত এবং হরিদ্রার তুল্যবর্ণ। পঞ্চম মঞ্জিষ্ঠামেহ,—এই মেহের মূত্র মঞ্জিষ্ঠাজলের ন্যায়। ষষ্ঠ রক্তমেহ,—এই মেহের মূত্র রক্তবর্ণ, উষ্ণ এবং লবণরসযুক্ত ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

---

## বাতজনিত মেহচতুষ্টয়।

প্রথম বসামেহ,—এই মেহের প্রস্রাব বসার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, ইহাতে বসাও ক্ষরিত হয়, এই রোগে পুনঃপুনঃ প্রস্রাব হয়। দ্বিতীয় মজ্জামেহ,—এই মেহের মূত্র মজ্জার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ইহাতে মজ্জাও মিশ্রিত থাকে। তৃতীয় ক্ষৌদ্র মেহ,—এই মেহের মূত্র মধুর রসবিশিষ্ট ও কষায়। চতুর্থ হস্তি মেহ—এই মেহে রোগী মদমত্ত হস্তীর ন্যায় বহু-পরিমিত লসীকযুক্ত মূত্র ত্যাগ করে।

---

## কফজনিত দশবিধ মেহ।

যে মেহের মূত্র জলবৎ, পিচ্ছিল, শীতল, শুক্লবর্ণ, ঘোলা ও নির্গন্ধ-তাহার নাম উদকমেহ। যে মেহের মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় মিষ্ট, তাহার নাম ইক্ষুমেহ। যে মেহের মূত্র বাসী অন্নের কাথের (মাড়ের) ন্যায় ঘন, তাহার নাম সান্দ্রমেহ। যে মেহের মূত্র মদ্যের ন্যায় এবং যে মূত্র কোন পাত্রে রাখিলে কিয়ৎক্ষণ পরে উহার উপরিভাগ তরল এবং নিম্নে গাঢ় দেখা যায়, তাহার নাম সুরামেহ। তণ্ডুলচূর্ণ অল্প জলের সহিত মিশ্রিত করিলে যেরূপ ঘন ও বর্ণ হয়, যে মেহের মূত্র তদ্রূপ এবং যে মেহে প্রস্রাবসময়ে রোগীর রোমাঞ্চ হয়, তাহার নাম পিষ্ট

মেহ। যে মেহের মূত্রের সহিত শুক্র নির্গত হয় এবং যে মূত্রের বর্ণ ও-শুক্রের ন্যায়, তাহার নাম শুক্রমেহ। যে মেহে অপরিষ্কৃত প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবের সহিত বালুকাকণার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দৃষ্ট হয়, তাহার নাম সিকতামেহ। যে মেহের মূত্র গুরু, শীতল ও মিষ্ট, তাহার নাম শীতমেহ। যে মেহে বারম্বার অল্প অল্প মূত্র ক্ষরিত হয়, তাহাকে শনৈর্মেহ কহে এবং যে মেহের মূত্র পিচ্ছিল ও মুখলালার ন্যায় তন্তুবিশিষ্ট, তাহার নাম লালা মেহ।

---

## প্রমেহের উপদ্রব।

জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, অম্লোদ্গার, লিঙ্গনালে ও মূত্রাশয়ে বেদনা, মুষ্কের বিদীর্ণতা, এই সকল পিত্তজ প্রমেহের; শ্বাস, কাস, চক্ষুবেদনা, কম্প, নিদ্রানাশ, শোষ, তিক্তকষায়াদ্র ভোজনে দ্বেষ ও উদাবর্ত্ত রোগ, এই সকল বাতজ প্রমেহের এবং নাসাস্রাব, বমি, কাস, মন্দাগ্নি, অরুচি ও অতিনিদ্রা, এই সকল কফজ প্রমেহের উপদ্রব।

---

## প্রমেহের অসাধ্যকথন।

যে চিকিৎসায় শ্লেষ্মা নিবারিত হয়, সেই চিকিৎসাতেই মেদমাংসাদির দোষ বিনষ্ট হয়, এই জন্য শ্লেষ্মজন্য প্রমেহ সাধ্য। যে ঔষধদ্বারা পিত্ত শান্ত হয়, সেই ঔষধে মেদের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং পিত্তজ প্রমেহ যাপ্য। বায়ু অন্যান্য ধাতু আশ্রয় করিয়া অবিলম্বে অনিষ্ট সাধন করে, সুতরাং বাতজ প্রমেহ অসাধ্য। প্রমেহের সমস্ত উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এবং প্রমেহাবস্থায় পীড়কা হইলে তাহা অসাধ্য। এতদ্ভিন্ন বংশপরাম্পরাগত অর্থাৎ পিতৃপিতামহাদি হইতে যে মেহ জন্মিয়াছে, তাহা প্রশমিত হয় না।

## প্রমেহরোগের পীড়কা।

প্রমেহরোগে মস্তক, কোষ এবং শরীরস্থ মাংসপ্রধান স্থানে যে ব্রণ জন্মে, তাহাকেই পীড়কা কহে। প্রমেহ রোগের পীড়কা দশ প্রকার; যথা,—শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিনী, বিদারিকা ও বিদ্রধি।

যে পীড়কার বেষ্টন শরীরে ন্যায় উচ্চ ও মধ্যভাগ নিম্ন, তাহার নাম শরাবিকা। কচ্ছপিকা কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় উন্নত এবং দাহ-বিশিষ্ট। যে পীড়কায় জ্বালা বিদ্যমান থাকে এবং যাহা মাংসাচ্ছাদিত হইয়া উত্থিত হয়, তাহার নাম জালিনী। যে পীড়কা উদরে ও পৃষ্ঠ-দেশে জন্মে, যাহা কৃষ্ণবর্ণ, যাহাতে অত্যন্ত বেদনা হয়, তাহার নাম বিনতা। যে পীড়কা ফোড়ার ন্যায় বৃহৎ এবং শুক্ল অথবা শোণিত-বর্ণ, তাহার নাম অলজী। মসূরের ন্যায় বর্ণ ও আকারবিশিষ্ট পীড়কাকে মসূরিকা কহে। সর্ষপবৎ বর্ণাদিবিশিষ্ট পীড়কাই সর্ষপিকা। [redacted] না, কিন্তু অনেক স্থান ব্যাপিয়া উত্থিত [redacted] ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও কঠিন পীড়কাকে বিদারিকা কহে। বিদ্রধি রোগের লক্ষণাদিবিশিষ্ট পীড়কার নামও বিদ্রধি।

মন্দাগ্নিবান্ ব্যক্তির গুহ্য, বক্ষঃ ও স্কন্ধে পীড়কা হইলে এবং তৃষ্ণাদি উপদ্রব ঘটিলে তাহা অসাধ্য।

---

## মধুমেহ।

উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা না করিলেই প্রমেহ রোগের মূত্র মধুর ন্যায় মিষ্ট হয়; এই জন্য সকল মেহকেই মধুমেহ বলা যায়।

---

## মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ।

পুনঃপুনঃ আহার, অজীর্ণ, অধিক মৈথুন, সজল দেশজাত পশুর মাংসভক্ষণ, মদ্যপান, অধিক ব্যায়াম ও তীক্ষ্ণ ঔষধ ও রুক্ষ বস্তু সেবন করিলেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগে অতিক্লেশে মূত্র নির্গত হয় বলিয়াই ইহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ কহে। এই রোগ আট প্রকার; যথা,—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শৈল্যজ, পুরীষজ, অশ্মরীজ ও শর্করাজ।

---

## মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ।

পুনঃপুনঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গম, বস্তি, বঙ্ক্ষণ ও মেঢ্রে বেদনা, এই সকল বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ। মূত্রের রক্তসংযুক্ত পীতবর্ণতা এবং বস্তিদাহ ও বস্তিবেদনা পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্র পিচ্ছিল হয় এবং বস্তি ও লিঙ্গে শোথ জন্মে। সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে উক্ত ত্রিবিধ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মূত্রবাহী স্রোতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে অথবা অস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত হইলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, তাহাকে শৈল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র বলে। বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের যে সকল লক্ষণ, ইহাতেও সেই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। মূত্রপুরীষের বেগধারণ করিলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মায়, তাহার নাম পুরীষজ; উদরস্ফীতি মূত্রসঙ্কোচ ও বাতশূল ইহার লক্ষণ। মূত্রাশয়ে পাথরি জন্মিলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র হয়, তাহার নাম অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্র। মূত্রসহ রেতস্খলন, 'জ্বর' ও মূত্রাশয়ের বেদনাই ইহার লক্ষণ। অশ্মরীগুঁড়িকা-দ্বারা যে মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন হয় তাহাকে শর্করাজ মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। দেহ-কম্পন, উদরস্ফীতি, মন্দাগ্নি, মোহ, মূত্রত্যাগসময়ে ক্লেশ, বক্ষবেদনা, এই সকল এই রোগের লক্ষণ। এই রোগে মূত্রত্যাগের সময় অশ্মরী গুঁড়িকা নির্গত হয়, উহা নির্গত হইলে রোগী কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য বোধ

করে, কিন্তু তৎপরে পুনরায় ঐ গুড়িকা সঞ্চিত হইয়া মূত্রপথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে। সুখে মূত্র বহির্গত হয় না, এমন কি প্রস্রাব করিবার সময় রোগী অজ্ঞান হইয়াও পড়ে।

---

## অশ্মরী (পাথরি) রোগ।

বায়ু মূত্রাশয়স্থ শুক্র, মূত্র এবং পিত্ত ও কফ শোষণ করিলেই পাথরি রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে মূত্রাশয় স্ফীত হয় এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বেদনা জন্মে, মূত্রে ছাগগন্ধ অনুভূত হয় এবং অতিকষ্টে মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। জ্বর ও অরুচিও হইতে দেখা যায়। পাথরি চারিপ্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ।

---

## অশ্মরীর সামান্য লক্ষণ।

নাভি, লিঙ্গ ও মূত্রাশয়ে বেদনা, ধীরে ধীরে অল্প অল্প মূত্রনির্গম, [redacted] অশ্মরীর সাধারণ লক্ষণ।

---

## অশ্মরীর অসাধ্য কথন।

শুক্রজ অশ্মরী ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় অশ্মরীই কফপ্রধান, সুতরাং অশ্মরী জন্মিবামাত্র চিকিৎসা না করিলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বালকদিগের অশ্মরী সহজে কাটিয়া বাহির করা যায়, সুতরাং উহা সাধ্য। অণ্ডকোষে শোথ, মূত্রবন্ধ, বেদনা, নাভিশোথ এই সকল উপদ্রব হইলে অশ্মরী অসাধ্য।

---

## শর্করা রোগ।

পাথরি জন্মিলে যদি কোষ ও লিঙ্গের মধ্যস্থানে টেপা যায়, তাহা হইলে পাথরি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হয়, উহারই নাম শর্করা রোগ। বায়ু

কুপিত না থাকিলে ঐ শর্করা মূত্রের সহিত নিষ্ক্রান্ত হয়, কিন্তু বায়ু কুপিত থাকিলে বহির্গত হয় না, সুতরাং মধ্যগত থাকিয়া বিবিধ অনিষ্ট জন্মায়। শর্করাক্রান্ত রোগী অচিরে কালগ্রাসে পতিত হয়।

---

## মূত্রাঘাত রোগ।

মূত্রপুরীষের বেগ রোধ করিলে বাতাদি প্রকুপিত হইয়া মূত্রাঘাত জন্মায়। মূত্রাঘাত ত্রয়োদশপ্রকার, বাতকুণ্ডলিকা, অষ্ঠীলা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত, মূত্রজঠর, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্র, উষ্ণবাত, মূত্রসাদ, বিড়্বিঘাত ও বস্তিকুণ্ডল।

ঐ সকল মূত্রাঘাত পিত্তজন্য হইলে মূত্রাশয়ে বেদনা ও জ্বালা হয় এবং মূত্রের বর্ণ বিবিধপ্রকার দৃষ্ট হয় এবং কফজন্য হইলে শরীর শোথযুক্ত, গুরু এবং মূত্র ঘন ও শুক্লবর্ণ হয়।

এই রোগে যদি বস্তিমুখের ছিদ্র কফদ্বারা সংরুদ্ধ হইয়া যায় এবং পিত্তের প্রবলতা থাকে, তাহা হইলে তাহা চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য হয় না।

---

## হৃদ্রোগ।

অধিক ব্যায়াম, বারবার আহার, উষ্ণ, কষায়, তিক্ত, গুরু দ্রব্য ভোজন, চিন্তা ও মূত্রপুরীষের রোগসম্বরণ এই সকল কারণে হৃদ্রোগ জন্মে। এই রোগে হৃদয়ে নানাপ্রকার বেদনা হয় বলিয়াই ইহাকে হৃদ্রোগ বলে। ইহা পঞ্চবিধ,—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও ক্রিমিজ। বাতিকহৃদ্রোগে হৃদয়ে নানাপ্রকার বেদনা। পৈত্তিকহৃদ্রোগে দাহ ও তৃষ্ণা, হৃদয়ক্লান্তি, মোহ, স্বেদ, মুখের শুষ্কতা শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে মন্দাগ্নি, অরুচি, কফস্রাব, দেহের গুরুত্ব, এবং সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে

উল্লিখিত ত্রিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। বমি, বমি ইচ্ছা, নয়নের শ্যাব-বর্ণতা, শোথ, বক্ষঃস্থলে নানারূপ বেদনা ও অন্ধকার দর্শন, এই সমস্ত ক্রিমিজ হৃদ্রোগের লক্ষণ।

---

## গুল্মরোগ।

অনিয়মিত আহার ও অধিক পরিশ্রম করিলে বাতাদি দোষত্রয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাশয়ে প্রবেশপূর্ব্বক হৃদয়, নাভি, মূত্রাশয় ও উভয় পার্শ্বে গ্রন্থিবৎ গুল্ম জন্মায়। গুল্ম পাঁচ প্রকার; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজনিত।

---

## গুল্মজন্মিবার পূর্ব্বরূপ।

গুল্ম জন্মিবার অগ্রে উদরমধ্যে নানাবিধ শব্দ হয়, কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, অরুচি জন্মে, পুনঃপুনঃ উদ্গার উঠে ও মন্দাগ্নি জন্মে।

---

## গুল্মের সামান্য লক্ষণ।

মূত্রকৃচ্ছ্র, কোষ্ঠের কঠিনতা, উদরে বিবিধ শব্দ, অরুচি, এই সকল গুল্মের সাধারণ লক্ষণ।

ঝাল, টক, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, সুরাপান, রৌদ্র-সেবন প্রভৃতি কারণে পৈত্তিক গুল্ম; শীতল, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, পরিশ্রমত্যাগ, অনিয়মিত আহার, এই সকল কারণে শ্লৈষ্মিক ও সান্নি-পাতিক গুল্ম; রুক্ষদ্রব্য ভোজন, অন্যায় পরিশ্রম, মলমূত্ররোধ, শোক ও উপবাস প্রভৃতি কারণে বাতিক গুল্ম জন্মে। বায়ু কুপিত হইয়া নবপ্র-সূতা নারীর অথবা অসম্পূর্ণ গর্ভাবস্থায় যাহার গর্ভপাত হইয়াছে, সে

ঋতুকালে অহিতকর বস্তু ভোজন করিলে তাহার শোণিতাশ্রয় করিয়া গুল্ম জন্মায়।

এতদ্ভিন্ন তিনপ্রকার ত্রিদোষজ গুল্ম আছে। অর্থাৎ বাতপিত্ত, বাত-শ্লেষ্ম ও পিত্তশ্লেষ্ম।

গুল্ম ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে সমস্ত উদর ব্যাপ্ত করে এবং রসমাংসাদি ধাতু অবশেষে শিরা আশ্রয় করে, ক্রমে রোগী ক্ষীণ, জরকাশাদি যুক্ত ও অরুচিবান্ হয়; সুতরাং তাহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়।

---

## শূলরোগ।

শূল অষ্টবিধ;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক পিত্তশ্লৈষ্মিক, ত্রিদোষজ ও আমজ।

---

## শূলের কারণ ও লক্ষণ।

পরিশ্রম, গজতুরগাদি আরোহণ, অতিরিক্ত মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত শীতল জলপান, মুগ, কলায়, অরহর প্রভৃতি ভক্ষণ, অজীর্ণ অবস্থায় আহার, অপক্ক তণ্ডুলের অন্নভোজন, অতিরিক্ত তিক্তকষা-য়াদি দ্রব্য সেবন, শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক শাক ভক্ষণ, মূত্র, পুরীষ ও রেত প্রভৃতির সম্বরণ, উপবাস, শোক, উচ্চৈঃস্বরে বাক্যপ্রয়োগ, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, এই সকল কারণে বায়ু দূষিত হইয়া বক্ষঃ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, মেরুদণ্ডের নিম্ন ও মূত্রাশয় এই সকল স্থানে বেদনা উৎপাদন করে। ইহাকেই বাতজনিত শূল কহে। বর্ষাকালে, সন্ধ্যার সময়ে, মেঘদর্শনে, শীতল দ্রব্য ভক্ষণে এবং আহারীয় বস্তু পরিপাক প্রাপ্ত হইলে সেই সময় এই শূল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই শূল কোন সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,

কখন বা হ্রাস হইয়া থাকে, মল ও বায়ু বদ্ধ হয়, সূচীবেধবৎ বেদনা জন্মে। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে এবং তৈলাদি মালিশ করিলে ইহার শান্তি হইয়া থাকে।

পৈত্তিক শূলরোগে তৃষ্ণা, জ্বালা, স্বেদ, ভ্রমি, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে, নিশীথকালে, শরৎকালে, শীতঋতুতে ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত মৈথুন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, রৌদ্র সেবন, অগ্নি সেবন, সুরাপান, ক্রোধ, তীক্ষ্ণ উষ্ণ অম্ল ক্ষার ও শুক দ্রব্য ভোজন, শিম ও কুলথ্য কলায়ের যুষ ভক্ষণ এই সকল কারণে পিত্তদূষিত হইয়া নাভিপ্রদেশে এই রোগ উৎপাদন করে।

কাস, অরুচি, ক্ষীণতা, শরীরের গুরুত্ব, লালাস্রাব, বমনোদ্বেগ, এই সকল শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ। ভোজনান্তে এই বেদনার বৃদ্ধি হয়, সূর্য্য সমুদিত হইলে, শিশির কালে ও বসন্ত কালেও ইহা প্রবল হইয়া থাকে। কচ্ছপমাংস ও সম্বুকমাংস ভক্ষণ, ছাগমাংস ভক্ষণ, ইক্ষু ও পিষ্টকাদি ভোজন এবং দুগ্ধজনিত দ্রব্য ভক্ষণদ্বারা কফ কুপিত হইয়া আমাশয়ে এই বেদনার উৎপত্তি করে।

ত্রিদোষজ শূলে উপরোক্ত ত্রিবিধ শূলেরই লক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে। এই শূল অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং ইহা চিকিৎসায় অসাধ্য জানিবে।

আমজ শূলে শ্লৈষ্মিক শূলের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়, বিশেষতঃ দেহের গুরুত্ব, উদরমধ্যে অস্ফুট শব্দ, বমি, মূত্রপুরীষরোধ ও শ্লেষ্মা-স্রাব এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং শরীর আর্দ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিতের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে।

বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে বেদনাই বায়ুশ্লেষ্মজনিত শূলরোগের লক্ষণ

উদর, বক্ষঃ ও নাভিতে বেদনা, ইহা পিত্তশ্লৈষ্মিক শূলের এবং উদরের জ্বালা ও জ্বর বাতপৈত্তিক শূলের লক্ষণ।

## শূলরোগের সাধ্যাসাধ্য কথন।

একদোষজনিত শূল চিকিৎসায় প্রশমিত হয়। দ্বিদোষজাত শূল আরোগ্য হয় না বটে, কিন্তু যাপ্য থাকে। ত্রিদোষজ শূল উপদ্রব-বিশিষ্ট হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য।

## পরিণামশূল।

শূল রোগের উৎপত্তির যে সকল কারণ কথিত হইয়াছে, সেই সেই কারণে বায়ু কুপিত হইয়া কফ ও পিত্তাশয়ে প্রবেশ করিলে ত্রিদোষ একত্র হইয়া যে বেদনা জন্মায়, তাহাকেই পরিণামশূল কহে। আহারীর দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইবার কালেই উদরে এই বেদনা হইয়া থাকে।

## পরিণামশূলের লক্ষণ।

উদরে গুর্ গুর্ শব্দ, উদরস্ফীতি, মূত্রপুরীষরোধ, কম্প এই সকল বাতিক পরিণামশূলের লক্ষণ। স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য সেবন করিলে এই শূলে স্বাস্থ্যবোধ হইয়া থাকে।

তৃষ্ণা, সন্তাপ, স্বেদ, মনের অবসাদ, এই সকল পৈত্তিক পরিণাম-শূলের লক্ষণ। ঝাল অম্ল ও লবণাক্ত বস্তু সেবনে এই রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শীতবীর্য্য দ্রব্যে ইহার লাঘব হয়।

মূর্চ্ছা, বমি, বমনোদ্বেগ, এই সকল শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলের লক্ষণ। ঝাল ও তিক্তদ্রব্য সেবন দ্বারা এই বেদনার লাঘব হয়।

বায়ুপিত্তজ পরিণামশূলে বায়ুজনিত ও পৈত্তিক শূলের লক্ষণ, বাতশ্লেষ্মজনিত পরিণামশূলে বাতিক ও শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ, পিত্ত শ্লেষ্মজনিত পরিণামশূলে পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ এবং ত্রিদোষজ পরিণামশূলে বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

---

## পরিণামশূলের অসাধ্যকথন।

যে ব্যক্তি কৃশ, বলবান ও মন্দাগ্নিবান, তাহার ত্রিদোষজনা পরিণামশূল জন্মিলে তাহা চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না।

---

## অন্নদ্রবশূল।

আহারীর বস্তু জীর্ণ হইলে, কিম্বা পরিপাক হইবার সময় অথবা পরিপাক না হইলে যে শূল জন্মে, তাহাকে অন্নদ্রবশূল কহে। কি হিতকারী দ্রব্যদ্বারা, কি অহিতকারী দ্রব্যদ্বারা কি আহার দ্বারা, কি উপবাসদ্বারা, কিছুতেই এই শূল নিবারিত হয় না। এই শূলে বমি হইলে যদি তাহার সহিত পিত্ত উঠিয়া যায়, তাহা হইলে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

---

## উদাবর্ত্ত রোগ।

বায়ুনিঃসরণ, মূত্র, পুরীষ, জৃম্ভা, অশ্রু, হাঁচি, উদ্গার, বমন, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দীর্ঘনিশ্বাস ও নিদ্রা এই কয়েকটী রোধ করিলেই উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে।

## উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

বায়ুনিঃসরণরোধজনিত উদাবর্ত্তে বায়ুর বদ্ধতা, মূত্রপুরীষরোধ, উদরস্ফীতি, দেহের ক্ষীণতা ও বেদনা এবং উদরে বিবিধ রোগ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরোবেদনা, লিঙ্গে ও মূত্রাশয়ে বেদনা, কুচকিতে বেদনা এই সকল মূত্ররোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

উদরে গুর্ গুর্ শব্দ ও বিবিধ বেদনা, মলরোধ, হিক্কা, শ্বাস, মুখদ্বারা মলনির্গম, পুরীষরোধজনিত উদাবর্ত্তে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

হাঁই রোধ করিলে যে উদাবর্ত্ত জন্মে, তাহাকে জৃম্ভারোধজনিত উদাবর্ত্ত কহে। গলনলীরোধ, মস্তকের পীড়া, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, এই সকলই ইহার লক্ষণ।

হর্ষেই হউক, আর দুঃখেই হউক, চক্ষে অশ্রু বিনির্গত হইয়া থাকে, সেই অশ্রুরোধ করিলে উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে। এই অশ্রুরোধজনিত উদাবর্ত্তে শিরোদেশের গুরুত্ব, নেত্ররোগ ও সর্দ্দি হইয়া থাকে।

মস্তকের অর্দ্ধভাগে বেদনা, অথবা সমস্ত শিরোবেদনা, অর্দ্দিত নামা বাতরোগ ও ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, এই সকল হাঁচিরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

উদ্গাররোধজনিত উদাবর্ত্তে অস্পষ্ট কথা নিশ্বাসরোধ, সূচীবেধবৎ বেদনা, হিক্কা এবং বায়ুদ্বারা কণ্ঠদেশের ও মুখের পরিপূর্ণতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শোথ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, বমন, অরুচি, জ্বর, বীসর্প, কুষ্ঠ ও বমনেচ্ছা বমিরোধজনিত উদাবর্ত্তে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শুক্ররোধজনিত উদাবর্ত্তে মূত্রাশয়, গুহ্য ও মুষ্কে শোথ ও বেদনা মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী ও শুক্রক্ষরণ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

অরুচি, তন্দ্রা, অঙ্গবেদনা, বিনাশ্রমে শ্রমবোধ এবং দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা এই সকল ক্ষুধারোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

তৃষ্ণারোধ করিলে যে উদাবর্ত্ত জন্মে, তাহাতে মুখশুষ্কতা, কণ্ঠশোষ, শ্রুতিশক্তির হ্রাস এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা হইয়া থাকে।

অতি দুঃখাদি বোধ হইলে লোকের দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ হইয়া থাকে, যদি সেই নিশ্বাস রোধ করা যায়, তাহা হইলে উদাবর্ত্তরোগ জন্মে, ইহাকেই নিশ্বাসরোধজনিত উদাবর্ত্তরোগ কহে। এই রোগে মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ ও গুল্ম এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

জৃম্ভণ, দেহে বেদনা, নেত্র ও শিরোজাড্য ও তন্দ্রা এই সকল নিদ্রা-রোধজনিত উদাবর্ত্তের চিহ্ন।

এতদ্ভিন্ন রুক্ষ, কষায়, কটু ও তিক্ত দ্রব্য অতিরিক্ত ভক্ষণ করিলে বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠে প্রবেশ করে। তাহাতে অবিলম্বেই উদাবর্ত্ত রোগের উৎপত্তি হয়, ইহাকে বায়ুজনিত উদাবর্ত্তরোগ কহে। এই রোগে শ্বাস, কাস, কফস্রাব, তৃষ্ণা, মোহ জ্বর, হিক্কা, শিরোরোগ, মনের অস্থৈর্য্য, শ্রুতিশক্তির হ্রাস এই সকল লক্ষণ জন্মে।

---

## আনাহ রোগ।

শরীরে অপক্ক রস অথবা মল বায়ুকর্ত্তৃক বদ্ধ হইলে যদি তাহা প্রস্রাবাদিদ্বারা নির্গত না হয়, তাহা হইলেই তাহাকে আনহ রোগ কহে। আনহ দুই প্রকার; আমজনিত ও মলজনিত। দেহে অপক্ক রস সঞ্চিত হইলে যে আনাহ জন্মে, তাহাকেই আমজনিত আনাহ কহে। পিপাসা, শিরোবেদনা, আমাশয়ে বেদনা, বক্ষঃস্থলের জড়তা ও উদ্গার এই সকল আমজনিত আনাহের লক্ষণ। পক্কাশয়ের বেদনা, মূর্চ্ছা, মূত্রপুরীষরোধ, কটি ও পৃষ্ঠের জড়তা, মলজনিত আনাহে এই

সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন শোথ ও অলসক রোগে যে সকল লক্ষণ জন্মে, ইহাতেও সেই সেই লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

---

## মূর্চ্ছা, ভ্রম, নিদ্রা ও সন্যাসরোগ।

ক্ষীণ ব্যক্তি বিরুদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিলে, মূত্রপুরীষের বেগ সম্বরণ করিলে, অথবা লগুড়াদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে বাতাদি দোষ তাহার নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে অথবা মনোবহ স্রোতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই সেই ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হয়, ইহাকেই মূর্চ্ছারোগ কহে। ইহার অপর নাম মোহ। মোহ ছয়প্রকার;—বাতজনিত, পিত্তজনিত, শ্লৈষ্মিক, রক্তজনিত, সুরাপানজনিত ও বিষভক্ষণজনিত।

---

## মূর্চ্ছারোগের পূর্ব্বাবস্থা।

মূর্চ্ছারোগ জন্মিবার পূর্ব্বে হাঁই, দেহের জাড্য, গ্লানি, বক্ষঃস্থলের বেদনা, জ্ঞানের হ্রাস এই সকল চিহ্ন দেখা যায়।

---

## মূর্চ্ছারোগের লক্ষণ।

যে ব্যক্তি বাতিক মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হয়, সে গগনমণ্ডল নীল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ দর্শন করে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, আবার অচিরেই সংজ্ঞালাভ করে। কখন কখন এই রোগে অঙ্গবেদনা, বক্ষবেদনা, কম্পন এই সকল লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু এই সকল লক্ষণ হইলে রোগীর দেহ ক্ষীণ, শ্যাববর্ণ অথবা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি পৈত্তিক মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হয়, সে ব্যক্তি গগনমণ্ডল শোণিতবর্ণ অথবা পীতবর্ণ দর্শন করে এবং দেখিতে দেখিতে তাহার

নেত্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আইসে, অমনি সে ভূতলে পতিত হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে ঘর্ম্ম হইয়া চেতনা লাভ করে। তৃষ্ণা, সন্তাপ, নেত্রের রক্ততা বা পীতবর্ণতা, কোষ্ঠপরিষ্কার এবং দেহের পীড়তা এই সকলই এই মূর্চ্ছার লক্ষণ।

যে ব্যক্তি শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হয়, গগনমণ্ডল তাহার নিকট মেঘসদৃশ অথবা মেঘ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়, এবং দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই মূর্চ্ছায় বহুবিলম্বে চেতনালাভ হয়। এই রোগে রোগীর মুখ হইতে লালা বিনির্গত হয় এবং বিবমিষা জন্মে। আর রোগীর দেহ সিক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়। ত্রিদোষজ মূর্চ্ছায় উপরোক্ত ত্রিবিধ মূর্চ্ছারই লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে এবং অপস্মার রোগে যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহাতেও সেই সেই লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু ফেনবমন, দন্তঘর্ষণ প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয় না।

যে ব্যক্তির দেহে ভূমিগুণের আধিক্য আছে, শোণিতের গন্ধে সে মূর্চ্ছিত হয়, ইহার কারণ এই যে, পৃথিবী ও জল এই উভয়েতে তমোগুণ অধিক আছে; সুতরাং ভূমি ও জল হইতে উৎপন্ন রক্তেও তমোগুণ অধিকপরিমাণে বিদ্যমান আছে, এই কারণেই শোণিতের গন্ধে ভূমিগুণাধিক্য ব্যক্তি মোহিভূত হইয়া থাকে, এই মূর্চ্ছাকেই রক্তজনিত মূর্চ্ছা কহে। দেহের অবসাদ, দর্শনশক্তির অল্পতা, ইহাই এই মূর্চ্ছার লক্ষণ।

বিষপানে যে মূর্চ্ছা হয়, তাহাকে বিষজনিত মূর্চ্ছা এবং সুরাপানে যে মূর্চ্ছা জন্মে, তাহাকে মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছা কহে। বিষপানজনিত মূর্চ্ছায় কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা ও অন্ধকার দর্শন এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছায় রোগীর অন্তঃকরণশক্তি বিকৃতি প্রাপ্ত হয় ও ভ্রান্তচিত্ত হইয়া নানাবিধ প্রলাপবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে। এবং

বিবিধরূপে অঙ্গচালনা করিতে করিতে ভূপতিত হয়। মদ্য জীর্ণ হইলে সেই ব্যক্তি পুনরায় চেতনালাভ করে।

---

## ভ্রমরোগাদিকথন।

বাতপিত্তের ও রজোগুণের আধিক্যবশতঃ যে অজ্ঞানতা জন্মে, তাহাকেই ভ্রম রোগ কহে। এই রোগে রোগীকে চক্রের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে ভূতলে পতিত হইতে হয়, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইবার শক্তি থাকে না।

বাতশ্লেষ্মা ও তমোগুণ সংবর্দ্ধিত হইয়া তন্দ্রা এবং শ্লেষ্মা ও তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া নিদ্রা রোগ উৎপাদন করে। তন্দ্রারোগীর চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বাহেন্দ্রিয় নিষ্কর্ম্মা হয় এবং নিদ্রাতুরের ন্যায় আলস্য জন্মে।

যে রোগে বাতাদি দোষসকল প্রাণস্থান অবলম্বন করিয়া বাহেন্দ্রিয়ের শক্তি বিনষ্ট করে এবং রোগী মৃতবৎ হইয়া ভূতলশায়ী হয়, তাহাকেই সন্ন্যাস রোগ কহে। রোগ জন্মিবামাত্র ঔষধপ্রয়োগ না করিলে এই রোগে রোগীকে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

---

## মদাত্যয়াদি রোগ।

বিষে যে সকল গুণ বিদ্যমান আছে, মদ্যেতেও সেই সকল গুণ আছে, সুতরাং পরিমাণরূপে সুরাপান না করিলে ভীষণ মদাত্যয় রোগের উৎপত্তি হয়।

অন্নপানাদি দ্বারা মনুষ্যের যেরূপ উপকার হয়, সুরাপানদ্বারাও তদ্রূপ উপকারিতালাভ হইয়া থাকে, কিন্তু পরিমিতরূপে ব্যবহৃত না হইলেই উৎকট রোগ জন্মে, অমৃত যেরূপ ফলপ্রদ, পরিমিতরূপে সেবন করিলে সুরাও তদ্রূপ হিতকর সন্দেহ নাই। বিষ প্রাণ বিনষ্ট করে,

ইহা লোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু সেই বিষ যথাসময়ে যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে জীবন প্রদান করে, অধিকপরিমাণে সেবন করিলেই জীবন নষ্ট হয়, সেইরূপ সুরাও পরিমিতরূপে ব্যবহৃত হইলে সুফল প্রদান করিয়া থাকে। ঋতুভেদ ও বায়ুভেদ বিবেচনা করিয়া পরিমিতমাত্রায় বিবিধ বৃক্ষাবলীবিরাজিত উদ্যানে উপবিষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে যে সকল দ্রব্য সুরার বিপরীতগুণবিশিষ্ট, তাহার সহিত সুরাপান করিলে মহৎ উপকার দর্শে। মাংস ও স্নিগ্ধ দ্রব্যের সহিত মদ্যপান করিলে পরমায়ু ও বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, দেহ অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করে ও মন প্রফুল্ল হয়। প্রথম মাত্রায় সুরাপান করিলে বুদ্ধি, স্মৃতি, তুষ্টি, নিদ্রা, ক্ষুধা ও রতিশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং অধ্যয়ন ও সঙ্গিত শক্তি জন্মে। দ্বিতীয়মাত্রায় মদ্যপান করিলে বুদ্ধির হ্রাস হয়, স্মৃতি বিলুপ্ত হয়, বাক্‌শক্তি থাকে না এবং উন্মত্তের ন্যায় অযথোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিবা থাকে। তৃতীয়মাত্রায় মদ্যপান করিলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, অগম্যাগমনে অভিলাষ হয়, অভক্ষ্য ভোজনে প্রবৃত্তি জন্মে এবং গুপ্তকথাও প্রকাশিত করিয়া ফেলে, গুরুজনকে অবমাননা করে এবং সেই মদ্যপায়ী আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি চতুর্থমাত্রায় মদ্যপান করে, সে নষ্টসংজ্ঞ হইয়া ধরাতলে নিপতিত থাকে; অতএব এরূপে মদ্যপান করা বুদ্ধিমানের কার্য্যনহে। মাংসাদি বা স্নিগ্ধ দ্রব্যের সহিত সুরা সেবন না করিলে প্রতিদিন একমাত্রা পান করিলেও ভীষণ রোগ উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে ক্রমে দেহ ক্ষীণ হইতে থাকে।

যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত, ভীত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, শোকার্ত্ত ও লগুড়াদিদ্বারা আহত হইয়া মদ্যপান করে, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত জলপান করিয়া তৎক্ষণাৎ সুরাসেবন করে অথবা যেব্যক্তি ভোজনের তৎপরক্ষণেই মদ্যপান করে, যে ব্যক্তি রৌদ্রাদিতে সন্তপ্ত হইয়া অথবা যে ব্যক্তি দুর্ব্বলাব-

হাতে সুরাপান করে, তাহাকে পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রম প্রভৃতি ভীষণ দেহনাশক রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

---

## মদাত্যয় রোগের লক্ষণ।

প্রলাপ, অনিদ্রা, শ্বাস, হিক্কা, শিরঃকম্পন, পার্শ্ববেদনা, এই সকল বাতজন্য মদাত্যয়ের লক্ষণ। তৃষ্ণা, গাত্রদাহ, স্বেদ মূর্চ্ছা, ভ্রমি ও অতীসার এই সকল লক্ষণ পিত্তজনিত মদাত্যয়ে দৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি শ্লেষ্মজনিত মদাত্যয়ে আক্রান্ত হয়, সেই বমি করে, কখন বা বমির ইচ্ছা হয়, কিন্তু বমি হয় না এবং অরুচি, তন্দ্রা, দেহের গুরুত্ব ও সিক্ততা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ত্রিদোষজনিত মদাত্যয়ে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ মদাত্যয়েরই লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

## পরমদরোগ।

পরমদ রোগে তৃষ্ণা, অরুচি, তন্দ্রা, শিরোবেদনা, মলমূত্র রোধ ও দেহের গুরুত্ব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগীর নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা ক্ষরিত হইয়া থাকে।

---

## পানাজীর্ণরোগ।

উদরস্ফীতি, দেহসন্তাপ, উদ্গার, এই সকল পানাজীর্ণ রোগের লক্ষণ। এই রোগে মুখে মদের অংশই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

---

## পানবিভ্রমরোগ।

নাসা হইতে শ্লেষ্মক্ষরণ, বক্ষে ও অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, বমি, মোহ, জ্বর, শিরোবেদনা, দেহসন্তাপ এই সকল পানবিভ্রমরোগের

লক্ষণ। কণ্ঠ হইতে ধুম নির্গত হইলে যেরূপ বোধ হয়, এই রোগেও সেইরূপ অনুভূত হইয়া থাকে। এই রোগে রোগীর সুরাপানে অনভিলাষ জন্মে।

---

## পানাত্যয়াদির অসাধ্যকথন

পানাত্যয় ও পরমদ প্রভৃতি রোগে যদি রোগীর অধর লম্বিত হইয়া পড়ে এবং রোগীর দেহের অভ্যন্তরে দাহ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু বাহে শীতল বোধ হয়, তাহা হইলে সেই রোগ সাধ্যাতীত জানিবে। যাহার জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্ত নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং চক্ষু গাঢ় লোহিতবর্ণ ধারণ করে, সেই রোগীকেও অচিরে জীবন বিসর্জন করিতে হয়।

---

## উন্মাদরোগ।

বায়ুপিত্তাদি দোষসকল কুপথগামী হইয়া মনোবহ ধমনীতে প্রবেশ করিলেই মনের ভ্রান্তি জন্মে, তাহাকেই উন্মাদ রোগ কহে। এই রোগের তরুণাবস্থায় ইহাকেই মদরোগ বলিয়া থাকে, উন্মাদ ষড়্‌বিধ, বাত্তিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ত্রিদোষজ শোকজ ও বিষজ, এতদ্ভিন্ন ভূত, যক্ষ, দেবগ্রহ, অসুর, রাক্ষস, পিতৃগ্রহ, সর্পগ্রহ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, প্রভৃতির আক্রমণেও উন্মাদ রোগ জন্মে। পূর্ণিমাতে দেবগ্রহ, সন্ধ্যাকালে অসুরগ্রহ, অষ্টমীতে গন্ধর্ব্বগ্রহ, প্রতিপদে যক্ষগ্রহ, অমাবস্যাতে পিতৃগ্রহ, পঞ্চমীতে সর্পগ্রহ এবং রজনীযোগে রাক্ষস গ্রহ মনুষ্যকে আক্রমণ করে। ইহারা অলক্ষিতভাবে মানবশরীরে প্রবিষ্ট হয়। ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যেরূপ দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রবেশ করে, দেহমধ্যে শীতোষ্ণতাদি প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ উহারাও মানবদেহে অদৃশ্যভাবে প্রবিষ্ট হয়।

## উন্মাদরোগের কারণ।

বিষযুক্ত দ্রব্য, অপবিত্র দ্রব্য ও বিরুদ্ধ বস্তু ভোজন, দেবতা বা গুরুজনের অবমাননা, ভয়েই হউক্ অথবা আনন্দেই হউক্ মনের অধৈর্য্য, বলিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ ও চিন্তা এই সকল কারণে বাতাদি দোষসকল কুপিত হইয়া মনুষ্যের হৃৎপিণ্ড ও বুদ্ধিস্থান দূষিত করিয়া ফেলে এবং মনোবহ স্রোতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই অন্তঃকরণের বিকৃতি জন্মে।

---

## উন্মাদের সামান্য লক্ষণ।

ইতস্ততঃ দর্শন, মনের অধৈর্য্য, ভ্রান্তি, চকিতভাব, অনর্থক বৃথা অসম্বদ্ধ বাক্যালাপ ও বক্ষঃস্থলের শূন্যতা এই সকল উন্মাদ রোগের সামান্য লক্ষণ।

---

## উন্মাদের অসাধ্যকথন।

যে উন্মাদরোগী নিরন্তর নিম্নদিকে অথবা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, যে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হয় এবং দিনরাত্রে যে নিদ্রা যায় না, তাহার রোগ অসাধ্য।

---

## অপস্মাররোগ।

যে রোগে বায়ু পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া মানবগণের স্মৃতিলোপ করে এবং মুখ হইতে জলস্রাব হয়, তাহাকে অপস্মার রোগ কহে। অপস্মার চতুর্ব্বিধ, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক।

---

## অপস্মার উৎপত্তির পূর্ব্বরূপ।

অপস্মার উৎপন্ন হইবার অগ্রে নিদ্রানাশ হয়, কখন ইন্দ্রিয়শক্তি

বিলুপ্ত হয়, কখন বা মন বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, হাই উঠিতে থাকে, ঘর্ম্ম হয়, হৃদয় বিকম্পিত হইয়া থাকে এবং হৃদয় শূন্য বলিয়া বোধ হয়।

## অপস্মারের সামান্য লক্ষণ।

যে ব্যক্তি অপস্মার রোগে আক্রান্ত হয়, সে জ্ঞানশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ করচরণাদি বিক্ষেপ করিতে থাকে এবং তাহার মুখ হইতে ফেন বহির্গত হয়।

## অপস্মারের অসাধ্যকথন।

অপস্মার রোগ জন্মিলে ঔষধাদিদ্বারা তাহার প্রতীকার না করিলে যদি সেই রোগ পুরাতন হয়, তাহা হইলে আর তাহার শান্তির উপায় থাকে না। আর এই রোগ যদি বহুলক্রান্ত হয়, তাহা হইলেও অসাধ্য জানিবে। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, তাহার অপস্মার রোগ জন্মিলে সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

## উদররোগ।

বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিলে, অতিরিক্ত আহার করিলে এবং অগ্নিমান্দ্য হইলে বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া জলবাহী শিরাসকল অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং প্রাণবায়ু অপান বায়ু ও অগ্নি দূষিত করিয়া উদররোগ উৎপাদন করে। এই রোগ আট প্রকার; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, প্লীহোদর, বদ্ধোদর, ক্ষতোদর ও জলোদর। বায়ু কুপিত হইয়া যে উদররোগ জন্মায়, তাহার নাম বাতিকোদর, পিত্ত কুপিত হইয়া ঐ রোগ উৎপাদন করিলে পৈত্তিকোদর, শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া জন্মাইলে কফোদর এবং ত্রিদোষ কুপিত হইয়া যে উদররোগ জন্মায়, তাহাকে সান্নিপাতিক উদররোগ কহে। প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া

যে উদররোগ জন্মায়, তাহার নাম প্লীহোদর, অন্ত্রপথ রুদ্ধ হইলে মল অন্ত্রমধ্যে একত্রিত হইয়া যে উদররোগ উৎপাদন করে, তাহাকে বদ্ধোদর কহে; ভুক্ত দ্রব্যের সহিত কণ্টকাদি অন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া সেই কণ্টকাদি দ্বারা অথবা অন্য কোন কারণে অন্ত্র ক্ষত হইলে যে উদররোগ জন্মে, তাহার নাম ক্ষতোদর। জলবাহী ধমনীসকল ঘৃতাদি দ্বারা অবলিপ্ত হইলে মলদ্বার দিয়া জলস্রাব হইয়া উদররোগের উৎপত্তি হয়, ইহাকেই জলোদর রোগ কহে।

---

## উদররোগের সামান্য লক্ষণ।

মন্দাগ্নি, তন্দ্রা, সন্তাপ, দৌর্ব্বল্য, শোথ, দেহাবসাদ, উদরস্ফীতি, মূত্রও বায়ুনিঃসরণরোধ, এই সকল উদররোগের সাধারণ লক্ষণ।

---

## উদররোগের অসাধ্যাদিকথন।

উদররোগ উৎপন্ন হইবামাত্র শীঘ্র ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে কষ্টে আরোগ্য হইয়া থাকে। প্রায় অধিকাংশ উদররোগ পঞ্চদশ দিবসের অতিরিক্ত হইলে অসাধ্য হইয়া উঠে।

---

## শোথরোগ।

বায়ু দূষিত হইয়া রক্ত, পিত্ত ও কফকে বহিস্থিত ধমনীতে লইয়া যায়, পরে তাহাদিগের দ্বারা বায়ুর গতি রুদ্ধ হইলেই দেহের যে কোন স্থানেই হউক, চর্ম্ম ও মাংস আশ্রয় করিয়া রক্তপিত্ত ও কফের সহিত উন্নত হইয়া উঠে; ইহাকেই শোথরোগ বলা যায়। যে ব্যক্তি কোন রোগদ্বারা অথবা উপবাসদ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছে, সে যদি ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও গুরুপাক দ্রব্য এবং শাক দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করে, তাহা

হইলে সে শোথরোগে আক্রান্ত হয়। এতদ্ভিন্ন অর্শ, পরিশ্রমত্যাগ, অপক্ক গর্ভপাত, বিরেচকাদি ঔষধ ভক্ষণপূর্ব্বক বিরেচন না হওয়া, মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া, বিষভক্ষণ, এই সকল কারণেও শোথ রোগ জন্মে। শোথ নয় প্রকার;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজনিত ও বিষজনিত।

---

## শোথ জন্মিবার পূর্ব্বরূপ।

শোথ উৎপন্ন হইবার অগ্রে শরীর উষ্ণবোধ হয় এবং শিরা প্রসারণ করিলে যেরূপ কষ্ট বোধ হয় তদ্রূপ যাতনা বোধ হইতে থাকে।

---

## শোথের সামান্য লক্ষণ।

শরীরের বৈবর্ণ্য ও গুরুত্ব, শিরার সূক্ষ্মতা, রোমাঞ্চ, এই সকল শোথ রোগের সাধারণ লক্ষণ।

---

## শোথের উপদ্রবকথন।

তৃষ্ণা, শ্বাস, বমি, দৌর্ব্বল্য, জ্বর, অরুচি এই সকল শোথরোগের উপদ্রব।

---

## শোথের অসাধ্যকথন।

পুরুষের পদে শোথ হইলে এবং সমস্ত উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, স্ত্রীলোকের মুখে শোথ হইলে এবং সমুদায় উপদ্রব প্রকাশ পাইলে সেই শোথ অসাধ্য। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, মুত্রাশয়ে শোথ হইলে কাহারও নিস্তার নাই। যে শোথ নূতন অথচ উপদ্রব নাই, তাহা সুসাধ্য। কুক্ষি, গলদেশ ও মর্ম্মস্থানে শোথ হইলে তাহা অসাধ্য। বৃদ্ধাবস্থায় শোথ জন্মিলে তাহা চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না।

## বৃদ্ধি ( কুরণ্ড ) রোগ।

অধোগামী বায়ু দূষিত হইয়া কুচকি হইতে অণ্ডকোষে যে শিরা গমন করিয়াছে, তাহাতে প্রবিষ্ট হয় এবং ঐ শিরাকে দূষিত করিয়া ফেলে, তাহাতেই শোথ উৎপন্ন হইয়া অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত হয়। ইহাকেই বৃদ্ধি অর্থাৎ কুরণ্ড রোগ বলে। কুরণ্ড সাতপ্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও অন্ত্রজনিত।

---

## বৃদ্ধির লক্ষণ।

বাতিক বৃদ্ধিরোগে হঠাৎ অণ্ডকোষে বেদনা জন্মে এবং বায়ুপূরিত চর্ম্মপুটক ( অর্থাৎ ভিস্তির মুষক ) স্পর্শ করিলে যেরূপ বোধ হয়, কোষ স্পর্শেও সেইরূপ অনুভূত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তির পিত্তজ কুরণ্ড জন্মে, তাহার অণ্ডকোষের বর্ণ পক্ক যজ্ঞডুম্বুরের ন্যায় দৃষ্ট হয়, কুরণ্ড পাকিয়া উঠে এবং উষ্ণত্ব, জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক কুরণ্ডে কোষ শীতল, ভারি, কঠিন ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়।

পৈত্তিক কুরণ্ডে যেরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, রক্তজ কুরণ্ডেও সেই সেই লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে এবং কুরণ্ড নীলবর্ণ স্ফোটকে পরিবেষ্টিত হয়।

মেদোজ কুরণ্ডে শ্লৈষ্মিক কুরণ্ডের যাবতীয় লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং পক্ক তালফলের ন্যায় উহার বর্ণ হইয়া থাকে।

মূত্ররোধ করিলে যে কুরণ্ড জন্মে, তাহাকে মূত্রজ কুরণ্ড কহে। এই রোগে রোগী যখন গমন করে, তখন ভিস্তির ন্যায় ঐ কুরণ্ড এ দিক্ ও দিক্ দোলায়মান হইতে থাকে এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের ন্যায় ইহাতে বেদনা উৎপন্ন হয়।

বায়ুবৃদ্ধিকর দ্রব্য ভক্ষণ, অত্যন্ত শীতল জলে স্নান, মুত্রবেগসম্বরণ বলপূর্ব্বক মলমুত্র ত্যাগের জন্য বেগপ্রদান, পথপর্য্যটন, অধিক ভার-বহন. এই সকল কারণে বায়ু দূষিত হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্র সংকুচিত করিয়া ফেলে এবং স্বস্থান হইতে উহাকে কুচকিতে লইয়া যায়, তাহাতে কুচ-কিতে গ্রন্থিবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয়। ঐ শোথের চিকিৎসা না করিলে দূষিত বায়ু ঐ গ্রন্থিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র অন্ত্রকে অণ্ডকোষে লইয়া যায়। সুতরাং কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উঠে এবং উহাতে বেদনা জন্মে। উহাকেই অন্ত্রজনিত কুরণ্ড বা অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। ঐ অন্ত্র কোষে অবস্থিতি-পূর্ব্বক থামিয়া থামিয়া ক্লেশ প্রদান করে, ঐ কোষ চাপিয়া ধরিলে অন্ত্র শব্দকরত কোষকে স্ফীত করিয়া উর্দ্ধে গমন করে, তাহাতে রোগীর অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্য বোধ হয়, কোষ ছাড়িয়া দিলে পুনর্ব্বার ঐ অন্ত্র কোষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই রোগে বাতিক কুরণ্ডের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

---

## গলগণ্ডরোগ।

গলদেশে কুরণ্ডের ন্যায় শোথকেই গলগণ্ড কহে। দূষিত বায়ু, কফ ও মেদ গলপ্রদেশের পশ্চাদ্ভাগের শিরা আশ্রয় করিলেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। গলগণ্ড এক বৎসরের অধিক হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য।

---

## গণ্ডমালারোগ।

মেদ ও কফ দূষিত হইয়া গলদেশ, স্কন্ধ, কক্ষ ও গ্রীবার পশ্চাদ্ভা-গস্থ শিরাদ্বয়ে বদরীফল বা আমলকীর ন্যায় যে বহুসংখ্যক স্ফোটক জন্মায়, তাহাকে গণ্ডমালা বলে। এই রোগ দুশ্চিকিৎস্য।

---

## অর্ব্বুদরোগ।

বাতাদি দোষ সকল রক্তমাংস আশ্রয় করিয়া দেহের স্থানে স্থানে যে গোলাকার মাংসপিণ্ড উৎপাদন করে, তাহাকে অর্ব্বুদরোগ কহে।

---

## শ্লীপদ (গোদ) রোগ।

যে শোথ কুচকিতে উৎপন্ন হইয়া পাদপর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক স্থির হয়, তাহাকেই গোদ বলে। যে গোদ উইয়ের ঢিপির ন্যায় মাংসাঙ্কুরদ্বারা বেষ্টিত, বৃহৎ এবং যাহা একবৎসরের অধিক হইয়াছে, তাহা আরোগ্য হয় না। যদিও বাতপিত্তাদি দোষের প্রত্যেকেই কুপিত হইয়া এই রোগ সৃষ্টি করে, তথাপি সর্ব্বপ্রকার গোদেই শ্লেষ্মার অংশ আছে।

---

## বাতব্যাধিরোগ।

উপবাস, শীতল ও রুক্ষদ্রব্য ভক্ষণ, অতিরিক্ত মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত বমন বা অতিরিক্ত বিরেচন, অত্যন্ত লম্ফপ্রদান, অধিক ব্যায়াম, অধিক সন্তরণ, উচ্চস্থান হইতে পতন, অধিক গাত্র সঞ্চালন, মূত্রাদির বেগরোধ, মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রবর্দ্ধিত হইয়া শূন্যগর্ভ শিরা ও ধমনীতে প্রবিষ্ট হয় এবং নানারূপ অঙ্গব্যাপী রোগ উৎপাদন করে, তাহাকেই বাতব্যাধিরোগ কহে।

---

## বাতব্যাধির লক্ষণ।

সন্ধিস্থানের সঙ্কোচ, পঙ্গুত্ব, কুব্জত্ব, খঞ্জতা, দেহশোষ, পৃষ্ঠবেদনা, শিরোবেদনা, হস্তব্যথা, নিদ্রানাশ, মস্তক বসিয়া যাওয়া, নাসিকা-চেপ্টা, হওয়া, চক্ষুর কোটর প্রবেশ, শরীরের অসারকতা, চক্ষুর ও মুখের ব্যাদানতা, মূত্রপুরীষরোধ, উদরস্ফীতি, গুল্ম, শোথ, অর্শ, দেহ

কম্পন প্রভৃতি বহুবিধ লক্ষণ এই রোগে প্রকাশ পায়। এই রোগে জিহ্বাস্তম্ভ, মুখস্তম্ভ, লালাস্রাব, বাক্‌শক্তির নাশ, চিত্রভ্রান্তি বিবিধ ভীষণ চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগ কদাচিৎ প্রশমিত হইতে দেখা যায়।

---

## বাতরক্তরোগ।

অম্ল, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও বিরুদ্ধ বস্তু ভক্ষণ, সজলদেশজাত পশুর মাংস ভোজন, শিম, শাক, মাষকলায়, মুলা, তিলকল্ক, দধি, আমানি, ঘোল, সুরা প্রভৃতি অহিতকর দ্রব্য সেবন, ক্রোধ, অধিক আহার, রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত গজতুরগাদি আরোহণ, এই সকল কারণে বায়ু ও রক্ত দূষিত হইয়া পাদে শোথ উৎপাদন করে। ইহাতে বাতের প্রাধান্য বলিয়া ইহাকে বাতরক্ত রোগ কহে। দেহকম্পন, বেদনা, অঙ্গুলীসঙ্কোচ, দেহ জাড্য, শৈত্যসেবনে অরুচি, কণ্ডু, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, স্পর্শশক্তির হ্রাস, শরীরের বিবিধ বর্ণান্তরপ্রাপ্তি, প্রকারভেদে এই সকল লক্ষণ দেখা যায়। যাহার পাদ হইতে জানুপর্য্যন্ত স্থানের চর্ম্ম এই রোগে বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হয় ও রোগী দুর্ব্বল হইয়া যায়, তাহার রোগ আরোগ্য হয় না।

---

## উরুস্তম্ভরোগ।

গুরু, স্নিগ্ধ ও শুষ্ক দ্রব্য ভক্ষণ, শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য বস্তু ভোজন, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকপ্রাপ্ত হইতে না হইতে আহার, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অধিক গাত্রচালনা, অধিক নিদ্রা, অধিক রাত্রিজাগরণ, এই সকল কারণে বর্দ্ধিত কফ, মেদ ও বায়ু, অপক্ক মল ও পিত্তের সহিত একত্র হইয়া উরুতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে উরুর অস্থি গাঢ় কফদ্বারা জড়ীভূত হইয়া যায় এবং চলৎশক্তিরহিত করিয়া ফেলে। স্পর্শ করিলে

শীতল বোধ হয়, উহাতে অধিক ব্যথাও হয়। ইহাকেই উরুস্তম্ভ কহে।

জ্বর, বমি, তন্দ্রা, করচরণে বেদনা, চরণের দৌর্ব্বল্য, চিন্তা, গাত্রের আর্দ্রতাবোধ, এই সকলই এই রোগের সাধারণ লক্ষণ।

জ্বালা, কর্ত্তনবৎ বেদনা, কম্প এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলে উরুস্তম্ভ আরোগ্য হয় না।

---

## আমবাতরোগ।

যে রোগে বায়ু ও শ্লেষ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া মেরুদণ্ডের নীচে এবং সন্ধি-স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া বেদনা উৎপাদন করে এবং দেহের জাড্য ও অব-সাদ জন্মায়, তাহাকে আমবাত রোগ কহে।

দেহে বেদনা, অরুচি, তৃষ্ণা, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও করচরণে ব্যথা, এই সকল এই রোগের সামান্য লক্ষণ।

একদোষোৎপন্ন আমবাত চিকিৎসায় প্রশমিত হয়, কিন্তু ত্রিদোষজ আমবাত আরোগ্য হয় না। ত্রিদোষজ হইলে যাপ্য থাকে।

---

## মুখরোগ।

দধি, ক্ষীর, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি অতিরিক্ত ভোজনদ্বারা বাতাদি দূষিত হইয়া মুখরোগ জন্মায়। মুখরোগ বহুবিধ; ওষ্ঠগত, দন্তগত, জিহ্বাগত, সর্ব্বসর, তালুগত, ইত্যাদি।

ওষ্ঠরোগ নানাপ্রকার। এই রোগে ওষ্ঠে নানাবর্ণের ফুস্কুড়ি হয়; উহাতে বেদনা জন্মে। কোন কোন প্রকার ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠে স্থূল মাংস-পিণ্ড উৎপন্ন হয়।

দন্তগত মুখরোগে দন্তে শোথ হয়, বেদনা জন্মে, রক্তস্রাব হয়, পুঁজ নির্গত হয়, দন্ত নড়িতে থাকে, জ্বালা করে, দন্ত অসমান ও বিকৃতিপ্রাপ্ত হইতেও দেখা যায়।

জিহ্বাগতমুখরোগে জিহ্বা কণ্টকাকীর্ণ হয়, জিহ্বার বিদীর্ণতা জন্মে, জ্বালা হয়, জিহ্বার শোথ ও মাংসাঙ্কুরাদিও জন্মিতে দেখা যায়।

তালগত মুখরোগে তালুমূলে বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটক সদৃশ শোথ জন্মে, তৃষ্ণা হয়, বেদনা জন্মে এবং মরণও হইয়া থাকে।

কণ্ঠগত মুখরোগে পিত্ত ও শ্লেষ্মা মাংসশোণিত দূষিত করিয়া কণ্ঠে অঙ্কুর জন্মায়, তাহাতে গলনলীর ছিদ্র রুদ্ধ হইয়া যায়।

মুখের সর্ব্বত্র যে স্ফোটক জন্মে, তাহাকে সর্ব্বসর মুখরোগ কহে। এই স্ফোটকগুলি পিত্তাদিভেদে রক্ত, পীত ও মুখবর্ণ সদৃশ বর্ণ হয়। এই রোগে কণ্ডু জন্মে।

---

## কর্ণরোগ।

বায়ু দূষিত হইয়া কর্ণমূল শুষ্ক করিলে শ্রুতিশক্তির হ্রাস হয়, কর্ণদিয়া জল পড়ে, কর্ণে বেদনা হয়। পিত্ত কুপিত হইয়া কর্ণে পীড়া উৎপাদন করিলে কর্ণে জ্বালা হয়, শোথ জন্মে এবং পূঁয নির্গত হইয়া থাকে। কফ দূষিত হইয়া কর্ণরোগ জন্মাইলে কর্ণে শোথ, বেদনা ও কণ্ডু হয়।

---

## নাসারোগ।

বায়ু ও কফ কুপিত হইলে নাসিকাপথ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাতে নাসিকা উষ্ণতা ও আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়। কোন বস্তুর গন্ধ গ্রহণে সামর্থ্য থাকে না। এই রোগকে পীনস কহে।

কফ, পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইয়া বায়ুকে গলা ও তালুমূলে লইয়া গেলে ঐ বায়ু পূঁয গন্ধবিশিষ্ট হইয়া নাসাদ্বারা বহির্গত হয়, ইহাকে পূতিনস্য রোগ কহে।

পিত্তকর্তৃক নাসিকাতে পূতিগন্ধবিশিষ্ট ব্রণ উৎপন্ন হইলে তাহাকে নাসিকাপাক বলে।

নাসিকাস্থ বায়ু শৃঙ্গাটক নামক মর্ম্মপ্রদেশে দোষভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্লেষ্মার সহিত নাম দিয়া, বহির্গত হয় ইহাকে হাচি কহে।

মুত্রপুরীষের বেগরোধ, নাসায় ধুলিপ্রবেশ, ক্রোধ, জাগরণ, অতিরিক্ত মৈথুন, হিমসেবন, ইত্যাদি কারণে কফ মস্তকে গাঢ়ীভুত হইয়া শর্দ্দির উৎপত্তি করে।

## নেত্ররোগ।

অধিক রৌদ্রসেবন, অধিক অগ্নিসন্তাপ, অতি দূরদর্শন, রাত্রিজাগরণ, অধিক স্বেদনির্গম, চক্ষুমধ্যে ধুলিধুমাদি প্রবেশ, বমিরোধ, অধিক বমি, নিশাযোগ দ্রবীভুত অন্নভোজন. মুত্র, পুরীষ ও বায়ু নিঃসরণরোধ, মস্তকে আঘাত, অনবরত ক্রন্দন, মদ্যপান, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত মৈথুন, বাষ্পরোধ, সূক্ষ্ম দ্রব্য দর্শন, প্রভৃতি কারণে নেত্ররোগের উৎপত্তি হয়। নেত্ররোগ বহুবিধ ; নেত্ররোগ জন্মিবামাত্র চিকিৎসা না করিলে রোগীর চক্ষুরত্ন বিনষ্ট হয়, কোন কোন নেত্ররোগে ক্রমে মস্তিকের হানি করিয়া রোগীকে মৃত্যুর পথিক করে।

## শিরোরোগ।

বাতিক শিরোরোগে হঠাৎ মস্তকে বেদনা হয়, মস্তকে কাপড় বান্ধিলে স্বাস্থ্যবোধ হইয়া থাকে। পৈত্তিক শিরোরোগে নাক ও চক্ষু দিয়া উষ্ণ ধুমনির্গমের ন্যায় বোধ হয় এবং মস্তকে দারুণ যাতনা জন্মে। শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে মস্তক কফদ্বারা আচ্ছন্ন হয়। ত্রিদোষজ শিরোরোগে পুর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লক্ষণ জন্মে। রক্তজনিত শিরোরোগে পৈত্তিক শিরোরোগের লক্ষণ দেখা যায়। কফ, মস্তিষ্ক, বায়ু ও রক্তের হ্রাস হইলে

যে শিরোরোগ জন্মে, তাহাকে ক্ষয়জ শিরোরোগ কহে। ধুমগ্রহণ, বমি, নস্যগ্রহণ প্রভৃতি কারণে ইহার বৃদ্ধি হয়। ক্রিমিজনিত শিরোরোগে মস্তকে নানাবিধ বেদনা জন্মে এবং নাসিকাদ্বারা শোণিতসংযুক্ত পুঁয বহির্গত হয়। নাকদিয়া ক্রমি পড়িতেও দেখা যায়। কোন প্রকার শিরোরোগে প্রভাতকাল হইতে মস্তক, নেত্র ও ভ্রূতে বেদনা আরম্ভ হয়, যত দিবাকরের তেজ বৃদ্ধি হয়, ততই বেদনা বাড়িতে থাকে, ইহার নাম সূর্য্যাবর্ত্ত।

## অম্লপিত্তরোগ।

অম্ল, গুরু ও বিরুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, তক্র ও সুরা সেবন, মাষকলায় ভক্ষণ প্রভৃতি কারণে পিত্ত দূষিত হইয়া অম্লপিত্ত রোগ উৎপাদন করে। এই রোগ জন্মিলে আহারীয় দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হয় না; পরিশ্রম বোধ হয়, অম্ল উদ্গার ও তিক্ত উদ্গার হইতে থাকে, শরীর গুরু বোধ হয়, বুক জ্বালা করে এবং অরুচি জন্মে। এই রোগ যদি অল্পদিনের হয় এবং রোগী কুপথ্য না করে, তাহা হইলে চিকিৎসায় প্রশমিত হয়।

## বিস্ফোটকরোগ।

ক্ষার, গুরু, অজীর্ণকর, অম্ল, ঝাল ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ, রৌদ্রসেবন, প্রভৃতি কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া মাংসশোণিতাদি আশ্রয় করে এবং অগ্রে জ্বর জন্মাইয়া তদনন্তর বিস্ফোট জন্মায়। ইহার আকার হুতাশনদগ্ধ ফোস্কার ন্যায় হয়, কৃষ্ণবর্ণও হইয়া থাকে এবং

অত্যন্ত বেদনা জন্মে। এই রোগে রোগী তৃষ্ণা, জ্বর প্রভৃতিতে কাতর হয়। কোন কোন বিস্ফোটক পীত বা পাণ্ডুবর্ণও হয়।

## বসন্তরোগ।

বসন্তরোগের নামই মসূরিকা। ক্ষার, বিরুদ্ধ, লবণ অম্ল ও ঝাল দ্রব্য ভক্ষণ, যাহা আহার করা হইয়াছে, তাহা পরিপাক না হইতে পুনরায় আহার, শাক ও শিমের বীজ ভক্ষণ, দূষিত বায়ুসেবন, দূষিত জলপান এবং প্রতিকূল গ্রহের দৃষ্টি, এই সকল কারণে পিত্ত ও শ্লেষ্মা দুষ্ট শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহে মসুরের মত যে ফুস্কুড়ি জন্মায়, তাহারই নাম মসূরিকা, অর্থাৎ বসন্তরোগ। বসন্ত হইবার অগ্রে দেহ বিবর্ণ হয়, চর্ম্ম স্ফীত হইয়া উঠে, চক্ষু শোণিতবর্ণ হয়, গাত্রে বেদনা জন্মে, আহারে রুচি থাকে না, জ্বর হয় এবং কণ্ড উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত বসন্ত রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। রোগী তরল মল-ত্যাগ করে এবং তৃষ্ণা, জ্বর ও যাতনায় কষ্ট পায়। বাতিক বসন্তের ফুস্কুড়ি কৃষ্ণপীত মিশ্রিতবর্ণ এবং কঠীন, ইহাতে রোগী কম্প, বেদনা, তৃষ্ণা, অরুচি, কাস প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়। শ্লৈষ্মিক বসন্তের ফুস্কুড়ি শুক্ল, কণ্ডুযুক্ত এবং স্থূল, ইহাতে রোগী স্তৈমিত্য, শ্লেষ্মাস্রবণ, দেহের গুরুত্ব, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। সান্নি-পাতিক বসন্তের ফুস্কুড়ি চিড়ার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, তাহার মধ্য ভাগ নিম্ন, উহাতে অত্যন্ত বেদনা জন্মে, এই ফুস্কুড়ি অনেক বিলম্বে পক্ক হইয়া পূঁয ক্ষরিত হইতে থাকে। পিত্তজন্য বসন্তে যে যে লক্ষণ দৃষ্ট হয়, রক্তজনিত বসন্তেও সেই লক্ষণ দেখা যায়।

শরীরে রোমাঞ্চ হইলে যেরূপ লোমকূপ উন্নত হয়, তদ্রূপ উন্নত শোণিতবর্ণ ফুস্কুড়ি জন্মিলে এবং তৎসহ জ্বর, কাস বা অরুচি থাকিলে তাহাকেই হাম কহে, ইহার নাম রোমান্তিকা।

জলবিম্বের ন্যায় শুক্লবর্ণ ফুস্কুড়ি হইলে এবং তাহা ফাটিয়া জল পড়িলে তাহাকে জলবসন্ত কহে। ইহারই নাম ত্বকগত মসুরিকা।

রক্ত আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত হয়, তাহা সত্বর পাকে; উহা সাধ্য। মাংস আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত হয়, তাহা বহুবিলম্বে পাকে, ইহা কষ্টসাধ্য। মেদ আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত হয়, তাহা প্রায় আরোগ্য হয় না। অস্থি ও মজ্জা আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত হয়, তাহা অসাধ্য, উহা অতীব যাতনাপ্রদ। শুক্র আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত হয়, তাহা রোগীকে অচিরে কালকবলে নিক্ষিপ্ত করে।

---

## ব্রণরোগ।

ব্রণ দ্বিবিধ, শারীর ও আগন্তুক। বাতাদি দোষসকল কুপিত হইয়া যে ব্রণ উৎপাদন করে তাহাকে শারীর ব্রণ কহে এবং অস্ত্রাদির আঘাত দ্বারা যে ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম আগন্তুক ব্রণ।

যে ব্রণ অধিকদিন স্থায়ী, যাহা অতি দুর্গন্ধ, আর ব্রণদিয়া রক্ত মিশ্রিত পুঁয নির্গত হয় এবং ব্রণের মধ্যভাগ ক্রমে নিম্ন হইয়া যায়, তাহাই দূষিত ব্রণ।

যে ব্যক্তি কুষ্ঠরোগী, যক্ষাক্রান্ত অথবা মধুমেহরোগে কাতর, তাহার ব্রণরোগ হইলে আরোগ্য লাভ করা কঠিন। দূষিত ব্রণ হইতে মেদবসাদি ক্ষরিত হইলে তাহা অচিকিৎস্য।

---

## স্তনরোগ।

বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া স্তনগত মাংসশোণিত দূষিত করিয়া ফেলিলেই স্তনরোগের উৎপত্তি হয়। স্তনরোগ পঞ্চবিধ, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুক।

গুরুপাক বস্তু ভক্ষণ করিলে বাতাদি কুপিত হইয়া স্তনদুগ্ধকে দূষিত করিয়া ফেলে। সেই দুগ্ধ পান করিলে বালকদিগের নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

বায়ুকর্ত্তৃক স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে উহার স্বাদ কষায় হয় এবং সেই দুগ্ধ জলমধ্যে ফেলিয়া দিলে ভাসমান হইতে থাকে। পিত্তকর্ত্তৃক স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে তাহার আস্বাদ তিক্ত, লবণাক্ত ও অম্লবৎ অনুভূত হয়, অধিক কি, দুগ্ধের বর্ণও পিত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক যে স্তন দুগ্ধ দূষিত হইয়াছে, তাহা জলে নিক্ষেপ করিবামাত্র নিমগ্ন হইয়া যায়, উহা গাঢ়। যে দুগ্ধ জলে ফেলিয়া দিলে জলের সহিত মিশিয়া যায়, যাহার স্বাদ মিষ্ট এবং যাহার বর্ণ পীত সেই দুগ্ধই বিশুদ্ধ জানিবে।

---

## প্রদররোগ।

সুরাপান, গর্ভপাত, অতিরিক্ত মৈথুন, অধিক পথভ্রমে গমন, বিরুদ্ধ বস্তু ভক্ষণ, ভুক্ত বস্তু পরিপাক প্রাপ্ত হইতে না হইতে ভোজন, শোক, অধিক ভ্রমণ, আঘাত, ভারবহন, দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে স্ত্রীলোকের প্রদররোগ জন্মে। সকল প্রকার প্রদরেই অঙ্গবেদনা ও অত্যন্ত শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। এই রোগ প্রবল হইলে রোগীর দেহ পাণ্ডুতা প্রাপ্ত হয় এবং সে তৃষ্ণার্ত্ত, মূর্চ্ছিত, মোহগ্রস্ত, ভ্রান্ত, দুর্ব্বল

ওতন্দ্রাযুক্ত হইয়া পড়ে। এই রোগ পিত্তজনিত হইলে যে রক্তস্রাব হয়, উহা পীত, নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, বাতজনিত হইলে রক্তবর্ণ, ফেনযুক্ত, অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায় হয়, শ্লেষ্মাজনিত হইলে পাণ্ডুবর্ণ, অথবা মাংসধৌত জলের তুল্য দৃষ্ট হয় এবং ত্রিদোষজনিত হইলে ঘৃত মধু ও হরিতালাদি মিশ্রিতের ন্যায় বর্ণ হইয়া থাকে। ত্রিদোষজন্য প্রদর আরোগ্য হয় না, বিশেষতঃ রোগী দুর্ব্বল ও তৃষ্ণার্ত্ত হইলে এবং নিরন্তর রক্তস্রাব ও বেদনা থাকিলে যে কোনরূপ প্রদরই হউক না কেন, চিকিৎসায় কোন উপকার দর্শে না।

---

## সূতিকারোগ।

প্রসবের পর স্ত্রীলোকের যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকেই সূতিকারোগ কহে। দূষিত অন্ন ভক্ষণ, অধিক আহার, অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ এই সকল কারণেই সূতিকারোগ জন্মে। জ্বর, তৃষ্ণা, অঙ্গবেদনা, শোথ, অতীসার ও দেহের গুরুত্ব, এই সকলই সূতিকারোগের লক্ষণ।

---

## কুষ্ঠরোগ।

বমন, বিরেচন, অনুবসন, নিরূহণ ও নস্যক্রিয়া এই সকল কর্ম্ম অন্যায়রূপে আচরণ করিলে, ব্রহ্মহত্যা, গুরুদারাগমন বা মদ্যপান করিলে, বিরুদ্ধ দ্রব্য সেবন করিলে, আহারের অব্যবহিত পরেই পরিশ্রম বা মৈথুনক্রিয়া সম্পাদন করিলে, অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, অম্ল দ্রব্য অধিক আহার করিলে, মূত্র পুরীষ বা বমির বেগ অবরোধ করিলে, অধিক রৌদ্র বা অধিক অগ্নিতাপ গ্রহণ করিলে, অধিক রাত্রিজাগরণ

বা অধিক দিবানিদ্রা গেল, গুরুজনের অবমাননা করিলে, অপরিমন্ত-রূপে মৎস্য, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, দধি বা লবণ ভক্ষণ করিলে এবং অধিক পরিশ্রমের পর বা কোনরূপে ভয় প্রাপ্ত হইবার পর শীতল জলপান করিলে বাতাদি দোষসকল প্রকুপিত হইয়া দেহস্থিত মাংস, শোণিত, চর্ম্ম ও রসধাতুসকল দূষিত করিয়া ফেলে। তাহাতেই কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি হয়। কুষ্ঠরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে দেহস্থিত চর্ম্ম রুক্ষ ও কর্কশ হয়, অল্প অল্প স্বেদ নির্গত হয়, শরীরে দাহ জন্মে ও বর্ণান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে, কণ্ডুর উৎপত্তি হয়, স্পর্শশক্তির হ্রাস হইয়া যায়, দেহে বেদনা জন্মে, ব্রণ হয় এবং রোমাঞ্চ জন্মিতে থাকে।

কুষ্ঠ অনেক প্রকার, তন্মধ্যে একাদশটী ক্ষুদ্র কুষ্ঠ,—এককুষ্ঠ, চর্ম্মাখ্য, কিটীম, বৈপাদিক, অলসক, দদ্রুমণ্ডল, চর্ম্মদল, পামা, কচ্ছু, বিস্ফোট ও শতারু। আর সাতটি মহাকুষ্ঠ বলিয়া অভিহিত, যথা,—কাপাল, ঔডুম্বর, মণ্ডল, ঋষ্যজিহ্ব পুণ্ডরীক, সিধ্ম ও কাকণ। এতদ্ভিন্ন পাদে কণ্ডু ও স্রাববিশিষ্ট যে ফুস্কুড়ি হয়, তাহাকে বিচর্চ্চিকা বলে, ইহাও কুষ্ঠ-মধ্যে পরিগণিত। চরণভিন্ন শরীরের অন্যস্থানেও কুচিৎ এই রোগ হইয়া থাকে এই সকল কুষ্ঠের মধ্যে কাপাল বায়ু হইতে, ঔডুম্বর পিত্ত হইতে মণ্ডল ও বিচর্চ্চিকা শ্লেষ্মা হইতে, ঋষ্যজিহ্ব বাতপিত্ত হইতে, চর্ম্মাখ্য এককুষ্ঠ, কিটীম, সিধ্ম, অলসক ও বৈপাদিক বাতশ্লেষ্মা হইতে, দদ্রু, শতারু, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল পিত্তশ্লেষ্মা হইতে, এবং কাকণ কুষ্ঠ ত্রিদোষ হইতে সমুৎপন্ন হয়।

যে সকল কুষ্ঠ পিত্তজনিত, তাহা শোণিতবর্ণ এবং তাহা হইতে পূঁয নির্গত হয়, উহাতে বেদনা ও জ্বালা বিদ্যমান থাকে। যে সকল কুষ্ঠবায়ুজন্য, তাহা স্পর্শ করিলে কর্কশ বোধ হয়, উহার বর্ণ কৃষ্ণ পীতমিশ্রিত, শোণিতবর্ণও হইয়া থাকে, এবং ঐ কুষ্ঠেও বেদনা

বিদ্যমান থাকে। যে কুষ্ঠ শ্লেষ্মাজনিত, তাহা ঘন ক্লেদবিশিষ্ট, এই কুষ্ঠে কণ্ডু বিদ্যমান থাকে এবং রোগীর দেহ গুরু ও শীতল হয়। ত্রিদোষজনিত কুষ্ঠে উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণই দৃষ্ট হয়। বাতপিত্ত জনিত কুষ্ঠে বায়ুজন্য ও পিত্তজন্য কুষ্ঠের লক্ষণ, বাতশ্লেষ্মজন্য কুষ্ঠে বাতজন্য ও শ্লেষ্মজন্য কুষ্ঠের লক্ষণ এবং পিত্তশ্লেষ্মজনিত কুষ্ঠে পিত্তজনিত ও কফজনিত কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

দেহস্থিত রস আশ্রয় করিয়া কুষ্ঠ জন্মিলে দেহ বিবর্ণ ও রুক্ষ হয়, রোমাঞ্চ জন্মে, স্বেদ নির্গত হয় এবং স্পর্শশক্তি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। শোণিত আশ্রয় পূর্ব্বক কুষ্ঠ জন্মিলে অত্যন্ত পূঁয নির্গত হয় এবং ব্রণে অত্যন্ত কণ্ডু জন্মে। মাংস আশ্রয় করিয়া কুষ্ঠ জন্মিলে দেহ কর্কশ হয়, জাড্য জন্মে, শরীরে বেদনা হয় এবং মুখ শুষ্ক হইয়া যায়। মেদ আশ্রয় পূর্ব্বক কুষ্ঠ জন্মিলে বোধ হয় যেন, দেহ ও হস্তাদি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে. ইহাতে অঙ্গুলী সঙ্কুচিত হইয়া যায়, ক্ষত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, রোগীর চলৎশক্তি রহিত হইয়া যায়, এই কুষ্ঠে রসগত শোণিতগত ও মাংসগত কুষ্ঠের লক্ষণসকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অস্থি ও মজ্জা আশ্রয় করিয়া কুষ্ঠ জন্মিলে রোগীর নাসিকা বসিয়া যায়, স্বর বিকৃত হয়, নেত্র শোণিতবর্ণ হইয়া উঠে এবং ক্ষতমধ্যে কীটের উৎপত্তি হয়। শুক্র আশ্রয় করিয়া কুষ্ঠ জন্মিলে পূর্ব্বে রসগতাদি যে যে কুষ্ঠ বর্ণিত হইল, সেই সমস্তেরই লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যে ব্যক্তি শুক্রাশ্রিত কুষ্ঠে আক্রান্ত, তাহার সন্তান জন্মিলে সেই সন্তান ও কুষ্ঠরোগী হইয়া থাকে।

এককুষ্ঠ রস, রক্ত ও মাংস আশ্রয় পূর্ব্বক উৎপন্ন হইলে তাহা চিকিৎসায় প্রশমিত হইতে পারে। দ্বিদোষজন্য কুষ্ঠ মেদ আশ্রয় করিয়া জন্মিলে উহা আরোগ্য হয় না, কিন্তু যাপ্য থাকে। ত্রিদোষ-জনিত কুষ্ঠ মজ্জা ও অস্থি আশ্রয় পূর্ব্বক উৎপন্ন হইলে এবং সেই

ক্ষতে জাল বিদ্যমান থাকিলে অথবা কীট জন্মিলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য। যে কুষ্ঠে কোন অঙ্গ খসিয়া যায়, কুষ্ঠস্থান ফাটীয়া পড়ে রোগীর নেত্র শোণিতবর্ণ ও স্বর বিকৃত হয়, সেই কুষ্ঠ রোগীর মৃত্যু-স্বরূপ জানিবে।

শ্বিত্ররোগও একপ্রকার কুষ্ঠ বা মহারোগ বলিয়া কথিত। শ্বিত্র দ্বিবিধ, ব্রণজন্য ও বাতাদি দোষজনিত। ব্রণজন্য শ্বিত্ররোগ জন্মিলে অতি কষ্টে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে। দোষজনিত শ্বিত্র কচিৎ আরোগ্য হয়। যে স্থানে শ্বিত্ররোগ হয়, যদি ঐ স্থানের রোমগুলি কৃষ্ণবর্ণ থাকে, আর শ্বিত্রগুলি পরস্পর একত্রিত না হইয়া কিঞ্চিৎ ব্যবধান থাকে এবং রোগ বহুদিনের পুরাতন না হয়, তাহা হইলেই শ্বিত্র প্রশমিত হয়, নচেৎ ইহার বিপরীত হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য।

---

## সংক্রামক রোগ।

যে ব্যক্তি জ্বর, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে পীড়িত, যাহাকে স্পর্শ করিলে, তাহার নিশ্বাস গ্রহণ করিলে, তাহার সহিত একত্র শয়ন করিলে, তাহার সহিত একত্র ভোজন করিলে, তাহার সহিত এক আসনে আসীন হইলে এবং উক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির (পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক,) সহিত মৈথুন করিলে ঐ সকল রোগ জন্মে, ইহা-কেই সংক্রামক রোগ বলে।

---

## বালকরোগ।

বায়ুজন্য দূষিত স্তন পান করিলে বালকদিগের মুত্র পূরীষ ও বায়ু অবরুদ্ধ হইয়া যায়, দেহ দুর্ব্বল হইতে থাকে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়। যে স্তন্য পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত হইয়াছে, তাহা পান করিলে বালকদিগের দেহ উষ্ণ হয়, তৃষ্ণা জন্মে, স্বেদ নির্গত হয়, তরল মলনির্গম হয় এবং কামলারোগ জন্মিতেও দেখা যায়। যাহার স্তনদুগ্ধ কফকর্ত্তৃক দূষিত হইয়াছে, তাহার স্তন্য পান করিলে বালক নিদ্রা, শোথ, দেহজাড্য বমি প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়, শিশুর নেত্র রক্তবর্ণ হয়, মুখ হইতে লালা বহির্গত হইতে থাকে এবং নানাবিধ কফরোগ জন্মে। ত্রিদোষজনিত স্তন্যপান করিলে উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণই দৃষ্ট হয়।

বালকেরা কথা কহিয়া আপনার মনোগত ভাব বলিতে পারে না। তাহাদিগের রোদনের ভাব দেখিয়া রোগের লক্ষণ বুঝিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন শিশুরা জ্বর, অতিসারপ্রভৃতি নানাবিধ রোগেও আক্রান্ত হইয়া থাকে। বিবিধ গ্রহদ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নানা [illegible] জন্মায়। বালকেরা রেবতীগ্রহদ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহার দেহে কর্দ্দমের গ[illegible] হয়, ব্রণ জন্মে, আর সেই সকল ব্রণ হইতে শোণিতক্ষরণ হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন তরল মলভেদ, জ্বর ও দাহাদি জন্মে। শকুনী গ্রহদ্বারা পীড়িত হইলে সর্ব্বাঙ্গে ফোড়া হয়, ঐ ফোড়া দিয়া পূঁয নির্গত হয় এবং জ্বালা করে, দেহ শিথিল হয় এবং শিশু থাকিয়া থাকিয়া চমকিত হইয়া উঠে, শকুনিপ্রভৃতি মাংসাদী পক্ষীদিগের গাত্রে যেরূপ দুর্গন্ধ, এই রোগে শিশুর দেহেও তদ্রূপ গন্ধ অনুভূত হয়। যে শিশু পূতনা গ্রহদ্বারা আক্রান্ত হয়, সে জ্বর, অতিসার, পিপাসা, কুটিলদৃষ্টি, নিদ্রানাশ, ক্রন্দন প্রভৃতিদ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। গন্ধপূতনা গ্রহদ্বারা অভিভূত হইলে পিপাসা, জ্বর, কাস, বমি, অতিসার, ক্রন্দনপ্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এই রোগে বালক দুগ্ধ

পানে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং তাহার দেহে বসার গন্ধ অনুভূত হয়। যে বালক শীতপূতনাগ্রহদ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহার বমি, অতীসার, কম্প, দৌর্বল্য, কাস, দেহে দৌর্গন্ধ্য ও চক্ষুরোগ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মুণ্ডিকা গ্রহদ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং দেহে মূত্রের গন্ধ জন্মে, এই রোগে বালক অধিক আহার করিতে পারে।

---

## বিষজনিত রোগ।

বিষ দ্বিবিধ, স্থাবর ও জঙ্গম। তন্মধ্যে স্থাবরবিষ দশ প্রকার, এবং জঙ্গমবিষ ষোড়শবিধ। মূল, পত্র বল্কলপ্রভৃতি হইতে উৎপন্ন বিষকে স্থাবর এবং সর্প, কুক্কুরপ্রভৃতির নিঃশ্বাস দংশনাদি হইতে উৎপন্ন বিষকে জঙ্গমবিষ কহে। অর্থাৎ মূল, পত্র, ফল, পুষ্প, বল্কল, ক্ষেত-রস, সার, নির্য্যাস, ধাতব ও কন্দ এই দশবিধ স্থাবর এবং দৃষ্টী, নিশ্বাস, দন্ত, নখ, মল, মূত্র, শুক্র, লালা, মুখসন্দংশ, বায়ুনিঃসরণ গুহ্য, স্পর্শ, অস্থি, শূক, সর ও পিত্ত এই ষোড়ষবিধ জঙ্গম। সেঁকো হরিতাল প্রভৃতিকেই ধাতব বিষ বলে।

কতকগুলি স্বর্গীয় সর্প আছে, তাহাদিগের দৃষ্টী ও নিশ্বাসে বিষ, পৃথিবীস্থ সর্পদিগের দন্তে বিষ, বানর, বিড়াল, ব্যাঘ্রপ্রভৃতির দন্তে ও নখে বিষ, পিচিটাদির মলমূত্রে বিষ, মাকড়শাপ্রভৃতির দন্তে, স্পর্শ, মল, মূত্র, শুক্র ও দংশনে বিষ, মৎস্যের অস্থিপ্রভৃতিতে বিষ, শকুনীপ্রভৃতির পিত্তে ও বিষ্ঠায় বিষ, ভ্রমর ও মৌমাছি প্রভৃতির শূকে বিষ।

---

## বিষের সাধারণ লক্ষণ।

জঙ্গমবিষ সেবন করিলে দেহে দাহ, তন্দ্রা ক্লান্তি, রোমাঞ্চ, শোথ,

মন্দাগ্নি ও অতীসার এবং স্থাবরবিষ সেবন করিলে জ্বর, কফবমন, অরুচি, হিক্কা, শ্বাস, মোহ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

কোন অস্ত্রে বিষ লিপ্ত থাকিলে, যদি সেই অস্ত্রদ্বারা দেহের কোন স্থান ক্ষত হয়, তাহা হইলে ঐ স্থান কৃষ্ণবর্ণ ও ক্লেদ বিশিষ্ট হয়, ক্ষত হইবামাত্র চিকিৎসা না করিলে ঐ স্থান পচিতে আরম্ভ হয় এবং কালক্রমে মাংস খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে, তখন রোগী জ্বর, তৃষ্ণা, মোহ প্রভৃতিদ্বারা আক্রান্ত হয়।

স্থাবর বিষই হউক, আর জঙ্গমবিষই হউক, যদি উহা বহুদিনের হয় ক্রিমিদ্বারা ভক্ষিত হয় অথবা বিষের যে সকল গুণ থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া যায় কিম্বা অগ্ন্যাদি দ্বারা দগ্ধ বা শোধিত হয়, তাহা হইলে তাহাকেই দূষী বিষ বলে। দূষী বিষ সেবন করিলে উহার তেজের ন্যূনতাবশতঃ জীবন নষ্ট হয় না, সত্য, কিন্তু নানাবিধ রোগ জন্মাইতে পারে। উহা শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে শ্লেষ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায় এবং বহুকাল দেহমধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া দেহীর মলের দ্রবতা জন্মায়, দেহ বিবর্ণ করিয়া ফেলে, মুখ শুষ্ক হইয়া যায়, মুখে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা জন্মে, মোহ ও ভ্রম উপস্থিত হইয়া দেহীকে অভিভূত করে, স্বর বিকৃতি প্রাপ্ত হয়; রোগী কিছুতেই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। এই দূষীবিষ যদি আমাশয়ে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মাজনিত বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়। যদি উহা পক্বাশয়ে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে পিত্ত ও বায়ুজনিত রোগ জন্মায়, তাহা হইলে দেহীর মস্তকের কেশ ও দেহের রোম উঠিয়া যায়, সুতরাং বিহঙ্গগণ পক্ষহীন হইলে যেরূপ বিরূপ হয়, সেই ব্যক্তিও তদ্রূপ কদাকৃতি হইয়া পড়ে। দূষীবিষ রস, শোণিত মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত প্রকার ধাতুকে আশ্রয় করিলে রসাদি ধাতুজনিত বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

## বিষের সাধ্যাদি কথন।

স্থাবরবিষ সেবনান্তে চিকিৎসা করিলে কাল সহকারে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সর্পাঘাতে যদি চারিটী দন্তদ্বারা দংশিত হয় তবে সেই রোগী শমনভবনে গমন করিবে।

—

## বিষপ্রয়োগকারীর লক্ষণ।

কোন ব্যক্তি কাহারও জীবননাশের জন্য বিষপান করাইলে তাহার যেরূপ ভাবভঙ্গী লক্ষণ প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা চিকিৎসকেরা তাহাকে ধৃত করিবেন। যে ব্যক্তি বিষপ্রদান করে তাহার মুখ মলিনতা প্রাপ্ত হয়, সে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে থাকে, সহসা কাহাকেও আগত দেখিলে চমকিয়া উঠে, তাহার বুদ্ধি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, সে চিন্তাকুলিত চিত্তে একদিকে দৃষ্টীপাত করিয়া থাকে, কাহার দিকে নেত্রপাত করে না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না, অসম্বদ্ধ কথা বলে এবং বিনাকারণে বৃথা হাস্য করিয়া থাকে। হস্তস্থ অঙ্গুলীদ্বারা ভুতলে মৃত্তিকায় রেখা প্রদান করে অথবা নখদ্বারা তৃণাদি ছেদন করিতে থাকে। এই সকল লক্ষণদ্বারা বিষদাতাকে ধৃত করিতে হয়।

—

সম্পূর্ণ।